বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-১৭

কৃষি মন্ত্রণালয়

[www.moa.gov.bd](http://www.moa.gov.bd)

**সূচিপত্র**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | মুখবন্ধ |  |
|  | নির্বাহী সারসংক্ষেপ |  |
| ১. | কৃষি মন্ত্রণালয় | ০১-১২ |
| ২. | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | ১৩-২৫ |
| ৩. | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন | ২৬-৪২ |
| ৪. | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল | ৪৩-৪৭ |
| ৫. | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৪৮-৬০ |
| ৬. | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৬১-৬৬ |
| ৭. | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৬৭-৭১ |
| ৮. | বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৭২-৭৭ |
| ৯. | বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৭৮-৮২ |
| ১০. | মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | ৮৩-৮৯ |
| ১১. | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ৯০-৯৬ |
| ১২. | তুলা উন্নয়ন বোর্ড | ৯৭-১০১ |
| ১৩. | বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | ১০২-১০৬ |
| ১৪. | বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট | ১০৭-১১০ |
| ১৫. | বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি | ১১১-১১৬ |
| ১৬. | জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী | ১১৭-১১৯ |
| ১৭. | কৃষি তথ্য সার্ভিস | ১২০-১২২ |
| ১৮. | হর্টেক্স ফাউন্ডেশন | ১২৩-১২৮ |

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। একদিকে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে অপরদিকে আশঙ্কাজনকভাবে কমছে কৃষি জমির পরিমাণ। পরস্পর বিপরীত এ পরিস্থিতিতে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। সীমিত কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিক ফসল উৎপাদনের‌ জন্য লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এখন সময়ের দাবি। কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ বিভিন্ন ফল ও ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে দেশের কৃষির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো, তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ, শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমূখীকরণের মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের যোগান নিশ্চিতকল্পে কৃষক, কৃষিকর্মী, সম্প্রসারণবিদ, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিরলস অবদান রেখে যাচ্ছেন। বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ খাতে ক্রমাগত উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, শস্য বহুমূখীকরণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন, লাভজনক, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষির প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে সরকার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ভূপরিস্থ সেচ সুবিধার প্রসার, কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। খামার যান্ত্রিকীকরণসহ পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন ফসলের উন্নত, অধিক ফলনশীল ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত এবং কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত নিয়মিতভাবে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্তসার এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য ভবিষ্যতে গবেষণা, পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাজের বরাতসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলে আমি মনে করি।

**মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্**

সিনিয়র সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

দেশের আপামর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ তথা টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন করাই কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় এর অধীন ১৬টি সংস্থা এবং ০১টি ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয় এবং অধীন সংস্থা/ফাউন্ডেশন এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এ নির্বাহী সারসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কৃষি উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশীয় বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, শস্য বহুমূখীকরণ, আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে কৃষি উৎপাদনের ধারা উর্ধ্বমুখী রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্য (চাল, গম ও ভূট্টা) উৎপাদন হয়েছে ৩৮৮.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন । এর মধ্যে চাল ৩৩৮.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১৪.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভূট্টা ৩৫.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন । এ সময়ে শাকসবজি ১৬০.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন, আলু ১১৩.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন, ডাল জাতীয় ফসল ১০.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন, তৈল জাতীয় ফসল ১০.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মসলা জাতীয় ফসল ৩৫.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে ।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের ১.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন করেছে এবং ১.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নতুন ০৩টি আলুবীজ হিমাগার নির্মাণ করায় আলুবীজ হিমাগারের ধারণক্ষমতা ৪৫,৫০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে ২৭৬.৩৩ কিলোমিটার খাল পুন:খনন, ৬৩৭.২ কিলোমিটার ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ২৭টি সোলার প্যানেল স্থাপন, ১৯টি সৌরশক্তিচালিত সেচযন্ত্র চালুসহ বিভিন্ন রকমের ৪৮৮টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে ২৯,৯০০ হেক্টর জমিতে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৫.২২ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। বিএডিসি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন নন-নাইট্রোজেনাস সার আমদানি এবং ৯.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন সার সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে NARS (National Agriculture Research System) ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৩৩টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম হিসেবে ৫টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, ৩২৪টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং ১৯৩টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষা কর্মসূচিতে বর্তমানে ২৩টি পিএইচডি প্রোগ্রাম চলমান আছে। জাতীয় পর্যায়ে ৩টি সেমিনার এবং ৩০টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সংস্থাটি কৃষিতে ক্রপ জোনিং ম্যাপ, ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ প্রণয়ন এবং খাদ্যে ভেজাল রোধকল্পে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৭টি ফসলের হাইব্রিডসহ ২৮টি উচ্চ ফলনশীল জাত এবং ২১টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ সময়ে ৫১ জনকে নিয়োগ এবং ২৮ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে । মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ১৭০৫ জনকে দেশে এবং ৪০ জনকে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে । এছাড়াও ১৭ জনকে পিএইচডি অধ্যয়ন এবং ৮ জনকে এমএস ডিগ্রির জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বিএআরআই এর সকল বিজ্ঞানী ও প্রশিক্ষিত জনবল তাঁদের মেধা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের উপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, কৃষকের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা সার্বিকভাবে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) ২০১৬-১৭ অর্থবছরেআমন মৌসুমের উপযোগী ৪টি এবং বোরো মৌসুমের উপযোগী ১টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এ জাতগুলো হলো জলমগ্নতা ও লবণক্ততা সহনশীল জাত ব্রি ধান৭৮, জলমগ্নতা ও জলাবদ্ধতা সহনশীলজাত ব্রি ধান৭৯, সুগন্ধিযুক্ত জাত ব্রি ধান৮০, ব্রি হাইব্রিড ধান৫ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান৬। এছাড়া হস্তচালিত ধানের চারা রোপণ যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে যা দ্বারা প্রতি ঘন্টায় ১৫-১৮ শতাংশ জমি রোপণ করা যায়। উল্লেখ্য যে, এ যন্ত্রটি স্থানীয় কাচামাল ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে বিধায় প্রোটোটাইপ সরবরাহ করলে যেকোন ওয়ার্কশপে তৈরি সম্ভব। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্রি সোলার লাইট ট্র্যাপ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭টি উফশী জাত ও ৪টি ননকমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। আমন ধানের সরু ও লম্বা, আগাম (১১২ দিন), উচ্চফলনশীল (৬ টন/হেক্টর) একটি মিউট্যান্ট নির্বাচন করা হয়েছে। আউশ ধানের উপযোগী উচ্চ ফলনশীল মিউট্যান্ট ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ছাড়করণের অপেক্ষায় রয়েছে। বিভিন্ন ফসলের ৪০টি জাতের প্রজনন ও মানসম্মত ১৯২ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ১৮৩ মেট্রিক টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। ডিএই, বিএডিসি ও এনজিও এর ৬০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ৩০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ৫০০০০ কপি লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে এবং ৩০টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। ডাল জাতীয় ফসলের মোট ৫০২ কেজি জীবাণু সার উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আঁশ ও বীজ ফসলের মোট ১১২ টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে ৪৯টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে। Warp এ cotton এবং weft এ পাটের সূতা ব্যবহার করে জুট-কটন ইউনিয়ন ফেব্রিক তৈরী করে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের মূল্য সংযোজিত পণ্য প্রস্তুত করে বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হচ্ছে। জেনোম গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত পাটের ৪টি অগ্রবর্তী লাইন চাষী পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় এবং আঞ্চলিক/উপ-কেন্দ্রগুলোতে ট্রায়াল পর্যায়ে চাষাবাদ হচ্ছে এবং এগুলোর Performance অত্যন্ত ভাল। এছাড়া, ‘পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর’ প্রকল্পের গবেষণার মাধ্যমে ৪টি অগ্রবর্তী প্রজনন লাইন পাওয়া গেছে, যা থেকে উচ্চ লবণাক্ত (১৪ ds/m) জমিতে চাষযোগ্য লবণাক্তসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০৭টি জাত/প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। সেগুলো হল বিএসআরআই আখ৪৬, বিএসআরআই সুগারবিট ১ ও ২, নিপা ভাইরাস প্রতিরোধী জাল, সমন্বিত পদ্ধতিতে সুগারবিটের পোকামাকড় দমন প্রযুক্তি, দেশী খেজুর ও তাল গাছের উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং উন্নত পদ্ধতিতে স্টেভিয়া হতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অধিক চারা উৎপাদন প্রযুক্তি। এছাড়া বিএসআরআই উন্নত পদ্ধতিতে চিনিফসল চাষাবাদ বিষয়ক ২৭০টি প্রদর্শনী এবং সুগারবিট চাষাবাদ বিষয়ক ৫০ টি প্রদর্শনী স্থাপন করেছে। সংস্থাটি দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০০ টি তালের চারা, ৫০০০ টি খেজুরের চারা ও ৫০০০ টি গোলপাতার চারা রোপণ করেছে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩০টি উপজেলায় আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ কাজ সম্পন্ন করে জরিপকৃত উপজেলার ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা নবায়ন করেছে। বিস্তারিত জরিপের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০০টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করেছে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহে মাটি, পানি, উদ্ভিদের ১৮২০৪টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ১৭৭০০টি সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থাটি এ সময়ে ১০টি ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ২০১৬ ও খরিফ ২০১৭ মৌসুমে ১১২টি উপজেলায় সরেজমিনে মাটি পরীক্ষা করে মোট ৫৬৫০ জন কৃষককে ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করেছে। তাছাড়া, প্রায় ১০০০০ কৃষককে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (DAM) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংস্থার ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য মাধ্যমে ২০১২৬টি বাজার মূল্য, ৬০টি বুলেটিন ও ৩১৮টি প্রতিবেদন প্রচার করেছে। উৎপাদক পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০৪টি এ্যাসেম্বল সেন্টার ও ২০টি গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া ১৬০টি কৃষক বিপণন দল গঠন, ৬৪২০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৮৯০ জন কৃষকের জন্য মোটিভেশনাল ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ৩২টি জেলার ৭৯টি উপজেলায় বিদ্যমান ৮১টি গুদামের মাধ্যমে ৩৩৯৯ জন কৃষকের ৩৭৮৩ মেট্রিক টন শস্য সংরক্ষণ এর বিপরীতে মোট ৪৬৯.৮০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০৫৫ জন উদ্যোক্তাকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড (CDB) বিদ্যমান তুলা চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে (লবণাক্ত, খরা, চর, বরেন্দ্র ও পাহাড়ী অঞ্চল) তুলা চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৬-১৭ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে সিবি-১৫ নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত ও ৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ মৌসুমে ৪২,৮৫০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষের মাধ্যমে ১,৫৬,৫০৯ বেল আঁশতুলা উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ মৌসুমে মোট ১৫৫ মেট্রিক টন ভিত্তি বীজ উৎপাদন করে চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আধুনিক তুলা চাষ প্রযুক্তির উপর ২৯,০০০ তুলা চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৫টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আঁশতুলার গুণগত মানের পরীক্ষাগার এবং বায়োটেকনোলজি গবেষণাগার নতুন যন্ত্রপাতি দ্বারা আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫৭৪৭টি সেচযন্ত্র ব্যবহার করে প্রায় ৫.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করেছে, এর মধ্যে ৯০০০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করা হয়েছে। এ অর্থবছরে ১৯৭ কিলোমিটার খাল ও ৪১টি পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে। উঁচু বরেন্দ্র এলাকা যেখানে কোন নলকূপ কার্যকর নয়, কৃষিকাজ সম্পূর্ণরুপে বৃষ্টি নির্ভর, খাবার পানি অপ্রতুল, সেখানে স্বল্প সেচে ফসল চাষ ও খাবার পানির জন্য ১৫৫টি পাতকূয়া খনন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৫টি পাতকূয়া খননসহ সর্বমোট ৭৬টি পাতকূয়ায় সৌরশক্তি দ্বারা পাম্প পরিচালনার মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে প্রায় ১৩৫ হেক্টর জমিতে সবজি চাষ করা হয়েছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার বিপরীতে আবাদযোগ্য কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। একই সংগে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগানের চ্যালেঞ্জ ক্রমশ নতুন মাত্রা পাচ্ছে। জনগণের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে মাথাপিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস করা এবং পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকে টেকসই রূপদান করার নিমিত্ত বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (SCA) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের ১৩৮টি নতুন উদ্ভাবিত সারির DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) test এবং ২৩টি VCU (Value for Cultivation and Uses) test সম্পাদন করেছে। উল্লিখিত DUS ,VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১৯টি জাত জাতীয় বীজ বোর্ড (NSB) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে। নোটিফাইড ফসলের বিভিন্ন জাতের সর্বমোট ৫৭৭৪টি নমুনার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা ও অংকুরোদগম পরীক্ষা সম্পন্নপূর্বক ১৩৫৫১৮ মেট্রিক টন বীজ প্রত্যয়ন দেওয়া হয়েছে। ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৬৬৬৮২টি প্রজনন ট্যাগ, ৬৪৭০৪১০টি ভিত্তি ট্যাগ ও ১০৩৫৪৬৩৫টি প্রত্যায়িত ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (NATA) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৬ টি প্রতিষ্ঠানের মোট ৭৬৪ জন কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং ৪ টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করেছে। পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১১ জন অনুষদ সদস্যের বৈদেশিক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্যদের দেশের অভ্যন্তরে খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের জন্য ১৪ টি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (AIS) কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক ‘কৃষিকথা’ পত্রিকার ৮.৯৮ লক্ষ কপি, মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা’র ১৮ হাজার কপি, কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৫.১০ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে । এ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ০৭টি ভিডিও ফিল্ম এবং ১৩টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া, ৯০০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি নির্ভর ১৫টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক তৈরি, ‘মাটি ও মানুষ’ অনুষ্ঠানের ৩২০টি পর্ব সম্প্রচারে সহায়তা এবং ‘বাংলার কৃষি’ অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬৫টি পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে প্রায় ১৮০০ জনকে (কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী) কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে এক গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় তাজা শাকসবজি ও ফল-মূল রপ্তানি করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। একই সময়ে ১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আলু রপ্তানি করা হয়েছে। প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য বিশ্বের ৮২টি দেশে রপ্তানি হয়েছে যার রপ্তানি মূল্য ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৪৪৩ মেট্রিক টন টিনজাত আনারস, বেবিকর্ণ, ঘৃতকুমারী ও শুকনা করলা চিপস্ রপ্তানি হয়েছে যার রপ্তানি মূল্য প্রায় ১.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

**কৃষি মন্ত্রণালয়**

www.moa.gov.bd

ফসল খাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ লাভজনক, টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ধারাবাহিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় রাখা, বিভিন্ন ফসলের উন্নত এবং প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, নতুন শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন, পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি আবিস্কার, ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ট্রান্সজেনিক ফসল (Genetically Modified Organism) উৎপাদন ইত্যাদি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমিতে অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষিজাত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের প্রয়োজনে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণসহ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন, প্রধান কার্যাবলি, সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যপরিধি ইত্যাদিসহ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সার্বিক অগ্রগতি এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডের বিস্তারিত বর্ণনা ক্রমান্বয়ে দেয়া হয়েছে।

**রূপকল্প (Vision) :**

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি।

**অভিলক্ষ্য (Mission) :**

শস্য বহুমূখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

**প্রধান কার্যাবলি :**

* কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম;
* কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ;
* বীজ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;
* মৃত্তিকা জরিপ, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা ও সুপারিশ প্রণয়ন;
* কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন;
* কৃষিতে সহায়তা ও পুনর্বাসন;
* কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
* ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম;
* প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা।

**সাংগঠনিক কাঠামো :**

কৃষি মন্ত্রণালয় ৭টি অনুবিভাগ নিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে- প্রশাসন ও উপকরণ, পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন, সম্প্রসারণ, গবেষণা, নিরীক্ষা, পরিকল্পনা এবং বীজ অনুবিভাগ। অনুবিভাগসমূহের অধীনে ১৭টি অধিশাখা ও ৪১টি শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ২৮৭ জন (প্রথম শ্রেণী ৮৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণী ৬৪ জন, তৃতীয় শ্রেণী ৮০ জন ও চতুর্থ শ্রেণী ৫৮ জন)।

**মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব :**

* কৃষিনীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন;
* কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
* কৃষিনীতির বাস্তবায়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর বাস্তবায়ন তদারকি;
* কৃষি উপকরণ ও উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) বিতরণ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্য বিপণনের তদারকি;
* কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
* উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি, চার্টার, প্রটোকল ইত্যাদি বাস্তবায়ন ও তদারকি।

**জনবল :**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী গ্রেডভিত্তিক জনবল নিম্নরূপ :

| ক্র. নং | পদের নাম | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১. | সচিব | গ্রেড -১ | ০১ | ০১ | -- | \* ০৩ জন অতিরিক্ত সচিবের স্থলে ০৫জন, ০৪ জন যুগ্মসচিবের স্থলে ১০ জন, ১২জন উপসচিবের স্থলে ১৬জন কর্মরত। |
| ২. | অতিরিক্ত সচিব | গ্রেড -২ | ০৩ | ০৫ | -- |
| ৩. | মহাপরিচালক | গ্রেড -৩ | ০১ | ০১ | -- |
| ৪. | যুগ্মসচিব | গ্রেড -৩ | ০৪ | ১০ | -- |
| ৫. | যুগ্মপ্রধান | গ্রেড -৩ | ০১ | ০১ | -- |
| ৬. | সিস্টেম এনালিস্ট | গ্রেড -৩ | ০১ | -- | ০১ |
| ৭. | উপসচিব | গ্রেড -৫ | ১২ | ১৬ | -- |
| ৮. | উপপ্রধান | গ্রেড -৫ | ০৪ | ০৩ | ০১ |
| ৯. | প্রধান বীজতত্ববিদ | গ্রেড -৫ | ০১ | ০১ | -- |
| ১০. | প্রোগ্রামার | গ্রেড -৬ | ০১ | ০১ | -- |
| ১১. | কৃষি অর্থনীতিবিদ | গ্রেড -৬ | ০১ | ০১ | -- |
| ১২. | সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব | গ্রেড -৬/৯ | ২৯ | ০৪ | ২৫ |
| ১৩. | সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান | গ্রেড -৬/৯ | ১৩ | ০৯ | ০৪ |
| ১৪. | সহকারী বীজতত্ববীদ | গ্রেড -৯ | ০২ | ০২ | -- |
| ১৫. | গবেষণা কর্মকর্তা | গ্রেড -৯ | ০৩ | ০২ | ০১ |
| ১৬. | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | গ্রেড -৯ | ০১ | ০১ | -- |
| ১৭. | পরিদর্শন কর্মকর্তা | গ্রেড -৯ | ০১ | ০১ | -- |
| ১৮. | সহকারী প্রোগ্রামার | গ্রেড -৯ | ০৩ | -- | ০৩ |
| ১৯. | মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার | গ্রেড -৯ | ০১ | -- | ০১ |
| ২০. | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | গ্রেড -৯ | ০১ | ০১ | -- |
| ২১. | লাইব্রেরিয়ান | গ্রেড -৯ | ০১ | ০১ | -- |
| ২২. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | গ্রেড -১০ | ৩১ | ১৮ | ১৩ |
| ২৩. | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা | গ্রেড -১০ | ২৫ | ১৯ | ০৬ |
| ২৪. | গবেষণা অনুসন্ধানী | গ্রেড -১০ | ০৬ | ০৩ | ০৩ |
| ২৫. | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | গ্রেড -১০ | ০১ | ০১ | -- |
| ২৬. | প্রোটোকল অফিসার | গ্রেড -১০ | ০১ | -- | ০১ |
| ২৭. | হিসাব রক্ষক | গ্রেড -১২ | ০১ | -- | ০১ |
| ২৮. | সরেজমিনে তদন্তকারী | গ্রেড -১২ | ১০ | ০৮ | ০২ |
| ২৯. | পরিসংখ্যান সহকারী | গ্রেড -১৩ | ০২ | ০২ | -- |
| ৩০. | সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | গ্রেড -১৩ | ২৭ | ২১ | ০৬ |
| ৩১. | কম্পিউটার অপারেটর | গ্রেড -১৩ | ১২ | ১০ | ০২ |
| ৩২. | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | গ্রেড -১৬ | ১৬ | ০৭ | ০৯ |
| ৩৩. | ক্যাটালগার | গ্রেড -১৬ | ০১ | -- | ০১ |
| ৩৪. | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | গ্রেড -১৬ | ০৪ | ০১ | ০৩ |
| ৩৫. | গাড়ি চালক | গ্রেড -১৬ | ০৩ | ০২ | ০১ |
| ৩৬. | ক্যাশিয়ার | গ্রেড -১৪ | ০১ | ০১ | -- |
| ৩৭. | ক্যাশ সরকার | গ্রেড -১৮ | ০১ | ০১ | -- |
| ৩৮. | ফটোকপি অপারেটর | গ্রেড -১৮ | ০২ | ০২ | -- |
| ৩৯. | অফিস সহায়ক | গ্রেড -২০ | ৫৮ | ৩৭ | ২১ |
|  | সর্বমোট |  | ২৮৭ | ১৯৪ | \*১০৫ |

**বিভিন্ন অনুবিভাগের জনবল ও কর্মপরিধি :**

**প্রশাসন ও উপকরণ অনুবিভাগ**

**জনবল:**

এ অনুবিভাগের জনবল কাঠামোতে রয়েছে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ৪ জন, উপসচিব ৮ জন, উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ) ১ জন, সহকারী সচিব ১ জন, কৃষি অর্থনীতিবিদ ১ জন, প্রোগ্রামার ১ জন, লাইব্রেরিয়ান ১ জন, গবেষণা কর্মকর্তা ২ জন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১ জন, পরিদর্শন কর্মকর্তা ১ জন, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ১ জন এবং সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ১ জন।

**কর্মপরিধি:**

* মন্ত্রণালয়ের সাধারণ প্রশাসন;
* মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা;
* প্রটোকল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
* মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদে ভাষণের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
* জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ;
* জাতীয় সংসদে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
* বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন;
* অভ্যন্তরীণ ও আন্ত:সংস্থা সমন্বয় সাধন;
* বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
* পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ;
* অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
* যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা;
* বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরি;
* সার ও বালাইনাশক সম্পর্কিত আইন, নীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং সংশোধন;
* নতুন সারের মান নির্ধারণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান;
* সার সংগ্রহ, বিপণন, বিতরণ ও মূল্য পরিস্থিতি এবং উৎপাদন মনিটরিং;
* সারের জন্য উন্নয়ন সহায়তা ব্যবস্থাপনা;
* প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য প্রণীত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড়;
* তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় কার্যাবলি সম্পাদন;
* বিএডিসি এবং বিএমডিএ সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

**পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন (পিপিসি) অনুবিভাগ :**

**জনবল:**

এ অনুবিভাগের জনবল কাঠামোতে রয়েছে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ২ জন, উপসচিব ১ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ১জন, সহকারী সচিব ১ জন এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান ৩ জন।

**কর্মপরিধি:**

* জাতীয় কৃষিনীতি প্রণয়ন;
* সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন;
* বীজ নীতি এবং নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিসমূহে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কৃষিবিষয়ক কার্যাবলির সমন্বয় পর্যালোচনা;
* জাতীয় কৃষিনীতির আওতায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
* জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত কৃষিবিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
* পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং পর্যালোচনায় কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
* খাদ্য শস্য, অন্যান্য ফসল এবং উদ্যান ফসলের উৎপাদন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
* বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে কৃষিবিষয়ক সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
* Paris Consortium এর জন্য কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
* বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাসংস্থা দেশ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্য প্রণয়ন;
* কৃষি সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন খাতের নীতিসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান;
* উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্মারকপত্র তৈরি;
* টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজিস) সংশ্লিষ্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
* অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত/প্রণীতব্য নীতিমালার ওপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ প্রদান।

**সম্প্রসারণ অনুবিভাগ :**

**জনবল:**

এ অনুবিভাগের জনবল কাঠামোতে রয়েছে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ২ জন ও উপসচিব ২ জন।

**কর্মপরিধি:**

* কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
* বিসিএস (কৃষি) ডিএই অংশ, বিসিএস (কৃষি) এসআরডিআই অংশ এবং বিসিএস (কৃষি) কৃষি বিপণন অংশ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রশাসনিক/আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন;
* ফলদ বৃক্ষরোপন পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী আয়োজনসহ কৃষি বিষয়ক অন্যান্য মেলার আয়োজন;
* জাতীয় জৈব কৃষি নীতি প্রণয়ন;
* জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহিত কৃষিবিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

**গবেষণা অনুবিভাগ :**

**জনবল :**

এ অনুবিভাগের জনবল কাঠামোতে রয়েছে অতিরিক্ত সচিব ১জন, যুগ্মসচিব ১জন ও উপসচিব ৩ জন।

**কর্মপরিধি:**

* জাতীয় কৃষি গবেষণা সিষ্টেম (নার্স) ভুক্ত কৃষি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
* গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
* গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিচালক, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্য-পরিচালক নিয়োগ;
* গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং জনবল নিয়োগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

**নিরীক্ষা অনুবিভাগ :**

**জনবল:**

এ অনুবিভাগের জনবল কাঠামোতে রয়েছে অতিরিক্ত সচিব ১জন, যুগ্মসচিব ১ জন, উপসচিব ১জন এবং সহকারী সচিব ১ জন।

**কর্মপরিধি:**

* কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীন সকল দপ্তর সংস্থার আর্থিক/প্রশাসনিক কার্যাবলির ওপর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
* বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

**পরিকল্পনা অনুবিভাগ :**

**জনবল:**

এ অনুবিভাগের জনবল কাঠামোতে রয়েছে যুগ্মপ্রধান ১জন, উপপ্রধান ২ জন ও সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান ৮ জন।

**কর্মপরিধি:**

* কৃষি মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পুন:মূল্যায়ন;
* বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
* বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
* মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভা আয়োজন
* পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;
* বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের ওপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদান;
* বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন ও অবমুক্তকরণ ইত্যাদি।

**বীজ অনুবিভাগ :**

**জনবল:**

এ অনুবিভাগের জনবল কাঠামোতে রয়েছে মহাপরিচালক ১জন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ ১ জন ও সহকারী বীজতত্ত্ববিদ ২ জন।

**কর্মপরিধি:**

* বীজ সংক্রান্ত জাতীয় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
* বীজ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা;
* জাতীয় বীজ বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন;
* নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত অবমুক্তকরণ ও অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন;
* বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন;
* নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন;
* বীজ শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র: নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ১০ | ২৪ | ৯৮\* | - | ১৩২ | \*একই কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | ১ | ৪১\* | - | ৪২ |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ৬ | - | ৮১\* | - | ৮৭ |
|  | মোট | ১৬ | ২৫ | ২২০\* | - | ২৬১ |

**বৈদেশিক সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ এক্সপোজার ভিজিট:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র: নং | গ্রেড নং | বিদেশ প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ২ | ৪ | ১৭ | ২৩ |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | ২ | ২ |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
|  | মোট | ২ | ৪ | ১৯ | ২৫ |  |

**অনুন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয় :**

২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত অনুন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৬০৭.০৬৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ হিসেবে ভর্তুকি বাবদ ৬০০০.০০ কোটি টাকা ছিল। অনুন্নয়ন বাজেটে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

| বিবরণ | ২০১৫-১৬ পর্যন্ত ব্যয়  (লক্ষ টাকা) | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট  (লক্ষ টাকা) | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট  (লক্ষ টাকা) | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়  (লক্ষ টাকা) | ব্যয়ের %  (সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| মোট সচিবালয় (ভর্তুকি ও পুনর্বাসনসহ) | ৬৫৮৪৫৯.৯ | 941169.88 | ৬১৫৭৭৪.৮৩ | ৩৮২১৭০.৩৬ | ৬২.০৬% |
| কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | ২৬৪৭.০৭ | 3113.82 | ৩৫৩৩.৩৭ | ৩০৮০.৫৫ | ৮৭.১৮% |
| প্রকল্প বাস্তবায়ন উইং | ৮৭.৫১ | 116.8 | ১২১.১৫ | ৬৪.৬৩ | ৫৩.৩৫% |
| মোট: ডিএই | ২৭৩৪.৫৮ | 3230.62 | ৩৬৫৪.৫২ | ৩১৪৫.১৮ | ৮৬.০৬% |
| ফিল্ড সার্ভিসেস বিভাগ | ১০০৯২.৫২ | 12239.5 | ১১৬২২.৮৫ | ১১১৬৯.৭৪ | ৯৬.১০% |
| উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগ | ১৬৫৮.৬৪ | 2050.54 | ১৯২৭.৯৮ | ১৮৭৯.৫ | ৯৭.৪৮% |
| অর্থকরী ফসল বিভাগ | ২৩৮.৮৩ | 321.27 | ৩২৭.০১ | ২৯২.৩৩ | ৮৯.৩৯% |
| খাদ্য শস্য বিভাগ | ৪৫৭৭.৪ | 5927.32 | ৫৫১৮.৭৩ | ৫৫৮২.৮১ | ১০১.১৬% |
| কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ | ৩২১৪.৭৪ | 3833.42 | ৩৫৭৬.৯ | ৩৭৪৫.৫৪ | ১০৪.৭১% |
| উপজেলা কৃষি কার্যালয় | ৮৪১৯১.০৬ | 98094.34 | ৯৮০২৬.৮১ | ৯৩৬২৭.৫৩ | ৯৫.৫১% |
| সর্বমোট: ডিএই | ১০৬৭০৭.৭৭ | 125697.01 | ১২৪৬৫৪.৮ | ১১৯৪৪২.৫৮ | ৯৫.৮২% |
| বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী | ১৬৬০.৪৫ | 1884.33 | ১৯৫১.৬৭ | ২০৬৭.৮৪ | ১০৫.৯৫% |
| তুলা উন্নয়ন বোর্ড | ৩৩২৩.৮৫ | 3935.27 | ৪০৬৪.৬৮ | ৩৯৭৪.৯৩ | ৯৭.৭৯% |
| কৃষি তথ্য সার্ভিস | ৯৮২.৯৮ | 1308.82 | ১২৪৫.৭৬ | ১৩২৯.০৩ | ১০৬.৬৮% |
| কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ১৭৫৭.৫৩ | 2120.58 | ২১৫০.২৬ | ২১৪০.৩ | ৯৯.৫৪% |
| মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | ২৩৬৮.৫২ | 3170.78 | ৩১০৮.৮৫ | ৩২৬৬.৬২ | ১০৫.০৭% |
| জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) | ৫৬২.৪২ | 771.41 | ৮১৯.৮৮ | ৭৫১.৫ | ৯১.৬৫% |
| মোট সরকারি দপ্তর (সচিবালয়সহ) | ৭৭৫৮২৩.৪২ | 1080058.08 | ৭৫৩৭৭০.৭৩ | ৫১২৯১১.৯৫ | ৬৮.০৫% |
| স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান |  | | | | |
| বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন | ৩১২৩৩.১ | 46919.14 | ৪৭৯৩১.১ | ৪৪৮১৭.২৬ | ৯৩.৫০% |
| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ২২৪৩৩.৮৪ | 28142.47 | ২৮২৮৮.১৯ | ২৮৯০৭.৭১ | ১০২.১৯% |
| বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট | ২৪৩৫.৪৭ | 2584.24 | ২৮২০.২ | ২৮৫২.৪১ | ১০১.১৪% |
| বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট | ২৭৯৮.২১ | 3648.74 | ৪৪১৭.৬ | ৪৫৯৫.২১ | ১০৪.০২% |
| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল | ২১০৭.৪১ | 2401.9 | ২৪০০.০৬ | ২৩৩৩.০১ | ৯৭.২১% |
| বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৬৬৭৯.৮ | 8603.47 | ৯৩২৫.৪৪ | ৯৫৪৩.৬৮ | ১০২.৩৪% |
| বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ২৪৬৬.৩ | 2897.25 | ৩০৬৫.৫১ | ৩০৬৭.৬ | ১০০.০৭% |
| বারটান | ২৬০.১৭ | 344.9 | ৪৫৩.০৯ | ৩৪৭.৮৯ | ৭৬.৭৮% |
| মোট স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান: | ৭০৪১৪.৩ | 95542.11 | ৯৮৭০১.১৯ | ৯৬৪৬৪.৭৯ | ৯৭.৭৩% |
| আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা | ১৬৬.৭৩ | 156.23 | ১৫৬.২৩ | ১৩২.২৩ | ৮৪.৬৪% |
| মোট কৃষি মন্ত্রণালয় অনুন্নয়ন (কর্মসূচি ব্যতীত) | ৮৪৬৪০৪.৪৫ | 1175756.42 | ৮৫২৬২৮.১৫ | ৬১১৭৪০.১০ | ৭১.৭৫% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দে সচিবালয় অংশে ভর্তুকি খাতে ৬০০০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৬১০.৬৫৫৮ কোটি টাকা যার ফলে অনুন্নয়ন খাতে ব্যয়ের হার কম হয়েছে।

**উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয় :**

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৬১টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ২টি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ১৭৭১.৮৪কোটি টাকা। উক্ত টাকার মধ্যে ৬৩টি প্রকল্পের জন্য অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ১৭৬৫.৪৫ কোটি টাকা; যা বরাদ্দের ৯৯.৬৪**%** এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৫৫.৩৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.০৭% এবং ছাড়ের বিপরীতে ব্যয় ৯৯.৪২%। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নরূপ (কোটি টাকায়)-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি | | | গত অর্থ বছরের (২০১৫-১৬) আরএডিপি বাস্তবায়ন | | |
| বরাদ্দ | অবমুক্তি  (বরাদ্দের %) | ব্যয়  (বরাদ্দের %) | বরাদ্দ | অবমুক্তি  (বরাদ্দের %) | ব্যয়  (বরাদ্দের %) |
| (ক) মোট | ১৭৭১.৮৪ | ১৭৬৫.৪৫  (৯৯.৬৪%) | ১৭৫৫.৩৪  (৯৯.০৭%) | ১৮১১.৪২ | ১৮০৩.৭১  (৯৯.৫৭%) | ১৮০০.৫৩  (৯৯.৪%) |
| (খ) জিওবি | ১৫৮৯.১৮  (৯০%) | ১৫৮৮.১০  (৯৯.৯৩%) | ১৫৭৮.৭৬  (৯৯.৩৪%) | ১৫৩৬.০২  (৮৫%) | ১৫৩১.৭৮  (৯৯.৭২%) | ১৫২৪.৭১  (৯৯.২৬%) |
| (গ) প্রকল্প সাহায্য | ১৮২.৬৬  (১০%) | ১৭৭.৩৫  (৯৭.১০%) | ১৭৬.৫৮  (৯৯.৬৭%) | ২৭৫.৪০  (১৫%) | ২৭১.৯৩  (৯৮.৭৪%) | ২৭৫.৮২  (১০০.১৫%) |

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (কোটি টাকায়):**

| ক্র  নং | সংস্থার নাম | প্রকল্প  সংখ্যা (অঙ্গ) | বরাদ্দ | | | অবমুক্ত (বরাদ্দের %) | | | ব্যয় (বরাদ্দের %) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মোট | জিওবি | পিএ | মোট | জিওবি | পিএ | মোট | জিওবি | পিএ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১ | ডিএই | ২০ | ৪৯১.৯৯ | ৩৯২.৮২ | ৯৯.১৭ | ৪৮৮.৭৬ | ৩৯২.৮০ | ৯৫.৯৬ | ৪৮৩.৩০ | ৩৮৭.৩৭ | ৯৫.৯৩ |
| (২) |  |  |  | ৯৯% | ১০০% | ৯৭% | ৯৮.২৩% | ৯৮.৬১% | ৯৬.৭৩% |
| ২ | বিএডিসি | ১৭ | ৬২০.৪৩ | ৫৯৫.৪২ | ২৫.০১ | ৬২০.০৭ | ৫৯৫.৪২ | ২৪.৬৫ | ৬১৮.২৩ | ৫৯৪.০৫ | ২৪.১৮ |
| (৪) |  |  |  | ১০০% | ১০০% | ৯৯% | ৯৯.৬৫% | ৯৯.৭৭% | ৯৬.৬৮% |
| ৩ | বিএআরআই | ৪ | ৯৬.৪৮ | ৯৬.১৬ | ০.৩২ | ৯৬.৪৭ | ৯৬.১৬ | ০.৩১ | ৯৬.৪২ | ৯৬.১১ | ০.৩১ |
| (৫) |  |  |  | ১০০% | ১০০% | ৯৭% | ৯৯.৯৪% | ৯৯.৯৫% | ৯৬.৮৮% |
| ৪ | বিএমডিএ | ১০ | ৩১৬.৩১ | ৩১৬.৩১ | ০.০০ | ৩১৬.৩০ | ৩১৬.৩০ | ০.০০ | ৩১৫.৮৮ | ৩১৫.৮৮ | ০.০০ |
| ০ |  |  |  | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৯.৮৬% | ৯৯.৮৬% | ০% |
| ৫ | ডিএএম | ০ | ৭.২৫ | ৭.২৫ | ০.০০ | ৭.২৫ | ৭.২৫ | ০.০০ | ৭.২৩ | ৭.২৩ | ০.০০ |
| (৩) |  |  |  | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৯.৭২% | ৯৯.৭২% | ০% |
| ৬ | বিএআরসি | ০ | ৭.৮৯ | ০.৪২ | ৭.৪৭ | ৭.৮২ | ০.৪২ | ৭.৪০ | ৭.৮১ | ০.৪২ | ৭.৩৯ |
| ১ |  |  |  | ৯৯% | ১০০% | ৯৯% | ৯৯% | ১০০% | ৯৯% |
| ৭ | এসআরডিআই | ১ | ৭.৩৬ | ৭.৩৬ | ০.০০ | ৭.৩৬ | ৭.৩৬ | ০.০০ | ৬.৮৩ | ৬.৮৩ | ০.০০ |
| (১) |  |  |  | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৩% | ৯৩% | ০% |
| ৮ | বিজেআরআই | ২ | ২২.৭৬ | ২২.৭৬ | ০.০০ | ২২.৭৬ | ২২.৭৬ | ০.০০ | ২২.৭৫ | ২২.৭৫ | ০.০০ |
| ০ |  |  |  | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৯.৯৬% | ৯৯.৯৬% | ০% |
| ৯ | বিনা | ১ | ১২.৫০ | ১২.৫০ | ০.০০ | ১২.৫০ | ১২.৫০ | ০.০০ | ১২.৪০ | ১২.৪০ | ০.০০ |
| ০ |  |  |  | ১০০% | ১০০% |  | ৯৯.২০% | ৯৯.২০% | ০% |
| ১০ | বিএসআরআই | ১ | ১৬.০০ | ১৬.০০ | ০.০০ | ১৬.০০ | ১৬.০০ | ০.০০ | ১৫.৯৫ | ১৫.৯৫ | ০.০০ |
| ০ |  |  |  | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৯.৬৯% | ৯৯.৬৯% | ০% |
| ১১ | বিআরআরআই | ২ | ৪৭.৫৯ | ২৯.৩৪ | ১৮.২৫ | ৪৬.৫৫ | ২৮.৩০ | ১৮.২৫ | ৪৬.৪৮ | ২৮.২৩ | ১৮.২৫ |
| (৪) |  |  |  | ৯৮% | ৯৬% | ১০০% | ৯৮% | ৯৬% | ১০০% |
| ১২ | এলজিইডি  (সহযোগী সংস্থা) | ০ | ২৮.১০ | ১৬.৫১ | ১১.৫৯ | ২৮.০৯ | ১৬.৫০ | ১১.৫৯ | ২৭.৮৬ | ১৬.২৭ | ১১.৫৯ |
| (২) |  |  |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৯৯% | ৯৯% | ১০০% |
| ১৩ | সিডিবি | ১ | ২৮.৯৬ | ২৮.৯৬ | ০.০০ | ২৮.৯৬ | ২৮.৯৬ | ০.০০ | ২৮.৭৯ | ২৮.৭৯ | ০.০০ |
| ০ |  |  |  | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৯.৪১% | ৯৯.৪১% | ০% |
| ১৪ | বারটান | ১ | ৩৯.৬০ | ৩৯.৬০ | ০.০০ | ৩৯.৬০ | ৩৯.৬০ | ০.০০ | ৩৯.৫৮ | ৩৯.৫৮ | ০.০০ |
| (১) |  |  |  | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৯.৯৫% | ৯৯.৯৫% | ০% |
| ১৫ | নাটা | ১ | ৪.৫০ | ৪.৫০ | ০.০০ | ৪.৫০ | ৪.৫০ | ০.০০ | ৪.৩৭ | ৪.৩৭ | ০.০০ |
| ০ |  |  |  | ১০০% | ১০০% | ০% | ৯৭% | ৯৭% | ০% |
| ১৬ | অন্যান্য \* | ২ | ২৪.১২ | ৩.২৭ | ২০.৮৫ | ২২.৪৬ | ৩.২৭ | ১৯.১৯ | ২১.৪৬ | ২.৫৩ | ১৮.৯৩ |
| (১) |  |  |  | ৯৩% | ১০০% | ৯২% | ৮৯% | ৭৭% | ৯১% |
|  | সর্বমোটঃ | ৬৩ | ১৭৭১.৮৪ | ১৫৮৯.১৮ | ১৮২.৬৬ | ১৭৬৫.৪৫ | ১৫৮৮.১০ | ১৭৭.৩৫ | ১৭৫৫.৩৪ | ১৫৭৮.৭৬ | ১৭৬.৫৮ |
| (২৪) |  |  |  | ৯৯.৬৪% | ৯৯.৯৩% | ৯৭.০৯% | ৯৯.০৭% | ৯৯.৩৪% | ৯৬.৬৭% |
|  | \* (আইএপিপি-সচিবালয় অংগ, আপসু ও এনএটিপি-পিসিএমইউ অংগ ) | | | | | | | | | | |

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে**র **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র  নং | প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | দপ্তর/সংস্থার নাম | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | | | প্র:সা: উৎস |
| মোট | টাকা | (টাকাংশ) |
| ১. | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প  (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০২০) | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) | ২০৯৪৩.৬৯ | ২০৯৪৩.৬৯ | ০.০০ | - |
| ২. | ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) শীর্ষক প্রকল্প  (জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮) | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | ৪৩৮৬.০০ | ৪৩৮৬.০০ | ০.০০ | - |
| ৩. | বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন শীর্ষক প্রকল্প  (জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮) | বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) | ৪৭৪৪.২৫ | ৪৭৪৪.২৫ | ০.০০ | - |
| ৪. | উদ্যানতাত্বিক ফসলের গবেষণা জোড়দারকরণ এবং চর এলাকার উদ্যান মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার শীর্ষক প্রকল্প (এপ্রিল/২০১৬-জুন/২০২১) | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) | ৭০৫৫.০০ | ৭০৫৫.০০ | ০.০০ | - |
| ৫. | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর হাইব্রিড ধান গবেষণা বৃদ্ধি প্রকল্প  (ফেব্রুয়ারি/২০১৭-জুন/২০১৮) | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) | ৩৩২৮.০০ | ৭১৬.০০ | ২৬১২.০০ | চীন |
| ৬. | ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প  (জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২১)। | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) | ৪৮৬০.৮২ | ৪৮৬০.৮২ | ০.০০ | - |

**কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা:**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র. নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ | মোট  প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি | | | জুন/১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| বরাদ্দ | ব্যয় | অগ্রগতি | ব্যয় | অগ্রগতি |
| ১. | ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিডিটি প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১১-ডিসেম্বর/১৬) |  |  |  |  |  |  |
|  | সচিবালয় অংগ, কৃষি মন্ত্রণালয় | ১৪২৯৭.০৩ | ১৯৫৫.০০ | ১৭৪২.৫২ | ৯৯% | ১১৮২৬.৭৪ | ৯৯% |
|  | ডিএই অংগ | ১২০৩৭.৫৮ | ২৫৫.০০ | ২৫৪.০০ | ১০০% | ১২১৫৩.৯১ | ১০০% |
|  | বিআরআরআই অংগ | ১৯০৮.৪৯ | ১৫.০০ | ১৪.৯৭ | ১০০% | ১৯০৩.১১ | ১০০% |
|  | বিএআরআই অংগ | ২০০৮.৬৫ | ২০.০০ | ২০.০০ | ১০০% | ১৯৯৪.৬৬ | ১০০% |
|  | বিএডিসি অংগ | ১১০৪০.৩০ | ১৮৮.০০ | ১৫০.০৭ | ১০০% | ১০৭৫৮.২১ | ১০০% |
| ২. | ওরিয়েন্টিং এগ্রিকালচার টু্ওয়ার্ড ইমপ্রুভড নিউট্রিশন এন্ড ওমেনস এমপাওয়ারমেন্ট (জুলাই/১৫-জুন/১৮) | ৬৯৯.৮০ | ২০৮.০০ | ২০৭.২১ | ১০০% | ২০৭.২১ | ৩৫% |
| ৩. | ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজী ২য় পর্যায় এনএটিপি-২ (অক্টোম্বর '১৫-সেপ্টেম্বর ২১) |  |  |  |  |  |  |
|  | পিএমইউ | ৯৯৮৬.০০ | ২৪৯.০০ | ১৯৬.৩১ | ৭৯% | ১৯৬.৩১ | ২% |
|  | বিএআরসি | ৪০২৭৩.০০ | ৭৮৯.০০ | ৭৮০.৯৮ | ৯৮% | ৭৮০.৯৮ | ২% |
|  | ডিএই অংগ | ৫২৬৫৫.০০ | ২৩৫৪.০০ | ২০৯৩.২৩ | ১০০% | ২০৯৩.২৩ | ৪% |
| ৪. | খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশো) (জুলাই ’০৯- জুন ’১৭) | |  |  |  |  |  |
|  | ডিএই অংগ | ১৩০৯.৪৯ | ২০৫.০০ | ২০৪.৮৪ | ৯৬% | ১৩০৮.৫৭ | ৯৯% |
|  | এলজিইডি অংগ | ২৭৭৪৩.৫৫ | ১৬৩০.০০ | ১৬০৭.০৬ | ১০০% | ২৫৮১৪.৭৬ | ৯৩% |
|  | বিএডিসি অংগ | ৬৪৩৪.০০ | ৪৫০.৫৬ | ৪৪২.০০ | ১০০% | ৬৪২৪.২০ | ১০০% |
| ৫. | দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (জুলাই’১০-জুন’১৭) | ২০৫১৪.৯৪ | ২৭৫০.০০ | ২৬৪৩.৮৮ | ১০০% | ২০২০৪.৯৪ | ১০০% |
| ৬. | উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ১১ হতে জুন,১৭) | ১৭৮৭৯.৪০ | ৯৪০.০০ | ৯৩৭.৮৭ | ১০০% | ১৭৭৬২.১০ | ১০০% |
| ৭. | বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারি সামর্থ শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই’১২-জুন’১৮) | ১৫১৯৯.১৭ | ৩৮০০.০০ | ৩৫০৯.৩৩ | ৯৮% | ১৩৭৫৩.৫৫ | ৯৭% |
| ৮. | পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই’১২-জুন’১৭) |  |  |  |  |  |  |
|  | ডিএই অংগ | ৩৪৫৩.৩৩ | ৭২৫.০০ | ৭২১.৩৭ | ১০০% | ২৮৮৩.১৭ | ৯০% |
|  | পিসিইউ অংগ | ৩৭৯.৯২ | ৬১.০০ | ৫৬.৯২ | ১০০% | ৩০৭.১১ | ১০০% |
|  | বিএডিসি অংগ | ১৩৯৬৭.৮৭ | ৪৪৬০.০০ | ৪৪৫৭.৫০ | ১০০% | ১১৯৮১.১০ | ১০০% |
|  | বারি অংগ | ৭০৪.০০ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ১০০% | ৭০৪.০০ | ১০০% |
|  | ব্রি অংগ | ৭৬০.০০ | ২০০.০০ | ১৯৮.৮২ | ১০০% | ৭৪৫.২৩ | ১০০% |
|  | এসআরডিআই অংগ | ১৩৬৫.৬৭ | ২৮১.০০ | ২৮০.৮৩ | ১০০% | ১৩৬০.৬৬ | ১০০% |
|  | ডিএএম অংগ | ১০০৯.০০ | ২৮১.০০ | ২৭৯.৭১ | ১০০% | ৮৮৭.২০ | ১০০% |
| ৯. | খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সং) (জুলাই/১৩-জুন/১৮) | ২৪৮১৭.৬৪ | ৮৩০০.০০ | ৮২৯৪.৭১ | ১০০% | ১৭৯৯১.০৭ | ৫৩% |
| ১০. | ট্রান্সফার অব টেকনোলজি ফর এগ্রিকালচার প্রোডাকশন আন্ডার ব্লুগোল্ড প্রোগ্রাম (জানুয়ারি/১৩-ডিসেম্বর/১৮) | ১৩৬৪.০০ | ২৭৮.০০ | ২৭৫.৯৮ | ১০০% | ৭২৯.৬৫ | ৬৫% |
| ১১. | সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সং) (জুলাই/১৩-জুন/১৮) | ৫৮৫০.০০ | ১৩০৫.০০ | ১৩০৪.৮০ | ১০০% | ৪৭৩৮.৫৪ | ৮২% |
| ১২. | চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎ: সংরক্ষণ ও বিতরন প্র: (২য় পর্যায়), ১ম সং (জুলাই/১৩-জুন/১৮) | ১১২৫০.০০ | ৩৫৭৫.০০ | ৩৫৫৩.৩৭ | ১০০% | ৭৯০০.৩৩ | ৮০% |
| ১৩. | সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) |  |  |  |  |  |  |
|  | ডিএই অঙ্গ (জুলাই/১৩-জুন/১৮) | ২৯৭০.০০ | ৭৬৭.০০ | ৭৬৪.৬৩ | ১০০% | ২১৫৬.৬৪ | ৭৩% |
|  | বারি অংগ (জুলাই/১৩-জুন/১৮) | ১৪২৫.০০ | ২৭৪.০০ | ২৭৪.০০ | ১০০% | ১১৭৪.০০ | ৮৩% |
| ১৪. | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং মানিকগঞ্জে দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্র: (২য় সং) (জুলাই/১৩-জুন/১৮) | ৬৩৩৫.৭৭ | ২৫০০.০০ | ২৪৩২.৬০ | ৯৯% | ৫২০৯.৬৩ | ৮৩% |
| ১৫. | সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি (জুলাই/১৩-ডিসেম্বর/১৮) | ৩৫৭৯৯.১২ | ৮৩২৮.০০ | ৮২৮২.২৩ | ১০০% | ২২৮৪৬.৩১ | ৬৫% |
| ১৬. | বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (জুলাই/১৩-জুন/১৮) |  |  |  |  |  |  |
|  | ডিএই অঙ্গ | ৭৮৪৫.৬৭ | ৮৬২.০০ | ৮৫৯.৭৬ | ১০০% | ৪০৫০.৯৮ | ৫৪% |
|  | এলজিইডি অংগ | ৬১৩৪.০০ | ১২২১.০০ | ১১৭৯.০৮ | ১০০% | ৩৪৩৫.৮৮ | ৬০% |
| ১৭. | চাষীপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল/তৈল/পেঁয়াজ বীজ উৎ: সং ও বিতরন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম সং (জুলাই/১৩-জুন/১৮) | ৪৯৪৫.০০ | ১৪৬৭.০০ | ১৪৬১.৪৭ | ১০০% | ৩৪৪৩.১৪ | ৬৫% |
| ১৮. | খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই/১৩-জুন/১৮) | ৩৪৫৭.০০ | ৮৭৮.০০ | ৮৭৭.৪৩ | ১০০% | ২৫৮২.১১ | ৭৫% |
| ১৯. | সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (জুলাই/১৪-জুন/১৯) |  |  |  |  |  |  |
|  | ডিএই | ৬৬০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৪৯৬.৬৫ | ১০০% | ৪৯৮৮.৪১ | ৭৬% |
|  | বারটান | ৭০০.০০ | ১৬০.০০ | ১৫৮.৮৪ | ১০০% | ৫৪০.৩৬ | ৭৮% |
| ২০. | সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ডিএই অংগ (মার্চ/১৫-জুন/১৯) |  |  |  |  |  |  |
|  | ডিএই অংগ | ৫৫১৯.১০ | ১১৪২.০০ | ১১৩১.৬০ | ১০০% | ২২২৩.৬০ | ৪১% |
|  | বিএডিসি অংগ | ৫৮৭.৫১ | ২৪৯.০০ | ২৪৮.৯৪ | ১০০% | ৪৩০.৯৭ | ৭৪% |
|  | ডিএএম অংগ | ১৩৭৮.০০ | ৩৩৪.০০ | ৩৩৩.৪৮ | ১০০% | ৪১৮.৩৬ | ৩১% |
| ২১. | বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন, (জুলাই/১৫-জুন/২০) | ১৯৫০০.৬২ | ৫৬০০.০০ | ৫৫৯৩.০৪ | ১০০% | ৮৫৬৯.১৫ | ৪৩% |
| ২২. | ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবাকেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) (জুলাই/১৬-জুন/১৮) | ৪৩৮৬.০০ | ১৮৬.০০ | ১৮৫.৮৮ | ১০০% | ১৮৫.৮৯ | ৭৫% |
| ২৩. | মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/১১- ডিসেম্বর/১৬) |  |  |  |  |  |  |
|  | বিএডিসি অংগ | ২৩০০৩.৭৫ | ২৬৪৪.০০ | ২৫৫৯.৮৫ | ১০০% | ২২৩৪১.৫০ | ১০০% |
|  | বারি অংগ | ৫৮৩৪.৯১ | ১৭.০০ | ১৫.৬০ | ১০০% | ৫৬৪৬.৯৬ | ১০০% |
|  | ব্রি অংগ | ৫৬৫২.৩৪ | ৪৮০.০০ | ৪৮০.০০ | ১০০% | ৫৬৩০.৭৯ | ৯৮% |
| ২৪. | মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প আন্ত: অঙ্গ ( ১ম সংশোধিত) (জুলাই/১১-জুন/১৭) |  |  |  |  |  |  |
|  | বিএডিসি অংগ | ১৪৬১৯.৭৮ | ২৬০০.০০ | ২৫৮৯.২৬ | ১০০% | ১২৪৬৬.৭০ | ৯৯% |
|  | বারি অংগ | ৭৮০.২৩ | ১২৫.০০ | ১২৫.০০ | ১০০% | ৭৭৫.০০ | ৮৩% |
|  | ব্রি অংগ | ৯৭০.০০ | ১৩৪.০০ | ১৩৪.০০ | ১০০% | ৯২৯.২৫ | ১০০% |
|  | ডিএই অংগ | ৩৮৮৪.১৩ | ৩৮০.০০ | ৩৭৬.৯১ | ১০০% | ৩৪০৫.৪৫ | ১০০% |
|  | ডিএএম অংগ | ৯৬৫.০০ | ১১০.০০ | ১১০.০০ | ১০০% | ৯৩৫.২২ | ১০০% |
| ২৫. | দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/১২-জুন/১৭) | ২১২৪০.৬৫ | ৫২৭৫.০০ | ৫২৫৭.৩৫ | ১০০% | ১৯৫১৩.০০ | ৯৬% |
| ২৬. | বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমুহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূণর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্র: ১ম সং (জুলাই/১৩-জুন/১৮) | ১৪৭৬৬.৮৪ | ৬০২০.০০ | ৬০২০.০০ | ১০০% | ১১৫৯৭.০০ | ৮০% |
| ২৭. | নোয়াখালি জেলার সুবর্নচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন (ফেব্রুয়ারী/১৪- জুন/১৮) | ৩৪১৩.০০ | ৬০০.০০ | ৫৯৬.০০ | ১০০% | ২৭৬৮.৯১ | ৮৩% |
| ২৮. | জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিত করণ প্রকল্প (মার্চ/১৫-মার্চ/১৮) | ২২৫৫.৭৩ | ১১১৬.০০ | ১১১৫.৯০ | ১০০% | ১৪৮৯.৭০ | ৬৭% |
| ২৯. | বিএডিসি’র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদি ও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল/১৫-জুন/১৮) | ২৩১৮৮.৫৫ | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ১০০% | ১৩৪০৬.৭৭ | ৫৭% |
| ৩০. | ধান, গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৫-জুন/২০) | ২৮১৪৫.০০ | ৭০০০.০০ | ৬৯৯৫.৬৬ | ১০০% | ১৩৮৭৯.৭৭ | ৫৩% |
| ৩১. | ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোড়দারকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৫-জুন/২০) | ১৪৮৪৬.৫০ | ৩০০০.০০ | ২৯৯২.০০ | ১০০% | ৪৪৮৮.০১ | ৩৫% |
| ৩২. | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিঃ এর ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি/১৬-জুন/২০) | ২০৯৪৩.৬৯ | ২৩০০.০০ | ২২৯৩.৯২ | ১০০% | ২৪১৬.১৪ | ১২% |
| ৩৩. | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিঃ এর হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি/১৬-জুন/১৮) | ৩৩২৭.৮৩ | ১৬৩০.০০ | ১৫২৫.৯২ | ১০০% | ১৫২৫.৯২ | ৪৬% |
| ৩৪. | বিএআরআই’র গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নযন ও সম্প্রসারণ (জুলাই/১২-ডিসেম্বর/১৭) | ১৭৩৫৪.০০ | ৬১৮০.০০ | ৬১৮০.০০ | ১০০% | ১৬৯৮০.০০ | ১০০% |
| ৩৫. | বাংলাদেশ তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল/১৬-জুন/২১) | ২৩৬৪.০০ | ৭৩৪.০০ | ৭২৮.৭৮ | ১০০% | ৭৫২.৭৮ | ৩২% |
| ৩৬. | গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই/১৫- জুন/২০) | ২৩৩২.৭৫ | ৭৯০.০০ | ৭৯০.০০ | ১০০% | ১২৯০.০০ | ৫৬% |
| ৩৭. | উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প (এপ্রিল/১৬-জুন/২১) | ৭০৫৫.৫২ | ১২০৮.০০ | ১২০৮.০০ | ১০০% | ১২০৮.০০ | ১৯% |
| ৩৮. | বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (জুলাই/১৫-জুন/২০) | ৬৩১৬.৭৭ | ১৬০০.০০ | ১৫৯৫.২০ | ১০০% | ২০২২.৩৬ | ৩৩% |
| ৩৯. | বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্র সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (মে/১০-ডিসেম্বর/১৭) | ১৬০৫৭.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৪০.০০ | ৯৯% | ১৩৫৫৬.২০ | ৮৬% |
| ৪০. | পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা র্শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর/১০-জুন/১৮) | ১১৮২০.০০ | ১২৭৬.০০ | ১২৭৫.৭৭ | ১০০% | ৮৭৮৭.৩২ | ৭৫% |
| ৪১. | পাট ও পাট জাত ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের প্রকল্প (জুলাই/১৪-জুন/১৮) | ২১৩৯.০০ | ১০০০.০০ | ৯৯৯.৮৮ | ১০০% | ১৫৩৪.২৩ | ৭২% |
| ৪২. | কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সং) (অক্টোবর/১০-জুন/১৮) | ৩৩৬৯৫.৬৯ | ৫৫৬৪.০০ | ৫৫৬৩.৭৮ | ১০০ | ৩২১৬২.২৩ | ৯৬% |
| ৪৩. | পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সং) (অক্টোবর/১০-জুন/১৭) | ২৩২২৫.৪৫ | ৪৫৬৫.০০ | ৪৫৫৬.০৪ | ১০০% | ২৩২১৬.৩৫ | ৮০% |
| ৪৪. | শস্য উৎপাদনে মান সম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (জুলাই/১৫- জুন/২০) | ৯৮৬.২৩ | ৩৮৭.০০ | ৩৫৫.০০ | ৯৩% | ৬৮৪.১০ | ৭০% |
| ৪৫. | সম্প্রসারিত তুলা চাষ (ফেজ-১) (জুলাই/১৪-জুন/১৮) | ১০৫০০.০০ | ২৮৯৬.০০ | ২৮৭৯.২৩ | ১০০% | ৫২৫৭.০৭ | ৭৫% |
| ৪৬. | সার পরীক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোঃ) (জুলাই/১২-ডিসেম্বর/১৬) | ৪৪৫১.২৮ | ৪৫৫.০০ | ৪০২.১৬ | ১০০% | ৪৩৭১.৬০ | ৯৯% |
| ৪৭. | বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোঃ) (জুলাই/১৩-জুন/১৭) | ১৭৮২০.০০ | ৩৮০০.০০ | ৩৭৯৯.৬০ | ১০০% | ৯৪৫৭.০০ | ৫৯% |
| ৪৮. | জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, (অক্টোবর/১৫-জুন/২০) | ৪৮২৬.৯৫ | ৪৫০.০০ | ৪৩৭.৪১ | ৯৮% | ৫৯০.১২ | ১৩% |
| ৪৯. | পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ( ১ম সংশোধিত) (মার্চ/১১-জুন/১৭) | ১৬৬৩১.৫২ | ৩১০০.০০ | ৩০৯০.১১ | ১০০% | ১৬৪৮১.৯২ | ১০০% |
| ৫০. | পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জানুয়ারি/১৩-জুন/১৭) | ১১১৮৮.২০ | ১৮০০.০০ | ১৭৯৫.৩০ | ১০০% | ১১০৪০.৬৩ | ১০০% |
| ৫১. | বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্র সেচ সম্প্রসারণ (জুলাই/১৩-জুন/১৭) | ৩৭৩৮.০০ | ৯৯৯.০০ | ৯৯৭.০০ | ১০০% | ৩৭৩৫.৭৪ | ১০০% |
| ৫২. | সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর/১৪-জানুয়ারি/১৯) | ১৩৮০৬.০০ | ৩২২০.০০ | ৩১৯৮.৮২ | ১০০% | ৮৭১৮.২৮ | ৬৭% |
| ৫৩. | বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল/১৫-জানুয়ারি/১৯) | ১০১১৭.৭০ | ২৪৪০.০০ | ২৪১৬.২৯ | ১০০% | ৪৪০১.৪৪ | ২০% |
| ৫৪. | ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (জুলাই/১৫-জুন/২০) | ১১৮৭২.৭৪ | ৩৬০০.০০ | ৩৬০০ | ১০০% | ৫১৯৬.৭৩ | ৪৬% |
| ৫৫. | আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন (৫ম পর্যায়) প্রকল্প (জুলাই/১৫ -জুন/২০) | ২০৯০.০০ | ৬২০.০০ | ৬১৯.১২ | ১০০% | ৮৭৮.৬৭ |  |
| ৫৬. | কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি/১৬-জুন/২০) | ১৭২০০.০০ | ২৭০০.০০ | ২৬৯৪.৬০ | ১০০% | ২৯৮৩.৬০ | ২৬% |
| ৫৭. | গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশাধিত), (জানুয়ারি/১০-জুন/১৭) | ২৭৪০৩.৯৬ | ২৪৭৪.০০ | ২৪৭৩.৯০ | ১০০% | ২৫৭৩৩.৮৩ | ৯৪% |
| ৫৮. | বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (মার্চ/১১-জুন/১৭) | ০.৯৯ | ৪২৫০.০০ | ৪২৪৯.৫৬ | ১০০% | ১৮০৪৬.১২ | ৯৯% |
| ৫৯. | রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকুপ পুনবার্সন (ফেব্রুয়ারি/১৪-ডিসেম্বর/১৭) | ৭৭২৪.৯০ | ২০০০.০০ | ১৯৯৯.৯৩ | ১০০% | ৬৯৩৩.২০ | ৯০% |
| ৬০. | বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ প্রকল্প সম্প্রসারণ (জানুয়ারি/১৫-ডিসেম্বর/১৭) | ১২৫২৩.০০ | ৪৫০০.০০ | ৪৪৯৯.৮১ | ১০০% | ৭৮৯৮.৩৪০ | ৬৯% |
| ৬১. | নওগাঁ জেলায় ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৫-জুন/১৯) | ৭৯১২.৫০ | ২৫০০.০০ | ২৪৯৯.৯১ | ১০০% | ৩৫৯৯.৯১ | ৪৯% |
| ৬২. | ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই/১৫-জুন/১৯) | ১৩৬১৬.২০ | ৪৮৯০.০০ | ৪৮৮৯.৯৩ | ১০০% | ৬২৬৯.০০ | ৪৬% |
| ৬৩. | বরেন্দ্র এলাকায় পাতকূয়া খননের মাধ্যমে সেচের ফসল উৎপাদন (জুলাই/১৬-জুন /২০) | ৪৭৪৪.২৫ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১১% |

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সমাপ্ত প্রকল্প :**

| ক্রমিক নং | কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল | মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম |
| --- | --- | --- |
| ১. | ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)  (জুলাই/২০১১- ডিসেম্বর /২০১৬) (ফসল) | কৃষি মন্ত্রণালয় |
| ২. | খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত)  (জুলাই/ ২০০৯- জুন /২০১৭) (ফসল) | কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর (ডিএই) |
| ৩. | সেকেন্ড ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)  (জুলাই ২০১০-জুন-২০১৭) (ফসল) |
| ৪. | পিরোজপুর- গোপালগঞ্জ- বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)  (জুলাই/ ২০১২- জুন/ ২০১৭) |
| ৫. | উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)  (জুলাই/ ২০১১ - জুন/ ২০১৭) (ফসল) |
| ৬. | মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)  (জানুয়ারি/২০১১- ডিসেম্বর/২০১৬) (ফসল) | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) |
| ৭. | মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১১- জুন ২০১৬)  (১ম সংশোধিত)\* (ফসল) |
| ৮. | দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে (বরিশাল, পটুয়াখালী) বীজবর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১২-জুন/২০১৭) (ফসল) |
| ৯. | পূর্বাঞ্চলীয় সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ২য় পর্যায়  (জানূয়ারী/ ২০১৩ - জুন/ ২০১৭) (সেচ) |
| ১০. | পাবনা -নাটোর- সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)  (মার্চ/২০১১ - জুন/২০১৭ (সেচ) |
| ১১. | বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প  (জুলাই/ ২০১৩ - জুন/ ২০১৭) (সেচ) |
| ১২. | বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প  (জুলাই/২০১২ - জুন/২০১৭) (ফসল) | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) |
| ১৩. | সার পরীক্ষাগার এবং গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)  জুলাই/ ২০১২ু ডিসেম্বর/ ২০১৬) (ফসল) | মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) |
| ১৪. | পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর/২০১০-জুন/২০১৬) (ফসল) | বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) |

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মসূচি:**

| সংস্থার নাম, কর্মসূচি নাম ও সংখ্যা | অগ্রগতি (লক্ষ টাকা) | | | ভৌত  অগ্রগতি |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| বরাদ্দ | অর্থ ছাড় | ব্যয় |
| বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (১১টি) | | | | |
| ১. রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | ৩৪৭.৯১ | ১০০% |
| ২. শেরপুর জেলা শ্রীবর্দী ও ঝিনাইগাতী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন | ৩০০.০০ | ২৭২.৫২ | ২৭২.৪৮ | ১০০% |
| ৩. নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা,মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন | ৩১০.০০ | ২৯৫.১৮ | ২৯৫.১৮ | ১০০% |
| ৪. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন | ২৭৮.৭৯ | ২৭৮.৭৯ | ২৭৮.২১ | ১০০% |
| ৫. গোপালগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন | ৩১০.০০ | ৩১০.০০ | ৩০৯.৮২ | ১০০% |
| ৬. খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন | ১৭০.০০ | ১৭০.০০ | ১৬৯.৯৮ | ১০০% |
| ৭. ছিটমহল উন্নয়নের জন্য সমন্বিত | ১৪৫.৭০ | ১৪৫.৭০ | ১৪৫.৬২ | ১০০% |
| ৮. শেরপুর জেলা সেচ এলাকা সম্প্রসারণ | ৩০০.০০ | ২৮২.৩৮ | ২৮২.০৪ | ১০০% |
| ৯. রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন | ১৩.০৬ | ১৩.০৬ | ১২.৯৫ | ১০০% |
| ১০. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন | ১২.০০ | ১২.০০ | ১১.৯৫ | ১০০% |
| ১১. পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলা ভু-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন | ৭.৭০ | ৭.৭০ | ৭.৬৭ | ১০০% |
| কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (৫টি) | | | | |
| ১. পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর | ৭৭.০০ | ৭৭.০০ | ৭৭.০০ | ১০০% |
| ২. খামারবাড়ি কমপ্লেক্স সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন | ১৩৩.৪১ | ১৩৩.৪১ | ১৩৩.৩০ | ১০০% |
| ৩. উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ ফসল উৎপাদন | ২১২.১২ | ২১২.১২ | ২১১.৯৫ | ১০০% |
| ৪. ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি | ৮৭.৬১ | ৮৭.৬১ | ৮৩.৭৪ | ১০০% |
| ৫. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি | ৩৬১.৮৮ | ২৭১.৪০ | ২৭১.৪০ | ৭৫% |
| তুলা উন্নয়ন বোর্ড (১টি) | | | | |
| ১. বিটি কটনের জিন সনাক্তকরণ ও কার্যকারিতা নির্ধারণের গবেষণা | ২৩১.৮২ | ১৫৬.৫৬ | ১৫৫.৮২ | ১০০% |
| বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (১টি) | | | | |
| ১. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বরিশাল, সোনাগাজী ও সাতক্ষীরা আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ | ৪২২.০০ | ৪২২.০০ | ৪২২.০০ | ১০০% |
| বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (৩টি) | | | | |
| ১. মিউটেশন ও আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করে উদ্যানতাত্ত্বিক নতুন জাত ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন | ৬৯.০০ | ৬৯.০০ | ৬৪.৬০ | ১০০% |
| ২. পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডাল, তেলবীজ এবং দানা জাতীয় ফসলের উচ্চ ফলনশীল এবং, প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন | ২৩৯.০০ | ২৩৯.০০ | ২৩৮.৯৮ | ১০০% |
| ৩. পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন ফসল ও ফলের জাত উন্নয়ন | ৩৮.০০ | ৩৮.০০ | ৩৬.৭৫ | ১০০% |
| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (৩টি) | | | | |
| ১. ফসল নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণে চার ফসল ভিত্তিক ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন | ৫১.৫৮ | ৫১.৫৮ | ৫১.৫৮ | ১০০% |
| ২. BT বেগুনের প্রজনন বীজ উৎপাদন | ৪৯.০০ | ৪৮.৯৮ | ৪৮.৯৮ | ১০০% |
| ৩. উদ্ভাবিত আলু ও ভিটামিন সমৃদ্ধ মিষ্টি আলূর নতুন জাতসমূহের প্রজনন বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনীর মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ ও গবেষণাভিত্তিক কর্মসূচি | ৯৩.০০ | ৬৯.৭৫ | ৬৯.৭৫ | ১০০% |
| বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সি (১টি) |  |  |  |  |
| ১. বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ আধুনিকায়ন ও বিতরণ জোরদারকরণ | ১৭১.৫০ | ১৭১.৫০ | ১৭১.৫০ | ১০০% |
| বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (২টি) | | | | |
| ১. দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় ইক্ষু চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ | ২৭.৪৩ | ২৭.৪৩ | ২৭.৪৩ | ১০০% |
| ২. সুগারবিট গুড় বা চিনি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জ্বালানি শক্তির উৎস হিসেবে বায়োগ্যাস ও সৌরশক্তির উপযোগিতা যাচাই | ২২.০০ | ২২.০০ | ২০.৫০ | ১০০% |
| মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (১টি) | | | | |
| ১. অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ | ১৮৫.৫০ | ১৮৫.৫০ | ১৮৫.৪৮ | ১০০% |
| কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (২টি) | | | | |
| ১. বসত বাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম | ৫৯.০০ | ৫৯.০০ | ৫৭.৮৭ | ১০০% |
| ২. ফ্রেসকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি | ৫৫.০০ | ৫৫.০০ | ৫৪.৬১ | ১০০% |
| জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী (১টি) | | | | |
| জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি’র কার্যক্রম জোড়দারকরণ | ১৪.৭৫ | ১৪.৭৫ | ১৪.৭৩ | ১০০% |
| সর্বমোট | ৪৭,৯৭.৮৫ | ৪৫,৪৮.৯২ | ৪৫,৩১.৭৮ |  |

**বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বীজ সংক্রান্ত ৭টি সাব কার্যক্রম (লক্ষ টাকা):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সংস্থার নাম, কার্যক্রমের নাম ও সংখ্যা | অগ্রগতি | | | ভৌত অগ্রগতি |
| বরাদ্দ | অর্থ ছাড় | ব্যয় |
| বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (৭টি) | | | | |
| ১.বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নত মানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% |
| ২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নত মানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন | ২৯৪.৪০ | ২৯৪.৪০ | ২৯১.৬০ | ১০০% |
| ৩. উন্নত মানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ | ৬৩৪৭.০০ | ৬৩৪৭.০০ | ৬৩৪৭.০০ | ১০০% |
| ৪. পাট বীজ | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | ১০০% |
| ৫. এগ্রোসার্ভিস সেন্টার | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ১০০% |
| ৬. জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | ১০০% |
| ৭. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা | ৫৫০.০০ | ৫৫০.০০ | ৫৫০.০০ | ১০০% |
| মোট | ৯৬৯১.৪০ | ৯৬৯১.৪০ | ৯৬৮৮.৬০ |  |

**রাসায়নিক সার :**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও মজুদ তথ্য :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | সারের নাম | উৎপাদন  (লক্ষ মে.টন) | আমদানি  (লক্ষ মে.টন) | বিক্রয়/ব্যবহার  (লক্ষ মে.টন) | সমাপনী মজুদ  (লক্ষ মে.টন) |
| ১ | ইউরিয়া | ৯.২৩ | ১১.১৬ | ২৩.৬৬ | ৯.৬৫ |
| ২ | টিএসপি | ১.০৭ | ৬.৬২ | ৭.৪০ | ১.৫৬ |
| ৩ | ডিএপি | ০.৫৯ | ৫.৫০ | ৬.০৯ | ১.১৮ |
| ৪ | এমওপি |  | ৮.২৪ | ৭.৮১ | ১.৪৫ |

**সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি :**

| ক্রমিক  নং | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রকৃতি | বরাদ্দ  (লক্ষ টাকা) | সুবিধাভোগী  (জন) |
| --- | --- | --- | --- |
| ১. | বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বীজ ও রাসায়নিক সার সহায়তার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খরিফ-২/২০১৬-১৭ ও পরবর্তী খরিফ-১ মৌসুমে প্রণোদনা | ৪১৫৬.০৮ | ৪,০১,৩০০ |
| ২. | বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের রোপা আমন চারা ও সবজি সহায়তার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খরিফ-২/২০১৬-১৭ মৌসুমে কৃষি পুনর্বাসন | ৫৩.৭৪ | ১৭,২১১ |
| ৩. | খরিফ-১/২০১৭-১৮ মৌসুমে ৫১টি জেলায় উফশী আউশ ও ৪০টি জেলায় নেরিকা আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ | ৩১.০০ | ২,২৫,৯৮৮ |
| কুমড়াজাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে এবং পাট ও আখ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি | ১৫০.১৬ |
| কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ব্যয় | ৪০.০০ |
| মোট | ৭৪৯৯.৯৯ | ৬,৪৪,৪৯৯ |

**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র  নং | দপ্তর/সংস্থার নাম | আপত্তির সংখ্যা | জড়িত টাকা  (লক্ষ টাকা) | বিএস  জবাব | নিষ্পত্তি | উত্থাপিত আপত্তি | জের |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ১. | কৃষি মন্ত্রণালয় | ১৬ | ৩৭৫৫৭.২৫ | ৭ | ১০ | ০০ | ০৬ |
| ২. | বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন | ১০৩৪৫ | ২০৩৩৬৩.০৩ | ১০১৭৭ | ১০৬৯ | ৫৪৩ | ৯৮১৯ |
| ৩. | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | ১১৩৬ | ৮২৬৫.২৯ | ১১৩৬ | ১৪২ | ৬৮ | ১০৬২ |
| ৪. | বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৩১ | ৩৩৯.১৭ | ২১ | ১১ | ০৮ | ২৮ |
| ৫. | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ২০ | ৩৩৮.৯৭ | ০২ | ২৬ | ৬৬ | ৬০ |
| ৬. | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | ০৬ | ৩৩.২৯ | ০৬ | ৩২ | ৩১ | ০৫ |
| ৭. | বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৫২ | ২৭৪.৪৯ | ৫২ | ২১ | ০৪ | ৩৫ |
| ৮. | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১৮ | ৬১.৮১ | ১৮ | ০৪ | ০৭ | ২১ |
| ৯. | মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | ৩৪ | ১৩৯৮.৯৮ | ৩৪ | ৩৮ | ১৯ | ১৫ |
| ১০. | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল | ১২৪ | ৩৯৮.১৬ | ১২৪ | ১০২ | ১০ | ৩২ |
| ১১. | তুলা উন্নয়ন বোর্ড | ১৪ | ৩৫৯.১১ | ১৪ | ১১ | ১৬ | ১৯ |
| ১২. | কৃষি বিপণন অদিদপ্তর | ১৯ | ২১৬.১১ | ০৯ | ১৫ | ১০ | ১৪ |
| ১৩. | কৃষি তথ্য সার্ভিস | ০৩ | ২৫.৯৭ | ০৩ | ০২ | ০৮ | ০৯ |
| ১৪. | বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি | ২১ | ৭৫.৮৪ | ২১ | ০৯ | ০০ | ১২ |
| ১৫. | বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | ২৩৬ | ৪৯৮২.০০ | ২৩৬ | ৫৭ | ২১৭ | ৩৯৬ |
| ১৬. | ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | ০৬ | ৮.১১ | ০৬ | ০০ | ০০ | ০৬ |
| ১৭. | হর্টেক্স ফাউন্ডেশন | ৪৯ | ৪০৯.৫৭ | ৪৯ | ০৬ | ০৫ | ৪৮ |
| ১৮. | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট | ১০ | ৩৭৩.৯৬ | ১০ | ০৬ | ০০ | ০৪ |
|  | মোট | ১২১৪০ | ২৫৫১৮০.৭৪ | ১১৯৪৩ | ১৫৬১ | ১০১২ | ১১৫৯১ |

**আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন :**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ৩টি আইন মহান জাতীয় সংসদে পাশ এবং বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়েছে। আইনগুলো হলো:

১. বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৭নং আইন)

২. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১১নং আইন)

৩. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১২নং আইন)

এছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২টি নীতিমালা মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। নীতিমালাগুলো হলো:

১. জাতীয় জৈব কৃষি নীতি, ২০১৬

২. সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা, ২০১৭

**তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম :**

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য ২০১৬-১৭ সালে মোট ০৫টি আবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল হয়েছিল। আবেদনকারীদের মধ্যে ০৪ জনকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। একজন আবেদনকারীর যাচিত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় তা সরবরাহ করা হয়নি। বিষয়টি আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল হয়নি।

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম :**

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদিত হয়েছে।

**অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম :**

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ে মোট ৩৩টি অভিযোগ দাখিল হয়েছিল। এর মধ্যে ৩১টি অভিযোগ অনলাইনে এবং ২টি অভিযোগ দরখাস্তের মাধ্যমে দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত ৩৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করে অভিযোগকারীদের অবহিত করা হয়েছে।

**টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সংক্রান্ত কার্যক্রম:**

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়নের বিষয়ে ২৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত Local Consultative Group (LCG) on Agriculture and Food Security এর সভায় সকল উন্নয়ন সহযোগীকে অবহিত করা হয়েছে। এসডিজিস-এর কৃষি সংশ্লিষ্ট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (M & E Framework) প্রস্তুতের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার তথ্যাদি সমন্বয় করে কৃষি সংশ্লিষ্ট M&E Framework এর তথ্যাদি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের High Level Political Forum (HLPF)-এ উপস্থাপন করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট Voluntary National Review (VNR) এর একটি (Write-up) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কো-লীড এবং সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে তথ্য প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়েছে। এসডিজিস লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় সহযোগী সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে তথ্যাদি প্রেরণ করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) এর টার্গেট 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.aঅর্জনের লক্ষ্যে জিইডি’র নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কর্ম-পরিকল্পনাটি ১১ মে ২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত কর্ম-পরিকল্পনাটি ১৪ জুন ২০১৭ তারিখে একটি সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

**আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে হাঙ্গেরি এবং ভুটান এর সাথে কৃষি ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

**ইনোভেশন উদ্যোগ :**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা উদ্ভাবিত ইনোভেশান উদ্যোগসমূহের মধ্যে ৩টি উদ্যোগকে বাছাই করে দেশব্যাপী ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ উদ্যোগসমূহ হচ্ছে:

* কৃষকের জানালা;
* কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা;
* বালাইনাশক নির্দেশিকা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

www.dae.gov.bd

**ভূমিকা:**

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দেশের সবচেয়ে পুরনো এবং ঐতিহ্যবাহী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম। সরকারি সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সময়ে সময়ে এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং দেশের একটি প্রধান জাতিগঠণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য গঠিত ‘দুর্ভিক্ষ কমিশন’ কর্তৃক ‘কৃষি বিভাগ’ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে ‘কৃষি বিভাগ’ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র ‘কৃষি বিভাগ’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রায় একই সময়ে ঢাকার মনিপুরে (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) ১০০০ একর জমি নিয়ে একটি কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারে কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞান জ্ঞানসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্বপ্রথম ‘কৃষি কলেজ’ (বর্তমানে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসল ভিত্তিক বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। এতগুলো প্রতিষ্ঠান একই সময়ে কাজ শুরু করার ফলে কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকাণ্ড মাঠ পর্যায়ে একধরণের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ (ইএন্ডএম), ডিএ (জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। আধুনিক সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

**ভিশন (Vision) :**

ফসলের টেকসই ও লাভজনক উৎপাদন

**মিশন (Mission) :**

টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রিকৃত, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর কৃষকদের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

**কৌশলগত উদ্দেশ্য:**

1. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
2. কৃষিজ পণ্যের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
3. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
4. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন;
5. কৃষি ভিত্তিক কারিগরী শিক্ষা বাস্তবায়ন।

**কার্যাবলী:**

* কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
* কৃষি উপকরণের ( সার, বীজ ও বালাইনাশক ) সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবংকীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
* মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের (কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, সবুজসার) উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
* পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির (Surface Water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ;
* কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ,সংরক্ষণ ও বিতরণ;
* কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন ও নিরাপদ উৎপাদনক্ষম কৃষির জন্য IPM/ICM দল গঠন;
* কৃষির উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
* উদ্যান ফসল সম্প্রসারণে ফল ও সবজির চারা কলম উৎপাদন ও বিতরণ, উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণে মান নিয়ন্ত্রণ;
* জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে যে বিরূপ প্রভাব তা মোকাবেলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ওঘাতসহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ, কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান, দুর্যোগ মোকাবেলা ও কৃষি পুনর্বাসন;
* কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি বিতরণ।

**জনবল:**

বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পূর্ণগঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬,০৪২ । সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৮৬টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি ব্লক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৫ টি হর্টিকালচার সেন্টার এবং উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ৪৬৪ জন কর্মকর্তা ও ১১ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে ১৫১ জন কর্মকর্তা ও ১৮৩৯ জন কর্মচারী।

**জনবল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য:**

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | জনবল | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১ | গ্রেড ১ | ১ | ১ | ০ |
| ২ | গ্রেড ২ | ৮ | ৫ | ৩ |
| ৩ | গ্রেড ৩ | ৪৫ | ৪৫ | ০ |
| ৪ | গ্রেড ৪ | - | - | - |
| ৫ | গ্রেড ৫ | ৩১২ | ২৮৫ | ২৭ |
| ৬ | গ্রেড ৬ | ১২৫৩ | ৭৪৭ | ৫০৬ |
| ৭ | গ্রেড ৭ | - | - | - |
| ৮ | গ্রেড ৮ | - | - | - |
| ৯ | গ্রেড ৯ | ১২৯৮ | ৫৪৪ | ৭৫৪ |
| ১০ | গ্রেড ১০ | ৫৪৭ | ৩২০ | ২২৭ |
| ১১ | গ্রেড ১১ | ১৪৯০১ | ১২৭৯৯ | ২১০২ |
| ১২ | গ্রেড ১২ | ৬ | ৩ | ৩ |
| ১৩ | গ্রেড ১৩ | ৩৪৩ | ৫৬ | ২৮৭ |
| ১৪ | গ্রেড ১৪ | ৮৩০ | ৩৭৭ | ৪৫৩ |
| ১৫ | গ্রেড ১৫ | ১ | ০ | ১ |
| ১৬ | গ্রেড ১৬ | ১৯২০ | ১০০৯ | ৯১১ |
| ১৭ | গ্রেড ১৭ | ১৯ | ৯ | ১০ |
| ১৮ | গ্রেড ১৮ | ৫০২ | ২৫৪ | ২৪৮ |
| ১৯ | গ্রেড ১৯ | ১৭ | ১৪ | ৩ |
| ২০ | গ্রেড ২০ | ৪০৩৯ | ২৯৪৫ | ১০৯৪ |
|  | মোট | ২৬০৪২ | ১৯৪১৩ | ৬৬২৯ |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন:**

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)’তে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে ৪৯৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি’তে আয়োজিত ট্রেনিং ইন বাজেট এন্ড একাউন্টিং সিস্টেম (টিবাস) কোর্সে ডিএই হতে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন। ৪-বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৪ টি সরকারী এটিআই’তে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৯৩১ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এ সময়ে ২,৫১,৭২৭ জন কৃষক এবং ১,০৭,১৬১ জন কিষাণী’কে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ‘ছক’ এ প্রদান করা হলঃ

**প্রশিক্ষণ :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীন | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ১০৮৯৭ | ১৬৫ | ২৩০ | ৭৯২ | ১২০৮৪ |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | - |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ১৪২৭২ | - | ৯০ | - | ১৪৩৬২ |  |
|  | মোট | ২৫১৬৯ | ১৬৫ | ৩২০ | ৭৯২ | ২৬৪৪৬ |  |

**উচ্চ শিক্ষা :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চ শিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| পিএইচডি | এম.এস | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ২৪ | - | - | ২৪ |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
|  | মোট | ২৪ | - | - | ২৪ |  |

**বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চ শিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৫ | ১৫ | ১৪৫ | ১৬৫ |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
|  | মোট | ৫ | ১৫ | ১৪৫ | ১৬৫ |  |

**ফসল উৎপাদন :**

| ক্রমিক নং | ফসল | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন) | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন) | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ক) আউশ | ২৩.০৫৭ | ২১.৩৩৬ | বোরো, গম ও আলু ফসলের উৎপাদন বিবিএস এর সাথে সমন্বয় (Harmonize) হয়নি। |
| খ) আমন | ১৩৫.৪৪০ | ১৩৬.৫৬০ |
| গ) বোরো | ১৯১.৫৩০ | ১৮০.২৪০ |
| মোট চাল | ৩৫০.০২৭ | ৩৩৮.১৩৬ |
| ২ | গম | ১৪.৩১০ | ১৪.২৩৬ |
| ৩ | ভুট্টা | ৩৪.৩৯০ | ৩৫.৭৮২ |
| ৪ | আলু | ৯৬.০০০ | ১১৩.৩২৭ |
| ৫ | মিষ্টি আলু | ৭.৬১০ | ৮.২০৯ |
| ৬ | পাট (লক্ষ বেল) | ৭৭.৯৫০ | ৮২.৪৬৭ |
| ৭ | সবজি | ১৫২.৫৬০ | ১৬০.৪২৩ |
| তৈল জাতীয় ফসল | | | | |
| ৮ | সরিষা | ৭.২০০ | ৭.০৫৩ |  |
| ৯ | চীনাবাদাম | ১.৩২০ | ১.৫০৬ |
| ১০ | তিসি | ০.০৫০ | ০.০৩৬ |
| ১১ | তিল | ১.০৬০ | ০.৮৯৫ |
| ১২ | সয়াবিন | ১.৫২০ | ১.০৫৫ |
| ১৩ | সূর্যমূখী | ০.০৭০ | ০.০৪২ |
|  | মোট তৈল ফসল | ১১.২২০ | ১০.৫৮৭ |
| ডাল জাতীয় ফসল | | | | |
| ১৪ | মসুর | ৩.২৫০ | ৩.৫৫৫ |  |
| ১৫ | ছোলা | ০.০৮০ | ০.০৫৫ |
| ১৬ | মুগ | ২.৪০ | ২.১১৫ |
| ১৭ | মাসকলাই | ০.৭১০ | ০.৮১২ |
| ১৮ | খেসারি | ৩.০৮০ | ৩.০১৮ |
| ১৯ | মটর | ০.১৩০ | ০.১৩০ |
| ২০ | অড়হড় | ০.০১০ | ০.০০৫ |
| ২১ | ফেলন | ০.৫৯০ | ০.৫৭৩ |
|  | মোট ডাল ফসল | ১০.২৫০ | ১০.২৬৩ |
| মসলা জাতীয় ফসল | | | | |
| ২২ | পিঁয়াজ | ২১.৩৭০ | ২১.৫৩২ |  |
| ২৩ | রসুন | ৫.৪০০ | ৬.৮৬১ |
| ২৪ | ধনিয়া | ০.৬১০ | ০.৬১৩ |
| ২৫ | মরিচ | ২.৯৬৯ | ২.৭৪৪ |
| ২৬ | আদা | ২.৫৫৪ | ২.৩৭০ |
| ২৭ | হলুদ | ১.৭৬০ | ১.৪৮৪ |
|  | মোট মসলা ফসল | ৩৪.৬৬৩ | ৩৫.৬০৪ |

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

* প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‌্যালি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
* সেচের পানি অপচয় রোধে ক্রমান্বয়ে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য সেচসহায়ক কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
* ডিএইর ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে দুর্যোগের সময়ে করণীয় সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এবং দিক নির্দেশনা ডিএই'র সকল পর্যায়ের কর্মচারীসহ কৃষকদের অবহিত করা হয়েছে।
* কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খরিপ-২/২০১৬-১৭, রবি/২০১৬-১৭ ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে ৬৪ টি জেলায় ৪০১৩০০ জন কৃষকের মাঝে ৪১৫৬.০৮৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
* কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খরিপ-২/২০১৬-১৭ মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত বন্যার ফলে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ১৬ টি জেলায় ১৭২১১ জন কৃষকের মাঝে ৫৩.৭৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়ছে।
* প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় (বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ, কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমন, পাট ও আখ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি যন্ত্রপাতি পরিবহন এবং অন্যান্য খরচ বাবদ) ৫১ টি জেলায় ২২৫৯৮৮ জন কৃষকের মাঝে ৩২৯০.১৬৪৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
* রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে খরিপ-১/১৭-১৮ মৌসুমে উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি প্রর্দশনী স্থাপন ও কার্যক্রম এর আওতায় ৬৪ টি জেলায় ৭৫৮২০০ জন উপকারভোগী কৃষকের মাঝে ২৬০৪.৪৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
* রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ফলবাগান প্রদর্শনী স্থাপন ও কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন কার্যক্রম এর আওতায় ৬৪ টি জেলায় ৭৬৫৯৬৪ জন কৃষকের মাঝে ১৮৯৫.৫০৩১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
* ফসল উৎপাদনের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৪.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৬.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন টিএসপি, ৭.৫০ লক্ষ মেট্টিক টন এমওপি, ৭.১০ লক্ষ মেট্টিক টন ডিএপি এবং ৩.০০ লক্ষ মেট্টিক টন জিপসাম সার কৃষকের মাঠে ব্যবহার করা হয়েছে।
* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন ফি, আমদানি লাইসেন্স, ফরমূলেশন লাইসেন্স, হোলসেল লাইসেন্স, রিপ্যাকিং লাইসেন্স, বাজারজাতকরণ লাইসেন্স, পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স ফি, কীটনাশক পরীক্ষা ফি, রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ মোট ২৪৩৬৬৩৫০ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।
* উচ্চমূল্যের ফসল চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসলের বহুমুখীকরণসহ শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
* ভাসমান বেডে সবজি উৎপাদন কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
* জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৬’তে নিধনকৃত ইঁদুরের সংখ্যা ১১৮৪৫৯০৪টি । এ কর্মসূচির মাধ্যমে ফসল রক্ষা পেয়েছে প্রায় ৮৮,৮৪৪.২৮ মেট্রিক টন।
* কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৪৮৬৮৭ মেট্রিক টন হতে ৩৫৭২৩ মেট্রিক টনে নামিয়ে আনা হয়েছে।
* বালাইনাশকের লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান কমিয়ে আনা হয়েছে।
* সার্ভিলেন্স এবং ফোরকাস্টিং সংশ্লিষ্ট ১৮টি লিফলেট তৈরি করে ওয়েবসাইটে আপলোডসহ মৌসুমভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগাম সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হয়েছে।
* বিভিন্ন ফসলের রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনার বিষয়ভিত্তিক ১৬টি লিফলেট প্রস্তুতপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
* রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার কমিয়ে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং এ পর্য্ন্ত ১৮টি জৈব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে।
* প্লান্ট ডক্টরস ক্লিনিকের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৭৬০ জন কৃষককে উদ্ভিদ সংরক্ষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ধানের অতন্দ্র জরিপ ও আইপিএম কর্মকাণ্ড শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় দেশের ১৪টি আঞ্চলিক অফিসে অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে জেলা ও উপজেলায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ৫৫৫ জন কর্মকর্তাকে ধানের অতন্দ্র জরিপ বিষয়ে অবহিত করা হয় এবং সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে উপজেলা পর্যায়ে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কারিকুলামের সেশন গাইড প্রদান করা হয়।
* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আঁশ জাতীয়, ফল জাতীয়, সবজি জাতীয়, মসলা জাতীয়, তামাক জাতীয়, শুকনা জাতীয় খাবার, দানাদার শস্য, তৈল জাতীয় শস্য, ঔষধি/ভেষজ, বনজ, কাঠ/বাঁশ/বেত জাতীয় দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানি বাবদ এবং উদ্ভিদ স্বাস্থ্য প্রমাণপত্র (Phytosanetary Certificate) প্রদান বাবদ মোট আয় হয়েছে ১৮০১৩৪৩৩৯ টাকা ।
* ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে রপ্তানির বিষয়ে Non-Compliance এর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
* বাংলাদেশ ফাইটোসেনেটারি সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরিতে নতুন মেশিনারিজ যথা: Polymarase Chain Reaction (PCR), Biology, Soft X ray সহ অন্যান্য মেশিন install করা হয়েছে ।
* দক্ষ, সংগনিরোধ কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সংগনিরোধ বালাই এর অনুপ্রবেশ ও বিস্তার রোধ এবং মানসম্পন্ন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে নিবন্ধনের আওতায় ইতোমধ্যে 134 টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কার্য্ক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
* Contract Farming Pilot প্রকল্পের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য শাক-সবজি ও ফল উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।
* কৃষিজাত পণ্যের নিরাপদ আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে “উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন-2011” অনুযায়ী উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্মকর্তা, রপ্তানিকারক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য Strengthening Phytosanitary Capacity in Bangladesh প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং কেন্দ্রীয় প্যাকিং ও পরিদর্শন হাউজ নির্মান করা হয়েছে।
* জাল সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কৃষিজাতপণ্য রপ্তানি রোধে হলোগ্রামযুক্ত Secured Phytosanitary Certificate (PC)- এর প্রবর্তন করা হয়েছে।
* উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহের অফিস অবকাঠামো উন্নয়নসহ পরীক্ষাগারের আধুনিকায়ন করা হয়েছে। 7 টি ফসলের বালাই ঝুঁকি বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
* দেশ-বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ফল ও সবজির জাত সংগ্রহ করে এদেশের মাটি ও আবহাওয়ার উপযোগিতা যাচাই করে উপযোগী জাতসমূহ দ্বারা মাতৃবাগান সৃজন এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (আগাম, নাবি) বিভিন্ন ফলের গাছ মাতৃগাছ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সায়ন চারা কলম তৈরি করে ওই সব জাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭৫টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ২২৭০৪৭২ টি ফলের চারা, ৯৭৬৮৫১টি ফলের কলম, ১৯৩৫২৪ টি মসলার চারা, ২২৪৯২৩৪ টি গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ৬২২৩৪ ‍টি ঔষধি চারা, ১৭২৯৫৮ টি নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। উৎপাদিত চারার/কলম বিক্রি করে ৪০১৭৯৫৫৩ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।
* পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে ১২৪৭০৯৩৪টি ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। জাতীয়ভাবে ঢাকায় গত অর্থবছরে ফল, সবজি এবং মৌ মেলা/প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
* পাট চাষীদের সুসংগঠিত করে পাট চাষ সমিতির (খন্ড পাটচাষি সমিতি, উপজেলা পাটচাষি সমিতি, জোনাল পাটচাষি সমিতি ) কর্মকাণ্ড জোরদার করা হয়েছে।
* ই-ফাইলিং এর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিটি উইং হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
* ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন নোটিশ প্রচার, মাঠে বালাই দমনে আগাম নির্দেশনা প্রদান, মৌসুমভিত্তিক ফসল সংরক্ষণে তাৎক্ষনিক বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান, অনলাইনে ফসলের বিভিন্ন অবস্থা ও অগ্রগতির রিপোর্ট গ্রহণ, সার আমদানিকারক, প্রস্তুতকারক, বিতরণকারীদের তালিকা, ফাইটোসেনেটারি সার্টিফিকেট প্রকাশ, নিয়োগ বিজ্ঞাপন এবং ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি ।

**উন্নয়ন প্রকল্প:**

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কৃষকের মাঝে পৌছে দিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরেকৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ২৩ টি এবং এডিপি বহির্ভূত ১টি সহ মোট ২৪ টি প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পসমূহের বিবরণ ও কর্মকাণ্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

**১। ‍দ্বিতীয় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)**

**প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:**

উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, কৃষক প্রশিক্ষণ, ঋণ দান, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন,শস্য সংগ্রহত্তোর ফসলের ক্ষতি কমানো ইত্যাদি।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১০-জুন/১৭।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০৫১৪.৯৪ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৭৫০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ২৬৪৩.৮৮ লক্ষ টাকা**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

লাগসই ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চমূল্য ফসল চাষাবাদে নিবিষ্ট করা এবং নিম্নমূল্য সম্বলিত দানাদার শস্যের নিরবচ্ছিন্ন আবাদের উপর নির্ভরশীলতা থেকে সরিয়ে আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ২৭ টি জেলার মোট ৫২ টি উপজেলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প ২০১০ সন হতে জুন/২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।এ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কৃষক প্রশিক্ষণ-৮৭৬০০ ব্যাচ, প্রদর্শনী-১১৯৯টি, মাঠ দিবস-১১৯৯টি, কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ-২৭০০ জন।

**২। উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)**

**প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:**

প্রাতিষ্ঠানিক কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। ১০৬ টি উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকদের পরিকল্পিত, বাস্তবধর্মী ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন। সম্প্রসারণ কর্মীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি গবেষণালব্ধ ফলাফল ও মাঠ পর্যায়ের ফলাফলের মধ্যে ফলন পার্থক্য কমানো।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১১-জুন/১৭।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৮৭৯.৪০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৯৪০.০০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৯৩৭.৮৭ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (রিফ্রেসার) ১০৮৫০ সেট, রিফ্রেসমেন্ট (রিফ্রেসার) ১০৮৫০ জন, প্রশিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (রিফ্রেসার) ১০৮৫০ জন, ডিসপ্লে বোর্ড ১০৬টি, হোয়াইট বোর্ড ১০৬টি।

**৩। বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারি সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প**

**প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:**

বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষা করার জন্য আমদানিকৃত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের সাথে পরিবাহিত হয়ে যাতে বিদেশি পোকামাকড় ও রোগবালাই প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিধি বিধান (IPPC এবং WTO-SPS Agreement) অনুসরণপূর্বক বিদেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম গতিশীল ও বৃদ্ধি করা।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১২ -জুন/১৮।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫১৯৯.১৭ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৩৫০৯.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

১৮টি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, ৪৩টি কর্মচারী প্রশিক্ষণ, বিদেশ প্রশিক্ষণ ১০ জন, বিদেশ শিক্ষাসফর ৮জন, সেমিনার/ওয়ার্কসপ ২টি।

**৪ (ক)। পিরোজপু‌র-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (পিসিইউ অংগ)**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, অতিরিক্ত ২২,০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১২ -জুন/১৭।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৭৯.৯২ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৬১.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৫৬.৯২ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** : কর্মশালা-১টি, বার্ষিক রিভিউ মিটিং-১টি।

**৪ (খ)। পিরোজপু‌র-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অংগ)**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১২ -জুন/১৭।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪৫৩.৩৩ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৭২৫.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৭২১.৩৭৩ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ২৪ ব্যাচ, মাঠ দিবস ৬০০টি, কৃষি মেলা ২৩টি জেলা কর্মশালা ৩টি, চাষী র‌্যালি-৪০টি।

**৫। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প (ডিএই অংগ)**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

এলাকা ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, শস্য উৎপাদন নিবিড়করণ ও বহুমূখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। সবজি বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চাষী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরীকরণ। জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা । দল ভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে কৃষকের সক্ষমতা বাড়ানো। খামার যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিক কলাকৌশলের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ। গ্রামীণ ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩ -জুন/১৮।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৫১১.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৮৬২.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৮৫৯.৭৬০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প দক্ষিণ-পশ্চিমের ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলায় পতিত জমির সদ্ব্যবহার, নতুন লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত, ফসল আবাদ ও চাষাবাদের নতুন কৌশল ব্যবহার করে আবাদি এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় খামার যান্ত্রিকীকরণের জন্য ৫০০০ কৃষক গ্রুপের সদস্যদের মাঝে ৫৬০ টি পাওয়ার টিলার, ৫৭৫ টি লো লিফট পাম্প, ৫১০ টি পাওয়ার থ্রেসার, ৭৫০টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ৪০০ টি ফুট পাম্প, ৬৭ টি গ্রেইন ময়েশ্চার মিটার, ৭২টি রি-ফ্রাক্টোমিটার বিতরণ করা হয়েছে।

**৬। ব্লু গোল্ড কর্মসূচীর আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (ডিএই অংগ)**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানো।**

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি/১৩-ডিসেম্বর/১৮**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৬৪.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৭৮.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ২৭৫.৯৮ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

প্রদর্শনী-৬৯টি, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ-১২২ জন, কৃষক মাঠ স্কুল ১৯৮টি, সিজনাল রিভিউ ওয়ার্কশপ ২টি, টেকনোলোজি সিলেকশন ওয়ার্কশপ ১টি, কৃষক ক্লাব/সংগঠক সহায়তা-৫৫টি, মটিভেশনাল ট্যুর-১০টি, মনিটর প্রশিক্ষণ-১ ব্যাচ।

**৭। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (২য় পর্য়ায়)**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

পশুশক্তি ও শ্রমিক সংকটের প্রেক্ষাপটে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা। খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-জুন/১৮**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৩৯৪৩.৯৬ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৮৩০০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়**  : ৮২৯৪.৩১ লক্ষ টাকা।

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

গুটি ইউরিয়া চাষি প্রশিক্ষণ ১৪৬ ব্যাচ, মেকানিক প্রশিক্ষণ ১৩ ব্যাচ, আঞ্চলিক কর্মশালা ১৫টি, প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস ৩৯৯৩টি, যান্ত্রিকী খামার প্রদর্শণী ২০টি, খামার যন্ত্রপাতির জন্য ভর্তুকি ২৯৮৫ টি।

**৮। সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

মাল্টা, কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনের জন্য কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। মাল্টা,কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা। ভিটামিন-সি সহ অন্যান্য মিনারেল সরবরাহ নিশ্চিৎকরণ। উন্নত মাতৃগাছ সনাক্ত ও নির্বাচন করা।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-জুন/১৮**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৯৭০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৭৬৭.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৭৬৪.৬৩ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

কমলা ও মাল্টাসহ অন্যান্য লেবুজাতীয় ফলের চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ১৭ টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো লেবু জাতীয় ফলের ১৫০০টি ব্লক প্রদর্শনী, ১০৯৫০টি লেবু জাতীয় ফলের বসতবাড়ি প্রদর্শনী স্থাপন, ১২৪৫০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ, ৬৯০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, ৩৩টি মাঠ দিবস, ১৮টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, ১৫টি নার্সারিতে চারা/কলম উৎপাদন এবং ৬টি জেলার ৩০ টি উপজেলায় মোট ৩০টি ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

**৯। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

কৃষক মাঠ স্কুল ও আইপিএম ক্লাব স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন কার্যক্রম জোরদারকরণ। বালাইনাশকমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয় করা।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-জুন/১৮**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৮৫০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৩০৫.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ১৩০৪.৮০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প ৫ বছর মেয়াদে দেশের ৬৪টি জেলার ২৭৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুল (সবজি) ১১২৫টি, কৃষক মাঠ স্কুল (ধান) ৩০০টি, কৃষক মাঠ স্কুল (ফল) ১০০টি, জৈব কৃষি ও জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী ৬২৫টি, আইপিএম ক্লাব সহায়তা ১০০০টি।

**১০। খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

মাঠ পর্য়ায়ে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানির অপচয় কমিয়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমানো, সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী, চালক বা মেরামতকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-জুন/১৮**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪৫৭.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৮৭৮.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৮৭৭.৪৩ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

কৃষক প্রশিক্ষণ ৪৫০ ব্যাচে ১৩,৫০০ জন, গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ ৫ ব্যাচে ১৫০ জন, কারিগরি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ১ ব্যাচে ৩০ জন, এডব্লিউডি প্রদর্শনী ৮১০টি, ড্রিপ সেচ ৬৩০টি, ফিতা পাইপ সেচ ৩৬০ টি, হ্যান্ড সাওয়ার সেচ ৮১০টি, এসআরআই ৫৪০টি, রেইজড বেড রাইস ইরিগেশন ৩৬০টি, কৃষক মাঠ স্কুল ১৮০টি, মাঠ দিবস ৩৬০টি।

**১১। চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম, পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে চাহিদা অনুযায়ী চাষী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন সহায়তা করা, কৃষকদেরকে ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদনে দক্ষ কৃষক হিসাবে গড়ে তোলা, চাষী পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি করা, উন্নত জাতের বীজ কৃষকদের মাঝে দ্রুত সরবরাহ ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-জুন/১৮**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১২৫০.০০ লক্ষ টাকা**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৫৭৫.০০লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৩৫৫৩.৩৭ লক্ষ টাকা**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

কৃষক প্রশিক্ষণ ৬৪,৯৫০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৯০০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩৩০ জন, বিদেশ শিক্ষা ভ্রমণ ২১ জন, জাতীয় কর্মশালা ১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ২৮টি, আউশ বীজ প্রদর্শনী ১১,১০০ টি, আমন বীজ প্রদর্শনী ১৮,৩০০টি, বোরো বীজ প্রদর্শনী ২২,৫০০টি, গম বীজ প্রদর্শনী ১০,৫০০টি, পাটবীজ প্রদর্শনী ২,৫৫০টি, মাঠ দিবস ২,৭০০টি।

**১২। চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ করে চাষীদের মাঝে বিতরণ করা । ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজের ঘাটতি পূরণ করে আমদানি বন্ধ করা। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। দারিদ্র বিমোচন ও মহিলাদের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষনে সম্পৃক্ত করা।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-জুন/১৮**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯৪৫.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৪৬৭.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ১৪৬১.৪৬৮ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

কৃষক প্রশিক্ষণ ১৯,৫৬০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ১,৫৬০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩০০ জন। মুগ প্রদর্শনী ৩,০০০টি, মশুর প্রদর্শনী ৩,০০০টি, খেসারী প্রদর্শনী ২,০০০টি, তিল প্রদর্শনী ৭৫০টি, সরিষা প্রদর্শনী ৭,০০০টি, মাসকলাই প্রদর্শনী ১,৭৫০টি, পেঁয়াজ প্রদর্শনী ৪০০টি, ফেলন প্রদর্শনী ১,০০০টি।

**১৩। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো এদেশের কৃষি প্রযুক্তি খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা, যারা কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা যুব সমাজে সম্প্রসারণ করবেন। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-জুন/১৮**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৩৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ২৪৩২.৬০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৪তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৩ তলা অফিসার্স ডরেমেটরি নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ২ তলা স্টাফ ডরমেটরি নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৪ তলা বয়েজ ও ৩ তলা গার্লস হোস্টেল নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ২তলা কৃষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ চলমান।

**১৪। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি)**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-জুন/১৮**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৫৭৯৯.১৩ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৮৩২৮.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৮২৮২.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :**

১০০ জন নতুন কৃষক সহায়তাকারী তৈরি করার ফলে মোট ২০৮২ জন কৃষক সহায়তাকারী তৈরি হয় যাদের মাধ্যমে মোট ৪১৫০টি কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে মোট ২০৭৫০০০ জন কৃষক-কৃষাণি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ৪ ব্যাচের ক্রাশ কোর্সে মোট ১৮৭ জন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার এবং ৬২২ জন বিভাগীয় প্রশিক্ষক (এএপিপিও/এসএএও) সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার ওপর কৃষক মাঠ স্কুল বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ৪৫৬ টি কৃষক সংগঠনে বাজার সংযোগ বিষয়ক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য মোট ৯৮৪ জন বিভাগীয় প্রশিক্ষক, ১৬৮০ জন বিজনেস ফোকাল পার্সন এবং ১৪৪০ জন কৃষক নেতাকে বাজার সংযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

**১৫। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০% বৃদ্ধি হবে। (২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষক গ্রুপ গঠন ও বিদ্যমান কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মাধ্যমে উচ্চমূল্যে ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমূখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। । (৩) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৪- জুন/১৯।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৬০০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ২৪৯৬.৬৫ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :**

বিভিন্ন ফসলের মোট ৩৪৬৫ টি প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ ৮৬০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৫ ব্যাচ, মাঠ দিবস ১৩৯ টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৩৭ টি, সেমিনার/ওয়ার্কসপ ৫টি, কৃষি মেলা ৩৮টি, পাওয়ার টিলার ৫৪৭টি, পাওয়ার থ্রেসার ১০৫০টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার ২৯৯টি এবং এলএলপি ৫৩৯টি কৃষক গ্রুপে বিতরণ করা হয়েছে।

**১৬। সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিজোযনের মাধ্যমে অনাবাদী কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : মার্চ/১৫- জুন/১৯।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৫১৯.১০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১১৪২.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ১১৩১.৬০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

মাঠ দিবস ১৩৯টি, কৃষি মেলা ৩৮ টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ১৮,৩০০ জন,কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৬০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৪৫০ জন, প্রদর্শনী ৪,৯৪০ টি, সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ ৫টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৩৭টি।

**১৭। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

(১) দেশের ৩টি পাহাড়ি জেলা সহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চার পাশের জমিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা, (২) দেশিয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্লাস্টার/ ক্লাবভিত্তিক উৎপাদন বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, (৩) উদ্যান ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৫- জুন/২০।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৯৫০০.৬২ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৫৫৯৩.০৪ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :**

(১) ভিয়েতনামের খাটো জাতের ( ওপি ) ১.৮০ লক্ষ নারিকেল চারা চাষী পর্যায়ে বিতরণ। (২) দেশে চাষযোগ্য বিভিন্ন বিদেশী ফলের ( রামবুটান, সৌদি খেজুর, কেরালা হাইব্রিড নারিকেল, ভিয়েতনামের ওপি জাতের ) এর জার্মপ্লাজম স্থাপন। (৩) কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩২৩২ ( প্রতি ব্যাচে ৩০ জন), স্প্রেম্যান প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ, নার্সারীম্যান প্রশিক্ষণ ৭৭ ব্যাচ, সিএইসপি প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ, মালি প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, মটিভ্যাশনাল ট্যুর ২৮ টি সম্পন্ন করা হয়েছে। (৪) আগাম /নাবী জাতের বিভিন্ন চাষ সম্প্রসাণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক মিশ্র ফল বাগান স্থাপন ২৮২৮ টি।

**১৮। মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অংগ)**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

স্থানীয় এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রচলনের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, এলাকা উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, কৃষকের উৎপাদিত ফসলের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১১- জুন/১৭।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪০৭.৫৪ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৮০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৩৭৬.৯১ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ২৪০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৫৪০ জন, কৃষক প্রশিক্ষণ ২৭০০ জন, কৃষক র‍্যালী ৫৭টি, মাঠ দিবস ৭৬০ টি, জাতীয় কর্মশালা ১টি, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ব্লক প্রদর্শনী ২৮৫ টি, একক ফসল ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী ১২৮৩টি, প্রযুক্তি গ্রাম প্রদর্শনী ৭৯৪টি।

**১৯। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলাজি প্রোগ্রাম -২য় পর্যায় (এনএটিপি-২)**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

প্রধান প্রধান ফসল (ধান, গম, টমেটো, কলা ইত্যাদি) উৎপাদনশীলতা ফসলভেদে ১০-১৫ ভাগ বৃদ্ধি, সর্বমোট ২৭,১৫০ টি সিআইজি দল গঠন, ৬০% সিআইজি সদস্যদের কমপক্ষে ১টি করে নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রকল্প সেবাপ্রাপ্ত ৯৩% কৃষক সেবা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ , মানসম্পন্ন ফসলের চারা /কলম উৎপাদন।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর/১৫-সেপ্টেম্বর/২১।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫২,৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ২০৯৩.২৩ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :**

মাঠ দিবস ৫৪০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৮৮২০০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩৫০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৪৫৬০ জন, প্রদর্শনী ৭০০৭ টি, জাতীয় কর্মশালা ২টি।

২**০। ইউনিয়ন পর্যায় কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

সাফল্যজনকভাবে ফসল উৎপাদন ও কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক সম্প্রসারণ সেবা পোঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এসএএও দের জন্য ২৪টি অফিস-কাম-রেসিডেন্স, ইনপুট স্টোরেজ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ, অফিস চত্বরে মাতৃবাগান স্থাপন, দুর্যোগপ্রবন এলাকায় দুর্যোগকালীন জরুরী আশ্র্রয় সুবিধা প্রদান।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৬-জুন/১৮।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৩৮৬.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৮৬.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ১৮৫.৮৮৭৪ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

ভবন, সোলার সিস্টেম, সাইট ডেভেলপমেন্ট ও অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান।

**২১। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট (বিসিসিটি), পরিবেশ ও বন মস্ত্রণালয় এর অর্থায়নে বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/০৯-জুন/১৭**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩০৯.৪৯ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২০৫.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ১৯৫.০৪ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :

কৃষক প্রশিক্ষণ-৩০০ ব্যাচ (৯০০০ জন), কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৩৬ ব্যাচ (৭২০ জন), ব্লক প্রদর্শনী-৪৫টি, কৃষি মেলা-১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-৮টি।

**২২। ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচার প্রোডক্টিভিটি প্রকল্প (ডিএই অংগ)**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

অনগ্রসর ও প্রতিকূল এলাকার কৃষি উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন। জলবায়ুগত প্রতিকূলতা কাটিয়ে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১১-ডিসেম্বর/১৬।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২২১৯.৮৯ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৫৫.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়**  : ২৫৪.০০ লক্ষ টাকা।

**২৩। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

উচ্চফলনশীল জাতের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্য ‍উৎপাদন বৃদ্ধি ও চর এলাকায় চাষাবাদ পদ্ধতি ও কলাকৌশল উন্নত করা, চর এলাকায় শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে শস্য বিন্যাসের ‍উন্নতকরণ ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা, চর এলাকায় লাগসই প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারী/১১-ডিসেম্বর/১৬।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৩৫.৭৪ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৪১.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়**  : ২৭.০১৩ লক্ষ টাকা।

**২৪। বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প ।**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

(১)জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি জলাবদ্ধ এলাকায় সম্প্রসারণ করা (২) দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন খাতে জলাবদ্ধ এলাকাগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়া এবং অমৌসুমে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্যের যোগান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরা। (৩) আবাদযোগ্য জমির স্বল্পতার কারণে পানিতে ভাসমান অব্যবহৃত কচুরিপানাকে ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা।

**প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-ডিসেম্বর/১৭।**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১২০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৮৫.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** :কৃষক প্রশিক্ষণ-৪৬২ ব্যাচ, ভাসমান বেড স্থাপন-১২,৯০০টি।

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি:**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। এগুলো হলোঃ

**১। পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর শীর্ষক কর্মসূচি।**

**কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৪-জুন/১৭**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয়** : ১৬২.০০ লক্ষ টাকা

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ : ৭৭.০০ লক্ষ টাকা

২০১৬-১৭ অর্থবছরের **ব্যয়** : ৭৭.০০ লক্ষ টাকা।

**২।** **উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পরিবেশবান্ধব নিরাপদ ফসল উৎপাদন কর্মসূচি।**

**কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৫-জুন/১৭**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৩৬.১২ লক্ষ টাকা**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ : ২১২.১২ লক্ষ টাকা**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় : ২১১.৯৫ লক্ষ টাকা।**

**৩।** **খামারাড়ি কমপ্লেক্স সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি ।**

**কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৪-জুন/১৭**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৮১.১৩ লক্ষ টাকা**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ : ১৩৩.৪১ লক্ষ টাকা**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় : ১৩৩.৩০৯৪ লক্ষ টাকা।**

**৪।** **ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি।**

**কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৫-জুন/১৮**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ : ৮৭.৬১ লক্ষ টাকা**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় : ৮৩.৭৪০ লক্ষ টাকা।**

**৫। উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি।**

**কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৬-ডিসেম্বর/১৮**

**মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯২৫.৭৪ লক্ষ টাকা**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ : ৩৬১.৮৮ লক্ষ টাকা**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় : ২৭১.৪০ লক্ষ টাকা।**

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য :**

কৃষি সম্প্রসারণ সেবা কৃষকের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানোর নিমিত্ত মোবাইল ফোন এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করার জন্য ৪টি মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে। এগুলো হলো ১। কৃষকের জানালা ২। কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ৩। ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন ৪। ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ। জুন/২০১৭ পর্যন্ত ৬৩৫৭৯ বার কৃষকের জানালা ও ৬৪১৬৫ বার কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা পঠিত হয়েছে এবং প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন ভিজিট করেছেন। এছাড়াও বিটিআরসি ও ইএটিএল এর উদ্যোগে আরো ৫টি মোবাইল অ্যাপস কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। এ অ্যাপসগুলো মাঠ পর্য়ায়ে সম্প্রসারণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অ্যাপসগুলো হলো- ১। শস্য উৎপাদন ২। কৃষি লবণাক্ততা ৩। অর্গানিক ফার্মিং ৪। আবহাওয়া তথ্য এবং ৫। DAE Office Directory.

**উপসংহার :**

কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। 2014 সালে পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় সমগ্র দেশজুড়ে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্যাদি কৃষকের নিকট সরাসরি পৌঁছানো ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কৃষি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । জনগণের দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকে টেকসই রূপ দিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

www.badc.gov.bd

**ভূমিকা:**

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে দেশের কৃষি উন্নয়নে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সালের ১৬ জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠন করে। এ কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর ৩৭ নং অধ্যাদেশ বলে ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নামে পরিচিত ।

**ভিশন (Vision) :**

মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ যোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা।

**মিশন (Mission) :**

* উচ্চ ফলনশীল মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
* সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা, সেচকৃত এলাকা ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি;
* কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ।

**প্রধান কার্যাবলি:**

* মানসম্পন্ন ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
* নন-নাইট্রোজেনাস সার আমদানি, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
* সেচ দক্ষতা, সেচ এলাকা ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুলভ মূল্যে সেচ সুবিধা প্রদান;
* কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি;
* প্রতিকূলতাসহিষ্ণু তথা লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতাসহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
* উদ্যান ফসল, চারা-কলম, শাক-সবজি, ফল উৎপাদন ও সরবরাহ;
* গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ।

**জনবল:**

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
|  |  |  |  |  |  |
| ১ | গ্রেড ১ | ০ | ০ | ০ |  |
| ২ | গ্রেড ২ | ২১ | ৫ | ১৬ |  |
| ৩ | গ্রেড ৩ | ৭ | ৪ | ৩ |  |
| ৪ | গ্রেড ৪ | ১০৭ | ৮৩ | ২৪ |  |
| ৫ | গ্রেড ৫ | ২৫০ | ২০৫ | ৪৫ |  |
| ৬ | গ্রেড ৬ | ৬১ | ৬০ | ১ |  |
| ৭ | গ্রেড ৭ | ০ | ০ | ০ |  |
| ৮ | গ্রেড ৮ | ০ | ০ | ০ |  |
| ৯ | গ্রেড ৯ | ৩৯০ | ২৪৩ | ১৪৭ |  |
| ১০ | গ্রেড ১০ | ৮৮০ | ৫৮৬ | ২৯৪ |  |
| ১১ | গ্রেড ১১ | ৯৭৮ | ৪৯১ | ৪৮৭ |  |
| ১২ | গ্রেড ১২ | ৭৭৫ | ৪৪৭ | ৩২৮ |  |
| ১৩ | গ্রেড ১৩ | ৫৩৫ | ১৯৮ | ৩৩৭ |  |
| ১৪ | গ্রেড ১৪ | ৯২২ | ৪৯৫ | ৪২৭ |  |
| ১৫ | গ্রেড ১৫ | ১৩৪ | ৭৭ | ৫৭ |  |
| ১৬ | গ্রেড ১৬ | ৮ | ০ | ৮ |  |
| ১৭ | গ্রেড ১৭ | ১৮ | ৪ | ১৪ |  |
| ১৮ | গ্রেড ১৮ | ০ | ০ | ০ |  |
| ১৯ | গ্রেড ১৯ | ১৭১৪ | ৭৬৮ | ৯৪৬ |  |
| ২০ | গ্রেড ২০ | ০ | ০ | ০ |  |
|  | মোট | ৬৮০০ | ৩৬৬৬ | ৩১৩৪ |  |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন-হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৪১১ জন | ৫৪ জন | - | - | ৪৬৫ জন |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | ৫৪ জন | - | - | - | ৫৪ জন |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ২১৪ জন | - | - | - | ২১৪ জন |  |
|  | মোট | ৬৭৯ জন | ৫৪ জন | - | - | ৭৩৩ জন |  |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
| পিএইচডি | এম.এস | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৪ | ২ | ১ | ৭ |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
|  | মোট | ৪ | ২ | ১ | ৭ |  |

**বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কসপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৩ | - | ৫১ | ৫৪ |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
|  | মোট | ৩ | - | ৫১ | ৫৪ |  |

**বীজ উৎপাদন :**

| ক্রমিক নং | ফসলের নাম | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের  লক্ষ্যমাত্রা (মেট্রিক টন) | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের  উৎপাদন (মেট্রিক টন) |
| --- | --- | --- | --- |
| ১. | আউশ | ১,৩৫৯ | ১,৩২০ |
| ২. | আমন | ১৮,৫৭২ | ১৭,৭৯০ |
| ৩. | বোরো | ৭০,৭১২ | ৬২,০৯১ |
| ৪. | বোরো হাইব্রিড | ৫৮০ | ৫৯৭ |
|  | **মোট ধান বীজ:** | **৯১,২২৩** | **৮১,৭৯৮** |
| ৫. | গম | ১৮,১৯৯ | ১৮,১১০ |
| ৬. | ভুট্টা | ১৬ | ১৬ |
|  | **মোট দানা শস্য বীজ:** | **১,০৯,৪৩৮** | **৯৯,৯২৪** |
| ৭. | আলু বীজ | ৩২,৯০১ | ৩২,৬২৭ |
| ৮. | ডাল বীজ | ২,১৫০ | ২,১৮০ |
| ৯. | তৈল বীজ | ১,৫১০ | ১,২৬৪ |
| ১০. | পাট বীজ | ৯৫০ | ৭৭৫ |
| ১১. | সবজি বীজ | ৮৫ | ৮৫ |
| ১২. | মসলা বীজ | ১১৮ | ১০৬ |
|  | **সর্বমোট** | **১,৪৭,১৫২** | **১,৩৬,৯৬১** |

বীজ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

**বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ:**

বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি’র বীজ উইং কর্তৃক ৮টি উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৭টি বীজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিএডিসি'র প্রকল্প, বীজ কার্যক্রম ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের সর্বমোট ১.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ১.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

**বোরো ধান বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ:**

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য দানা জাতীয় ফসলের মধ্যে বোরো ধান বীজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিএডিসি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ৬২,১৬৪ মেট্রিক টন বোরো ধান বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

**SL-8H জাতের সুপার হইব্রিড বোরো বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ:**

বিএডিসি কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে SL-8Hজাতের সুপার হাইব্রিড ৫২৪ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ৬২৬ মেট্রিক টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি’র SL-8H জাতের সুপার হাইব্রিড বীজ সরবরাহের ফলে সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। SL-8H জাতের সুপার হাইব্রিড ধানের হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ মেট্রিক টন ।

**গম বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ:**

গমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ১৮,১১০ মেট্রিক টন গম বীজ প্রায় উৎপাদন করা হয়েছে। এ সময়ে ২০,৬৬৭ মেট্রিক টন গম বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

**ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহ:**

দেশের জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণকল্পে বিএডিসি কর্তৃক বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডাল জাতীয় ২১৮০ মেট্রিক টন ও তৈল জাতীয় ১২৬৪ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। এ সময়ে ডাল জাতীয় ১৪৮৮ মেট্রিক টন ও তৈল জাতীয় ১৪৬২ মেট্রিক টন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

**আলু বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ:**

বিএডিসি কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩২,৬২৭ মেট্রিক টন আলু বীজ উৎপাদন ও ২৫,৪৪১ মেট্রিক টন আলু বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

**বীজ আলু হিমাগারের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:**

বিএডিসি’র ৩০টি আলু বীজ হিমাগার রয়েছে, যার ধারণক্ষমতা ৪৫,৫০০ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক gyÝxMÄ (UsMxevox), wmivRMÄ (Djøvcvov) I cÂMo জেলায় ২০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি হিমাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বীজ আলু হিমাগারের সংরক্ষণ ক্ষমতা ৪৫,৫০০ মে.টনে উন্নীত হয়েছে।

**উদ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রম:**

বিএডিসি কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এগ্রো সার্ভিস সেন্টার শীর্ষক একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০৫.৯৯ লক্ষ চারা, ২.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন শাক-সবজি ও ফল উৎপাদন করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন উদ্যান ফসলের চারা বিতণের ফলে দেশব্যাপী উদ্যান ফসল উৎপাদন বৃ্দ্ধি পাচ্ছে। এতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

**কৃষক প্রশিক্ষণ:**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি বীজ উইং কর্তৃক ৮টি প্রকল্প ও ৭টি বীজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প ও বীজ কার্যক্রমের মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার ও উদ্যান ফসল চাষাবাদ কলাকৌশল বিষয়ে সর্বমোট ১২,৩৭৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে তারা অধিক ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছেন।

**ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম:**

সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, শস্য বহুমূখীকরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি’র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২ টি প্রকল্প ও ১১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি’র মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

**খাল পুন:খনন /সংস্কার:**

বিএডিসি’র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর আওতায় প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ২৭৬.৩৩ কিলোমিটার খাল/নালা পুন:খনন/সংস্কার করা হয়েছে। উক্ত খাল/নালা পুন:খনন/সংস্কারের ফলে ৫২০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। খাল নালা পুন:খননের ফলে জলাবদ্ধতা নিরসন ও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

**রাবার ড্যাম নির্মাণ:**

পাহাড়ি এলাকায় ঝরণা/পাহাড়ি ছড়া এবং খরস্রোতা নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ করে সারা বছর পানি সংরক্ষণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে সেচ প্রদান করা হয়। বিএডিসি'র মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া উপজেলায় ১টি এবং সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় ১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে লোহাগড়া উপজেলার ৯০০ হেক্টর এবং দোয়ারাবাজার উপজেলায় ৬০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে।

**হাইড্রোলিক এলিভ্যাটেড ড্যাম নির্মাণ:**

দেশে প্রথম বারের মত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি’র মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর হাইড্রোলিক এলিভেটেড ড্যাম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এলিভেটেড ড্যামটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে ৮৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

**ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ:**

সেচের পানির অপচয় রোধকল্পে প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি সর্বমোট ৬৩৭ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ সেচনালা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। এতে প্রায় ৯৫৫৫ হেক্টর কৃষি জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে সেচের পানির অপচয় রোধ করে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

**সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়ণ:**

বিএডিসি’র আওতায় প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৭৭১ টি সেচযন্ত্র মাঠে ক্ষেত্রায়ন করা হয়েছে। এতে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে অধিক পরিমাণ কৃষি জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হয়েছে।

**সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন:**

বিএডিসি’র আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪২৫ টি সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হওয়ায় সেচ খরচ হ্রাস পেয়েছে।

**স্মার্টকার্ড বেইজড প্রি-পেইড মিটার স্থাপন:**

বিএডিসি’র আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ‘পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পে’র মাধ্যমে ২০৩টি সেচ যন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার সংযোগ করা হয়েছে। এতে সেচ চার্জ আদায় প্রক্রিয়া সহজতর এবং সেচের পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

**কৃষক প্রশিক্ষণ:**

প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি’র মাধ্যমে পরিচালিত সেচযন্ত্রসমূহ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, ফসলের নিবিড়তা ও সেচ দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ১০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

**ডাগওয়েল নির্মাণ:**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি’র মাধ্যমে কাবিটা’র অর্থায়নে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলার রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়নে ১টি ডাগওয়েল নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৩০টি পরিবার ৪ হেক্টর জমিতে সরিষা, সিম, বেগুন, মুগ. ছোলা, গম, ভুট্টা, পিঁয়াজ, রসুন ও বিভিন্ন জাতের শাকসবজি উৎপাদন করার সুযোগ পাচ্ছে।

**সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন:**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ‘সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় ১০টি ও ‘বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় ৪টি এবং ‘ছিটমহল উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি (বিএডিসি)’র মাধ্যমে ৫টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এতে ১৮০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

**বেড়ী বাঁধ নির্মাণ:**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ‘নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা, মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি’র আওতায় ০.৩৮৫ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। এতে পাহাড়ি ঢলের কারণে ফসলহানী থেকে ২০০ হেক্টর জমি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

**সেচ অবকাঠামো নির্মাণ:**

**বিভিন্ন** প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিএডিসি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৮৮ টি সেচ অবকাঠামো (ক্যাটল ক্রসিং, কালভার্ট, কনডুইট, ওয়াটার পাসিং স্ট্রাকচার ইত্যাদি) নির্মাণ করেছে।

**তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং ওয়াটার ব্যবহার:**

লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১১০০ কিউসেক ও ৮০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভু-পরিস্থ) দ্বারা ‘আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্পে’র ৫ম পর্যায় পর্যন্ত আবাদকৃত ২২,৭১৫ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,১২,৩৩৭ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

**ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (ঝিরিবাঁধ) নির্মাণ:**

‘রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি’র আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২টি ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (ঝিরিবাঁধ) নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৪০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং ১২০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে।

**ভাসমান পাম্পের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ:**

প্রবাহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুষ্ক মৌসুমে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে সেচের পানি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২২,৪১৮ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এতে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি ব্যবহার করে কৃষকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

**ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর মনিটরিং এবং সেচযন্ত্র জরিপকরণ:**

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক সারা দেশের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি ডাটাবেজ তৈরি করেছে। উক্ত প্রকাশনার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সেচ কাজসহ অন্যান্য গবেষণাধর্মী কাজে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে।

**সার ব্যবস্থাপনা:**

আন্ত:রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া ও মরক্কো হতে টিএসপি, মরক্কো ও সৌদি আরব হতে ডিএপি এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি’র মাধ্যমে টিএসপি ৩.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন, এমওপি ৫.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন, ডিএপি ১.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বমোট ১০.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন সার আমদানি করা হয়েছে। এ সময়ে টিএসপি ৩.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন, এমওপি ৪.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন ও ডিএপি ১.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বমোট ৯.৯৪ মেট্রিক টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসি’র ২১টি অঞ্চলের ৪৭টি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

**সার সংক্রান্ত কার্যক্রম :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক  নং | আমদানি ও বিতরণ | ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানি ও বিতরণ | |
| আমদানি (লক্ষ মেট্রিক টন) | বিতরণ (লক্ষ মেট্রিক টন) |
| ১. | টিএসপি | ৩.৯৩ | ৩.৬১ |
| ২. | এমওপি | ৫.০৬ | ৪.৬২ |
| ৩. | ডিএপি | ১.৮৪ | ১.৭১ |
|  | **মোট** | **১০.৮৩** | **৯.৯৪** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **অন্যান্য কার্যক্রম** |  |
| ৪. | প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ | ০৬ টি |
| ৫. | গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি | ১৮,৫০০ মেট্রিক টন |
| ৬. | সার গুদাম সংস্কার | ৫৫ টি |
| ৭. | অফিস ভবন সংস্কার | ২৫ টি |
| ৮. | সার গুদামে সিসি ক্যামেরা স্থাপন | ৪৮টি গুদামে ৪২৮টি |

**নন-ইউরিয়া সারের ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে ভর্তুকি মূল্য:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| সারের নাম | ডিলার পর্যায়ে (টাকা/কেজি) | কৃষক পর্যায়ে (টাকা/কেজি) |
| টিএসপি | ২০.০০ | ২২.০০ |
| এমওপি | ১৩.০০ | ১৫.০০ |
| ডিএপি | ২৩.০০ | ২৫.০০ |

**উন্নয়ন প্রকল্প:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দ (কোটি টাকা) | অবমুক্ত (কোটি টাকা) | ব্যয় (কোটি টাকা) | অগ্রগতি (%) |
| ২১ | ৬২০.৪৩ | ৬২০.০৯ | ৬১৭.৮৫ | ৯৯.৫৮ |

**১. জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

* টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে আলুর অনুচারা উৎপাদন করা ও আলু বীজের আমদানি নির্ভরশীলতা কমানো;
* প্রস্তাবিত নতুন কেন্দ্রীয় টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীতে উদ্যান তত্ত্বীয় অনুচারা উৎপাদন করা;
* বিদ্যমান দুটি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় বহন করা;
* বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ও সংগ্রহত্তোর মূল্যায়নের জন্য অবকাঠামো তৈরী করা;
* বীজ বা প্ল্যান্টিং ম্যাটেরিয়াল কৃষক পর্যায়ে বিতরণের পূর্বে মান নিরূপনের জন্য সংগ্রহত্তোর পরিদর্শন করা;
* নতুন ছাড়কৃত জাতের ফসল জনপ্রিয় করার জন্য প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও মাঠ দিবসের আয়োজন করা এবং
* আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কৃষকদের জ্ঞান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ৩১টি জেলা, ৫১টি উপজেলা । |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ২২৫৫.৭২ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ১১১৬.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ১১১৬.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ১১১৫.৯০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বীজের নাম | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত |
| বীজ আলু উৎপাদনের জন্য পটেটো প্লান্টলেট | ৩.০০ লক্ষ | ৩.৫০ লক্ষ | ১১৬ |

**২. ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

* প্রকল্প মেয়াদে মানসম্পন্ন ৯১০৫ মেট্রিক টন ডাল ও ৭৩৯৫ মেট্রিক টন তৈল বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে সর্বমোট ১৬৫০০ মেট্রিক টন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
* দেশের ক্রমবর্ধমান ডাল ও তৈল বীজের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা;
* বিদ্যমান ডাল ও তৈল বীজের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে আধুনিকীকরণ;
* বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, প্রর্দশনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে ১২৪ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ২৫০০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং
* নতুন নতুন কলাকৌশল গ্রহণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রায়োগিক গবেষণা চালু করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | **৪৭টি জেলা,** ১৪২টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ১৪৮৪৬.৫০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ২৯৯১.৩০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| বীজ উৎপাদন | মেট্রিক টন | ৩১৫০ | ৩১৫০ | ৩৪৪৪ | ১০০ |
| ফার্ম উন্নয়ন | সংখ্যা | ১ | ১ | ১ | ১০০ |
| কাভার্ড ভ্যান সরবরাহ | সংখ্যা | ২ | ২ | ২ | ১০০ |
| বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ | সংখ্যা | ২ | ২ | ২ | ১০০ |

**৩. নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

* জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার চর এলাকার চাষিদের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন ডাল ও তৈল বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
* চর এলাকায় একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে সেখানকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টিমান উন্নয়ন করা;
* ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি করা;
* পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে খামার ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জীববৈচিত্র্যের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা;
* খামার ও প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে বীজ প্রযুক্তি, বাগান তৈরী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, সংরক্ষণ ও কৃষি বাণিজ্যের উপর কৃষক ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | **২টি জেলা,** ১৩টি উপজেলা |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ৩২০৪.৫৬ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৬০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৬০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৫৯৮.৭৩ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বীজের নাম | ২০১৬-১৭ (মেট্রিক টন) | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত উৎপাদন |
| ডাল বীজ | ১৮ | ১৮ | ১০০ |
| তৈল বীজ | ২৩.৪০ | ২৩.৪০ | ১০০ |
| ধান বীজ | ৬০.৮১ | ৬০.৮১ | ১০০ |
| মোট | ১০২.২১ | ১০২.২১ | ১০০ |

**৪. মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

* বিভিন্ন ফসলের (ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তৈল, সবজি, ফল, মসলা, কন্দাল ফসল ইত্যাদি) বীজের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, বীজ পরিবর্ধন ও বিতরণ;
* অবকাঠামোগত সুবিধা শক্তিশালীকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
* গুনগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা, সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
* মৌল বীজ থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদন ও পরিবর্ধন;
* ভিত্তি বীজ থেকে ৩৪,৪৫০ মেট্রিক টন মানসম্পন্ন প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন;
* মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বীজ পরীক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকীকরণ; এবং
* ৪,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সাধারন গুদাম, ৮,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আলুবীজ হিমাগার এবং ৪,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিহিউমিডিফাইড গুদাম নির্মাণ।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ২৩টি জেলা, ৩৪টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জানুয়ারি ২০১১ ডিসেম্বর ২০১৬ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ২৩২৮০.৪৯ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৫৬৩০.০০ পিএ: ১৭৬৫০.০০) |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ২৬৪৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি:২৬০.০০, পিএ: ২৩৮৪.০০) |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ২৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৬০.০০, পিএ: ২৩১৫.০০) |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ২৫৫৯.৮৫ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৪৫.৮০,পিএ: ২৩১৪.০৫) |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

**৫. দক্ষিন উপকূলীয় অঞ্চলে (বরিশাল ও পটুয়াখালী) বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* দক্ষিন উপকূলীয় অঞ্চলে বীজবর্ধন খামার স্থাপন;
* ধান, গম, ভুট্টা, আলু,পাট, ডাল ও তৈল ফসলের মৌল বীজ থেকে ৫১০০ মেট্রিক টন মানসম্পন্ন ভিত্তিবীজ উৎপাদন;
* বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত ফসলসমূহের মৌল বীজ সংগ্রহ করে বীজ উৎপাদন;
* জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত বিশেষ করে লবণাক্ততা, খরা, জলমগ্নতাসহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি;
* খামারের উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও গুণগতমান পরীক্ষা;
* মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০২টি জেলা, ০২টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৭ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ২১২৪০.৬৫ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৫২৭৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৫২৭৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৫২৫৭.২৫ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন:

আব

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বীজের নাম | ২০১৬-১৭ (মেট্রিক টন) | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত উৎপাদন |
| আমন | ৩৫০.০০ | ৩২০.০০ | ৯১.৪৩ |
| বোরো | ২৭০.০০ | ২৫৫.০০ | ৯৪.৪৪ |
| গম | ৩.০০ | ১.৫০ | ৫০.০০ |
| আলু | ৬০.০০ | ৪০.০০ | ৬৬.৬৭ |
| ডাল ও তৈল বীজ | ১৫.০০ | ১০.০০ | ৬৬.৬৭ |
| মোট | ৬৯৮.০০ | ৬২৬.৫০ | ৮৯.৭৬ |

**৬. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* প্রকল্প এলাকায় ও এগ্রোসার্ভিস সেন্টারে অতিরিক্ত ২০০ টন ফল এবং ৪০০ টন সবজী উৎপাদনের লক্ষ্যে ৪০০০ হেক্টর এলাকা বৃদ্ধিকরণ। পাশপাশি প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে ১০ লক্ষ উন্নতমানের ফল সবজী চারা, গুটি, কলম ও সবজি বীজ সরবরাহ করা;
* আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৩০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য, সবজী ও ফল উৎপাদন;
* প্রকল্প এলাকার ১৫,০০০ কৃষক পরিবার, ৫,০০০ যুবক ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র দূরীকরণ;
* কৃষকদের মধ্যে ফল, ফুল, সবজী, অর্কিড, ঔষধী গাছের উন্নত ও উচ্চফলনশীল গ্রাফট, গুটি চারা উৎপাদন এবং বিতরণ;
* টাটকা শাক সবজি, ফল এবং মসলার উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় পুষ্টি ঘাটতি হ্রাস করণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
* প্রকল্প এলাকার কৃষকগণকে বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে অবমুক্তকৃত নতুন উদ্যান জাতীয় ও অন্যান্য ফসলের বিভিন্ন জাতের বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০৩টি জেলা, ০৩টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | মার্চ ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ৫৮৭.৫১০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ২৪৯.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ২৪৯.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ২৪৮.৯৪ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| ফিউমিগেশন শীট | সংখ্যা | ১০ | ৫ | ৫ | ১০০ |
| অগভীর নলকুপ | সংখ্যা | ২ | ১ | ১ | ১০০ |
| ত্রিপল | সংখ্যা | ১০ | ৫ | ৫ | ১০০ |
| মিনি ট্রাক | সংখ্যা | ১ | ১ | ১ | ১০০ |

**৭. বিএডিসি’র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাদি প্রতিস্থাপন, নবায়ন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ উচ্চফলনশীল ফল ও সবজি চারাসহ ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও তৈল, পাট, আলু এর ২,৪৯,৮০০ মেট্রিক টন মানসম্পন্ন বীজের যোগান;
* ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রসমূহের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি;
* বিদ্যমান ১০০টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হালনাগাদের মাধ্যমে বীজের বাজারজাতকরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা; এবং
* বেসরকারি পর্যায়ের বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ৪৩টি জেলা, ৪৩টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ২৩১৮৮.৫৫ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| ট্রাক | সংখ্যা | ৩০ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| রোটাভেটর | সংখ্যা | ২০ | ৫ | ৫ | ১০০ |
| ট্রাক্টর | সংখ্যা | ৩০ | ৮ | ৮ | ১০০ |
| কাল্টিভেটর | সংখ্যা | ১৫ | ৩ | ৩ | ১০০ |
| বীজ সংরক্ষণাগার (২০০০ মেট্রিক টন) | সংখ্যা | ৫ | ৫ | ৫ | ১০০ |
| বীজ সংরক্ষণাগার (১০০০ মেট্রিক টন) | সংখ্যা | ৫ | ৪ | ৪ | ১০০ |
| ট্রানজিট বীজ সংরক্ষণাগার | সংখ্যা | ২০ | ১২ | ১২ | ১০০ |

**৮. ধান, গম, ভুট্টার উন্নত বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* প্রকল্প মেয়াদে ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন গুণগত মানসম্পন্ন দানাশস্য বীজ (ধান, গম, ভুট্টা) উৎপাদন ও সংগ্রহ;
* সংগৃহীত বীজের মান পরীক্ষা করা এবং সঠিক প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও কৃষকদের নিকট যথাযথ বিতরণ নিশ্চিত করা;
* বীজের উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ সম্পর্কিত সরকারের কর্মসূচিগুলোকে সহায়তা করা;
* মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী, কৃষক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ৩৭টি জেলা, ১৭১টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ২৮১৪৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৬৯৯৫.১০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ | মেট্রিক টন | ১,৫০,০০০ | ২৯,৬৯০ | ৩০,৮২২ | ১০৪ |
| ট্রানজীট বীজ গুদাম | সংখ্যা | ৮ | ৩ | ৩ | ১০০ |
| ভূমি উন্নয়ন | ঘন মিটার | ৩৫০০ | ৩৫০০ | ৩৪৫৮.৮৩ | ৯৯ |
| সানিং ফ্লর নির্মাণ | বর্গ মিটার | ১৫০০ | ২০০ | ২০০ | ১০০ |
| ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় | সংখ্যা | ৬ | ২ | ২ | ১০০ |

৯. **খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* ছোট ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে বোরো ও রবি ফসলের সেচ ও সম্পূরক সেচ প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন;
* অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধিকরণ।
* পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার নিমিত্ত উপকারভোগী কৃষক গ্রুপের মধ্য হতে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন;
* দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ২টি জেলা, ৩টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ৬৪৩৪.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৪১২.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৪১২.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৪১২.৫৪ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| ড্যাম স্ট্রাকচার | বর্গ মিটার | ৩২১৭০ | ৪১৬৯.৫৯ | ৪১৬৯.৫৯ | ১০০ |
| বেড়ী বাঁধ নির্মাণ | কিলো মিটার | ৬ | ৩৩.৮০ | ৩৩.৮০ | ১০০ |
| ইরিগেশন ইনলেট | মিটার | ৬০ | ৩.৬০ | ৩.৬০ | ১০০ |

**১০. মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* স্থানীয় এবং আধুনিক উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি প্রচলনের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকায় অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন;
* খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্ভাবনাময় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
* কার্যকরী পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে পতিত জমিকে শস্য উৎপাদনের আওতায় আনয়ণ এবং বসত বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজী ও উদ্যান ফসলের চাষ করে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ;
* এলাকা উপযোগী উচ্চফলনশীল কীটপতঙ্গ ও রোগ প্রতিরোধক সবজী জাত, আলু ও ফল, ডাল, তৈল বীজ এবং ভুট্টার উন্নত জাত উৎপাদন;
* বাজারজাতকরণ সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি;
* প্রকল্প এলাকার কৃষকদের আয় বর্ধন।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ৪টি জেলা, ১৯টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৭ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ১২৪৭৭.৪৪ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ২৬০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ২৬০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ২৫৮৯.২৬ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| খাল পুনঃখনন | কিলো মিটার | ২৬৭ | ২৯.৮ | ২৯.৮ | ১০০ |
| ফোর্সমোড নলকুপের কমিশনিং | সেট | ১৩০ | ৪৪ | ৪৪ | ১০০ |
| গভীর নলকুপ স্থাপন | সংখ্যা | ১৩০ | ১৯ | ১৯ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১৭৫ | ৫৪ | ৫৪ | ১০০ |

**১১. ইন্ট্রিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
* দক্ষিণাঞ্চলের জোয়ারের পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য খাল পুন:খনন
* গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের জন্য স্টোরেজ ট্যাঙ্কের মাধ্যমে বৃ্ষ্টির পানি সংরক্ষণ, সেচ এলাকা বৃদ্ধিকরণ, সেচ খরচ কমানো;
* মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের উদ্দেশ্যে সীড এডাপশন, মাল্টিপ্লিকেশন ও ভিত্তিবীজ উৎপাদন, সীড প্রসেসিং ও প্রিজারভেশন সেন্টার নির্মাণ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০৮টি জেলা, ৫৪টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ১০৮৭৪.০২ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ১৮৮.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ২২৩.২৫ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ১৫০.৫৭ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

**১২. পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* আধুনিক ও স্থানীয় উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রকল্প এলাকায় খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
* ৩৬৮.৩৩ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনঃখনন, ৪৫০টি এলএলপি'র সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ৩০০ কিলোমিটার বারিড-পাইপ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে ২২০০০ হেক্টর চাষাবাদযোগ্য জমি সেচের আওতায় এনে প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত ৫৫,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।
* ৫,০০০ মেট্রিক টন উপযুক্ত জাতের মানসম্মত প্রত্যায়িত/টিএলএস বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
* ২০০ মেট্রিক টন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কেন্দ্র নির্মাণ;
* প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং
* প্রশিক্ষণ, ভ্রমণ ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে ডিএই, বিএডিসি ও এনজিও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০৩টি জেলা, ২১টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ১৩৯৬৭.৮৭ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৪৪৬০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৪৪৬০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৪৪৫৩.২৭ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| খাল পুনঃখনন | কিলোমিটার | ৩৬৮ | ২৫ | ২৫ | ১০০ |
| বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ | কিলোমিটার | ৩০০ | ১০৪ | ১০৪ | ১০০ |
| সেচ অবকাঠামো | সংখ্যা | ১১৫ | ৮ | ৮ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১৮০ | ১১৩ | ১১৩ | ১০০ |

**১৩. পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* প্রকল্প এলাকায় নতুন সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে ভূপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার এর মাধ্যমে বছরে ২১,০৭৬ হেক্টর আবাদযোগ্য জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত প্রায় ৫২,৬৯১ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন।
* প্রকল্প এলাকার ১৮০০ জন সেচ যন্ত্রের মালিক/ম্যানেজার/ চালক/ফিল্ডম্যান /কৃষক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং AWD পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচন; এবং
* পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং টেকসইকরণ।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০৩টি জেলা, ২৫টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৭ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ১৬৬৩১.৫২ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৩১০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৩১০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৩০৯০.১১ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| খাল পুনঃখনন | কিলোমিটার | ১৪০ | ২০.৭৫ | ২০.৭৫ | ১০০ |
| গভীর নলকূপ স্থাপন | সংখ্যা | ৩০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার | সংখ্যা | ৪১০ | ৬০ | ৬০ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মান | সংখ্যা | ৪০০ | ১১৯ | ১১৯ | ১০০ |
| স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার | সংখ্যা | ৯২০ | ২০৩ | ২০৩ | ১০০ |

**১৪. পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* আধুনিক ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি এবং ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ১০,২০২ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে প্রতি বছর ২৫,৫০৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন;
* বিভিন্ন প্রকার সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে (৭০টি ৫-কিউসেক, ৮০টি ২ কিউসেক বিশিষ্ট এবং ৫০টি কিউসেক লো-লিফট পাম্প ব্যবহার করে) সেচ দক্ষতা বাড়ানো ও ফলন পার্থক্য কমানো;
* পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প এর বিভিন্ন সেচ স্কীমের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সাধন ;
* সেচযন্ত্রের ১,৫০০ জন মালিক/ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যান ও ২,৪০০ জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে এবং ৫৩,১০০ কৃষক পরিবার, ১,৫৯,৩০০ শ্রমিক (১,০৬,২০০ পুরুষ ও ৫৩,১০০ নারী) কার্যক্রম এবং প্রকল্প এলাকায় খাদ্যশস্য , ফল ও সবজি উৎপাদনে নিযুক্ত করার মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্য দূরীকরণ।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০৮টি জেলা, ৭৬টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ১১১৮৮.২০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ১৭৯৫.৩২ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| খাল পুনঃ খনন | কিলোমিটার | ২৭০ | ২২ | ২২ | ১০০ |
| বেড়ি বাঁধ | কিলোমিটার | ৩০ | ৩ | ৩ | ১০০ |
| সেচ অবকাঠামো | সংখ্যা | ৩৮৫ | ৭০ | ৭০ | ১০০ |
| ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ | সংখ্যা | ৭৫০ | ২১০ | ২১০ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১৫২ | ৫৯ | ৫৯ | ১০০ |

**১৫. বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ৩,০৫৩ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় এনে অতিরিক্ত ১০,৬৮৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
* আধুনিক টেকসই যন্ত্রপাতিসহ কৃষি উপকরণ এবং প্রকল্প এলাকায় খাদ্যশস্য , ফল ও সবজি উৎপাদনে ও AWD কিটস সরবরাহের মাধ্যমে মঙ্গা পীড়িত এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং সেচের পানির অপচয় রোধকরণ;
* যথাযথ কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তি উন্নয়ন করে প্রকল্প এলাকায় দারিদ্য বিমোচন।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০৫টি জেলা, ২৬টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ৩৪২১.৬১ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৯৯৯.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৯৯৯.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৯৯৫.১০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| বারিড পাইপ বর্ধিতকরণ | সংখ্যা | ২৮৬ | ৫০ | ৫০ | ১০০ |
| গভীর নলকূপ স্থাপন | সংখ্যা | ৪০ | ১৩ | ১৩ | ১০০ |
| সাকসন মোড পাম্প | সংখ্যা | ৪০ | ১৮ | ১৮ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ৮০ | ১৯ | ১৯ | ১০০ |

**১৬. সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ/ভূপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার করে অতিরিক্ত ১৪,৩৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৬,২৫১ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন।
* সেচযন্ত্রের ২০০ জন মালিক/ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যান ও ৪০০ জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০৪টি জেলা, ৩৮টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | অক্টোবর ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ১৩৮০৫.৯০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৩২২০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৩২২০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৩১৯৮.৭৫ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| খাল পুনঃখনন/খনন | কিলোমিটার | ৩০০ | ৬৫ | ৬৫ | ১০০ |
| বারিড পাইপ নির্মাণ (৫-কিউসেক) | সংখ্যা | ১২০ | ২৭ | ২৭ | ১০০ |
| ২/১.৫ কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ খনন ও সোলার পাম্প স্থাপন | সংখ্যা | ৯০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০০ |
| বিদ্যুৎ সংযোগ | সংখ্যা | ১৪৫ | ৪৫ | ৪৫ | ১০০ |

**১৭. বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* খাল/নালা পুন:খনন এবং অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মান/উন্নয়নের মাধ্যম ভূ-পরিস্থ পানি সংরক্ষণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে ১১,০৫৮ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৩৮,৭০৩ মেট্রিক টন ফলমূল/শাক-সবজী উৎপাদন।
* সমাপ্ত জিবিপি প্রকল্পে স্থাপিত সেচ যন্ত্রপাতি এবং অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে ১২,৪০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ৩১,০০০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন।
* খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর।
* প্রকল্প এলাকায় ২০০ জন সেচ স্কীমের ম্যানেজার/অপারটের/ফিল্ডম্যান এবং ৪০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০৬টি জেলা, ৩৩টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ১০১১৭.৭০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ২৪৪০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ২৪৪০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ২৪১৬.২৯ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| খাল খনন | কিলোমিটার | ২৫০ | ৬৬ | ৬৬ | ১০০ |
| বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ | কিলোমিটার | ১৪০ | ৫০ | ৫০ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ৯৫ | ২১ | ২১ | ১০০ |
| মটর সাইকেল | সংখ্যা | ১০ | ১০ | ১০ | ১০০ |

**১৮. ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* প্রবহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৫৬,৯৪৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ১,৭০,৮৩৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।
* শুষ্ক মৌসুমে সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে উপযুক্ত পানি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জমিতে পানি সরবরাহ ও পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ‘অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি’ ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকার জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
* আধুনিক কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান, পানি ব্যবহারকারী সমিতি/সংগঠন এবং কৃষকের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন করা।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ২৭টি জেলা, ৮০টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ১১৮৭২.৭৪ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৩৫৯৯.৯৫ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| খাল পুনঃখনন | কিলোমিটার | ৫৫ | ২০ | ২০ | ১০০ |
| সেচ অবকাঠামো | কিলোমিটার | ৩০ | ৮ | ৮ | ১০০ |
| ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ | সংখ্যা | ১৮০ | ১০ | ১০ | ১০০ |
| বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ | সংখ্যা | ১৩৩ | ৪৩ | ৪৩ | ১০০ |

**১৯. আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* নতুন প্রকল্পে নির্মিত সেচ অবকাঠামো যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি বছর অতিরিক্ত ২,৮০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা।
* লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রতি বছর আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১,১০০ কিউসেক ও ৮০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূ-পরিস্থ) দ্বারা আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায় পর্যন্ত আবাদকৃত ২২,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
* ২২,০০০ হেক্টর জমি সেচের মাধ্যমে ৯৬,২৫০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং ২৮০০ হেক্টর জমিতে সেচের মাধ্যমে ১২,৫১২ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা; উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১,০৮,৭৬২ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ।
* প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে সেচ, খাদ্যশস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কর্মকান্ডে অন্তর্ভূক্ত করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন করা।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০২টি জেলা, ০৭টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ২০৫১.০৬ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৬২০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৬২০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৬১৯.১২ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| খাল/নালা পুন:খনন | কিলোমিটার | ৮ | ৪ | ৪ | ১০০ |
| ২-কিউসেক এলএলপি ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ | সংখ্যা | ২৫ | ১৩ | ১৩ | ১০০ |
| ফুটব্রিজ/ কালভার্ট/ক্যাটলক্রসিং | সংখ্যা | ০৪ | ৩ | ৩ | ১০০ |

**২০. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:প্রকল্পের আওতায় ১০টি ড্যাম (৮টি রাবার ড্যাম ও ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম) নির্মাণ করে ১১,১৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে ৫০,১৭৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০৫টি জেলা, ০৮টি উপজেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২০ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ১৭২০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ২৭০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ২৭০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ২৬৯২.৩১.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি  লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| হাইড্রোলিক এলিভেটর | সংখ্যা | ২ | ২ | ১ | ৫০ |
| অবকাঠামো (রাবার ড্যাম নির্মাণ) | সংখ্যা | ৮ |  |  |  |

**২১. বিএডিসি’র বিদ্যমান সারগুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* বিএডিসি’র সার মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
* বিদ্যমান গুদামসমূহের সংরক্ষণ পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে গুনগতমান সম্পন্ন সার বিতরণ নিশ্চিত করা;
* অফিস ভবন ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোসমূহ মেরামত করে কর্মপোযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা;
* অফিস সরঞ্জাম ও লজিস্টিকস সরবরাহের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করা;
* মোবাইল/অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজ করা।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প এলাকা | : | ০৮টি বিভাগ, ৬৩টি জেলা। |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ |
| প্রকল্প ব্যয় | : | ১৩৪৩০.৯০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ | : | ৬০২০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবমুক্ত | : | ৬০২০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ৬০২০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | ১০০% |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রমের নাম | একক | ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা | ২০১৬-১৭ | | অগ্রগতি (%) |
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড | সংখ্যা | ৭৩ | ৭৩ | ৭৩ | ১০০ |
| ওজন মাপক যন্ত্র | সংখ্যা | ১৪০ | ৭০ | ৭০ | ১০০ |
| মোবাইল সফটওয়্যার/সিসি ক্যামেরা | সংখ্যা | ৯০০ | ৪২৮ | ৪২৮ | ১০০ |
| ব্যাগ সেলাই মেশিন | সংখ্যা | ১৪০ | ৬৭ | ৬৭ | ১০০ |
| অফিস ভবন মেরামত | সংখ্যা | ৮৪ | ২৫ | ২৫ | ১০০ |
| সার গুদাম মেরামত | সংখ্যা | ১১৫ | ৫৫ | ৫৫ | ১০০ |
| প্রিফেব্রিকেটেড স্টীল গুদাম নির্মাণ | বর্গমিটার | ৫০০০০ | ১৮৫০০ | ১৮৫০০ | ১০০ |

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসূচির সংখ্যা | বরাদ্দ (কোটি টাকা) | অবমুক্ত (কোটি টাকা) | ব্যয় (কোটি টাকা) | অগ্রগতির হার |
| ১৮ | ১১৮.৮৮ | ১১৮.২৮ | ১১৮.২২ | ৯৯.৪৪% |

**উপসংহার:**

সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিএডিসি’র কাজের পরিধি বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুমুখী কার্যক্রম সম্বলিত এ প্রতিষ্ঠান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের দোরগোঁড়ায় বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি পৌছে দিচ্ছে। বিশ্বায়নের এই যুগে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএডিসি বীজ, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ অব্যাহত রেখেছে। দেশের জনগণ ও কৃষকের কাছে একটি আদর্শ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কর্পোরেশন, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, মানসম্পন্ন সার আমদানি ও সরবরাহ এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলা, পরিবেশ সংরক্ষণ, জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং অঞ্চলভিত্তিক শস্য বিন্যাসে (Cropping Pattern) ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর *হ*চ্ছে।

**বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল**

www.barc.gov.bd

**ভূমিকা:**

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল' একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গবেষণা কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, কর্মসূচি সমন্বয় এবং কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। কৃষি গবেষণাকে গতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র নিরসনে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রাধিকারের আলোকে এ প্রতিষ্ঠান সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। বতর্মান সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), রূপকল্প-২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে।

**রূপকল্প (Vision):**

দক্ষ, কার্যকরী এবং টেকসই কৃষি গবেষণা সিস্টেম গড়ে তোলা।

**অভিলক্ষ্য (Mission):**

কৃষির উন্নয়নকল্পে উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি এবং তথ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণ।

**লক্ষ্য:**

পরিকল্পনা ও সম্পদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণে দেশের সমগ্র কৃষি গবেষণা একই ছাতার নিচে সমন্বিতকরণ এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন: কৃষি, পরিবেশ ও বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সমন্বিত কার্যক্রমও যুক্ত করা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

**উদ্দেশ্য:**

কৃষি গবেষণা সিস্টেমের পুনর্গঠন ও মান উন্নয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। ১৯৯৬ সালে এক আইনের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে কাউন্সিলের কার্যপরিধি আরও সুসংহত করে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১২' প্রণীত হয়। এ আইন প্রণীত হওয়ায় কৃষি গবেষণার সমন্বয়সহ গবেষণা ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার ও কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রণয়নে প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

**কার্যাবলি:**

জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কৃষি বিষয়ক গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিচালনা, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ (Review), পরিবীক্ষণ (Monitoring) এবং মূল্যায়ন করা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এতদুদ্দেশ্যে কাউন্সিল নিন্মরূপ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে:

* জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা কর্মসূচি সমন্বয়, পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
* জাতীয় কৃষি নীতির ভিত্তিতে গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ;
* কৃষি গবেষণায় সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে সরকারকে প্রয়োজনীয় কারিগরি তথ্য উপাত্ত প্রদান;
* কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পুনরীক্ষণ করে অর্থ চাহিদা নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রণয়ন;
* দক্ষ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, তথ্য কেন্দ্র, জাদুঘর, জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপনে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
* জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
* বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* অভিজ্ঞতা বিনিময় ও গবেষণা যন্ত্রপাতি সংগ্রহে আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন;
* গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরবর্তী মূল্যায়ন এবং তার আলোকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

**জনবল:**

'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল,২০১২' আইনের আওতায় একটি শক্তিশালী গভর্ণিং বডির নির্দেশনায় জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (National Agricultural Research System-NARS)-এর নীতি নির্ধারণী কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উক্ত গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কো-চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া, মাননীয় সংসদ সদস্য (২জন), কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিষয়ক সদস্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, ৩ জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এবং ১ জন কৃষক প্রতিনিধি গভর্ণিং বডিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছেন।

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১. | গ্রেড ১ | ১ | - | ১ | কর্মরত জনবলের মধ্যে পিআরএল এ গমন সাপেক্ষে গ্রেড-৬ এর ২টি এবং গ্রেড-১৮ এর ১টি পদসহ মোট ৩টি পদ বিলুপ্ত হবে। |
| ২. | গ্রেড ২ | ৭ | ৪ | ৩ |
| ৩. | গ্রেড ৩ | ১৬ | ৭ | ৯ |
| ৪. | গ্রেড ৪ | ২৬ | ১৪ | ১২ |
| ৫. | গ্রেড ৫ | ৪ | ৪ | - |
| ৬. | গ্রেড ৬ | ১৬ | ৭ | ৯ |
| ৭. | গ্রেড ৭ | - | - | - |
| ৮. | গ্রেড ৮ | - | - | - |
| ৯. | গ্রেড ৯ | ১১ | ৬ | ৫ |
| ১০. | গ্রেড ১০ | ৫ | ২ | ৩ |
| ১১. | গ্রেড ১১ | ১৫ | ৬ | ৯ |
| ১২. | গ্রেড ১২ | - | - | - |
| ১৩. | গ্রেড ১৩ | ১৭ | ৬ | ১১ |
| ১৪. | গ্রেড ১৪ | ১ | ১ | - |
| ১৫. | গ্রেড ১৫ | ২৪ | ২০ | ৪ |
| ১৬. | গ্রেড ১৬ | ২৬ | ১৮ | ৮ |
| ১৭. | গ্রেড ১৭ | - | - | - |
| ১৮. | গ্রেড ১৮ | ৭ | ৪ | ৩ |
| ১৯. | গ্রেড ১৯ | - | - | - |
| ২০. | গ্রেড ২০ | ৪৩ | ৪২ | ১ |
| **মোট** | | **২১৯** | **১৪১** | **৭৮** |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০২ জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন যানবাহন পরিদর্শক, ২ জন সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ১ জন ডাটা এনকোডার, ৩ জন ড্রাইভার সরাসরি নিয়োগ এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি’র একান্ত সচিব পদে ১ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইনহাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ৩২৪ | ৫ | ৯০ | - | ৪১৯ |  |
| ২. | গ্রেড ১০ | - | - | ০১ | - | ০১ |  |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | - | - | ১০২ | - | ১০২ |  |
| **মোট** | | **৩২৪** | **৫** | **১৯৩** | **-** | **৫২২** |  |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড | উচ্চ শিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| পিএইচডি | এম. এস | অন্যান্য | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ২৩ | - | - | ২৩ |  |
| ২. | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |  |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
| **মোট** | | **২৩** | **-** | **-** | **২৩** |  |

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ারকশপ/এক্সপোজার ভিজিট:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড | বিদেশ প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ৩ | ৩০ | - | ৩৩ |  |
| ২. | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |  |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
| **মোট** | | **৩** | **৩০** | **-** | **৩৩** |  |

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

* রাজস্ব বাজেটের অধীনে ৩৩টি গবেষণা প্রকল্প বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বেশ কিছু ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
* দেশের সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্য জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (এনএটিপি) ফেজ-২ কাযর্ক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
* সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতিরোধক জাত নির্বাচন এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনায় টেকসই প্যাকেজ উদ্ভাবনের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা এবং কাউন্সিল উক্ত কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছে।
* ৩টি জৈব সার, ১টি রাসায়নিক সার এবং ৬টি পিজিআর অনুমোদনের সুপারিশ ও 'সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬' পর্যালোচনা ও সংশোধনপূর্বক 'সার (ব্যবস্থাপনা) আইন' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
* কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোডম্যাপ ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে।
* ক্রপ জোনিং ম্যাপ অনুযায়ী উপজেলা ভিত্তিক ফসল নির্বাচন ও উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রণীত ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ অনুসরণে গবেষণার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হচ্ছে।
* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রণীত Fertilizer Recommendation Guide (FRG)-2012 এর মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে।
* ABSP-II কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বেগুনের ৪টি ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
* AFACI প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফসল ও প্রাণিসম্পদের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যায়ন ও সংরক্ষণ এবং ফল-সবজির নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হচ্ছে।
* এনএটিপি ফেজ-২ এর মাধ্যমে ১০০টি Competitive Research Grant ও ৩৩টি Program-Based Research Grant এনএআরএসভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
* GAP Standard নির্ধারণ, বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট stakeholder দের প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা হয়েছে।
* খাদ্যে ভেজাল নিরূপনে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ মাঠ ও সংরক্ষণ পর্যায়ে কৃষি পণ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
* বিজ্ঞানীদের দক্ষতা উন্নয়নে HRD Plan 2025 অনুসরণে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
* আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা হয়েছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প:**

**১. Capacity Building for Conducting Adaptive Trials on Seaweed Cultivation in Coastal Areas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)  খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) |
| বাস্তবায়নকাল | : | ১ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ২৬৭.০২ লক্ষ টাকা |
| অর্থায়নের উৎস্য | : | কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) |
| প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য | : | * কক্সবাজারে সামুদ্রিক শৈবালের ম্যাপিং/Situation analysis * ওয়ান স্টেপ ভাসমান পদ্ধতিতে নার্সারীতে সামুদ্রিক শৈবাল চাষাবাদ করার জন্য সম্ভাবনাময় প্রজাতি বাছাই। * সারা বছর সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদন ও পরীক্ষাগারে মাল্টি-স্টেপ পদ্ধতিতে সামুদ্রিক শৈবালের জাতের বায়োলজি স্টাডি। * সংগ্রহোত্তর সামুদ্রিক শৈবালের খাদ্যমান নির্ধারণ * গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী ও স্থানীয় কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি। |
| প্রকল্প এলাকা | : | কক্সবাজার। |
| প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | ২০১৬-০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ : ১৭২.০৭ লক্ষ টাকা  ২০১৬-০১৭ অর্থবছরের ব্যয় : ১১৯.৪০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি | : | এ প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক শৈবালের ৭টি প্রজাতি নার্সারিতে সাফল্যজনকভাবে চাষ করা সম্ভব হয়েছে এবং এদের মধ্যে হিপনিয়া প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবালটি উন্মুক্ত সমুদ্রে দড়ির সাহায্যে জন্মানো সম্ভব হয়েছে যা বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী। কৃষক পর্যায়ে সামুদ্রিক শৈবালের বীজ (দড়িতে শৈবালের কাটিং) সরবরাহ ও প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কৃষক পর্যায়ে সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩টি প্রশিক্ষণ, ১টি মাঠ দিবস এবং ৩টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া ৬টি সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়েছে। |

**২. National Agricultural Technology Program: Phase-II Project (NATP-2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা |
| বাস্তবায়নকাল | : | ১লা অক্টোবর ২০১৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ৪০,২৭৩.০০ লক্ষ টাকা |
| অর্থায়নের উৎস্য | : | বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক, ইফাদ, ইউএসএইড |
| প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য | : | * জাতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ এবং ক্ষৃদ্র, মাঝারী ও মহিলা কৃষকের বাজার ব্যবস্থা ও খামারের আয় বৃদ্ধি করা। * কৃষি গবেষণা শক্তিশালীকরণ, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কাযক্রম বৃব্দ্ধি করা, খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা ও পোস্ট হারভেষ্ট লস কমানো। |
| প্রকল্প এলাকা | : | সমগ্র বাংলাদেশ |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি | : | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ : ৭৮৯.০০ লক্ষ টাকা  ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় : ৭২৭.৭৮ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি | : | * ১৯২ টি সিআরজি (Competitive Research Grants) উপ-প্রকল্পের   অনুমোদন করা হয়েছে। এই উপ-প্রকল্পে সমূহে ৪৮.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে।   * ১৪৮ টি পিবিআরজি (Program Based Research Grants) পাওয়া গেছে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার শেষে অনুমোদন সাপেক্ষে বাজেট বরাদ্ধ করা হবে। * নার্স প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিএইচডি প্রোগ্রাম আহবান করা হয়েছে এবং প্রাথীরা ২০ জুলাই ২০১৭ তারিখের মধ্যে আবেদন করেছে। |

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি:**

প্রণীত অগ্রাধিকার দলিলের ভিত্তিতে কৃষি গবেষণা সিস্টেমভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৩৩টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, যার বরাদ্দের পরিমাণ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বেশ কয়েকটি জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ ছাড়া ৯০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৩জন বিজ্ঞানীর পিএইচডি গবেষণা চলমান রয়েছে।

**অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি:**

কাউন্সিল বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, ডেল্টা প্লান, ক্রপ জোনিং এবং Biotechnology and Biosafety Regulation & Act সহ বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি-নির্ধারণী ডকুমেন্ট এবং জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়নে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করেছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের স্বার্থে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংগে সমঝোতা চুক্তি ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে। কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে আমেরিকা, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, রাশিয়া, ফিলিপাইন, ভূটান, ভিয়েতনামের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য:**

* গবেষণা মঞ্জুরী খাতে রাজস্ব বাজেটের অধীনে ৩৩ টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন যা অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাত/উৎপাদক প্রযুক্তিসমূহ দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হবে।
* দেশের সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্য জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (এনএটিপি) ফেজ-২ কাযর্ক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এনএটিপি ফেজ-২ এর মাধ্যমে ১৯২টি Competitive Research Grant উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ও ৩৩টি Program-Based Research Grant উপ-প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে।
* কাউন্সিল SDG বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গোল-২ সহ মোট ৯টি গোলের জন্য খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরী করেছে।
* কাউন্সিল ডেল্টা প্লান ও জাতীয় কৃষিনীতি প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও ক্রপ জোনিং এবং Biotechnology and Biosafety Regulation Act বিষয়ক নীতি-নির্ধারনী ডকুমেন্ট তৈরী করেছে।
* কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোড ম্যাপ ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রণীত ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ অনুসরণে গবেষণার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।
* ABSP-II কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বেগুনের ৪টি ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
* AFACI প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফসল ও প্রাণিসম্পদের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যায়ন ও সংরক্ষণ এবং ফল-সবজির নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।
* GAP Standard নির্ধারণ, বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট stakeholder দের প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা এবং খাদ্যে ভেজালসহ মাঠ ও সংরক্ষণ পর্যায়ে কৃষি পণ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার রোধকল্পে কার্য়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
* আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা হয়েছে।
* কৃত্রিমভাবে সামুদ্রিক শৈবাল চাষাবাদ বাংলাদেশে একটি নতুন সূচনা। বিএআরসি এ বিষয়ে Adaptive Trials on Seaweed Project এর মাধ্যমে সামুদ্রিক শৈবালের ৭টি প্রজাতি নার্সারিতে সাফল্যজনকভাবে চাষ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এদের মধ্যে হিপনিয়া প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবালটি উন্মুক্ত সমুদ্রে দড়ির সাহায্যে জন্মানো সম্ভব হয়েছে যা বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী।

উপসংহার:

এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভূক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা অগ্রাধিকার, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, মূল্যায়ন এর কাজ করছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভূক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক গবেষণায় বিজ্ঞানীদের নিয়োজিত করতে সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তাই আশা করা যায় আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)এর গোল-২ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব রুপ দেয়া সম্ভব হবে।

**বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট**

www.bari.gov.bd

**ভূমিকা :**

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের সর্ববৃহৎ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৮৮০ সালে ফ্যামিন কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৬ সালে ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এর অধীনে ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অঞ্চলে কৃষি গবেষণার সূচনা হয়। এরপর ভাইসরয় লর্ড কার্জন একে ‘নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচারাল রিচার্স’ নামে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় সমুন্নত করেন। ১৯০৮ সালে ১৬১.২০ হেক্টর জমির ওপর ‘ঢাকা ফার্ম’ নামে একটি গবেষণা স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয় যাকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সকল গবেষণা ইনস্টিটিউটের পিতৃ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে ‘বেঙ্গল ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার’ এর নাম পরিবর্তন করে ‘পূর্ব পাকিস্তান ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার’ করা হয়। এ ডিপার্টমেন্টের অধীনে গবেষণা ও সম্প্রসারণ নামে দুটি বিভাগ ছিল। ১৯৬৮ সালে ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (এক্সটেনশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট) এবং ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (রিসার্চ এন্ড এডুকেশন) নামে দুটি আলাদা ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর XXXII জারী করা হয় এবং এ ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে অধ্যাদেশ নম্বর LXII এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

**ভিশন (Vission) :**

দেশের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জনে ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

**মিশন (Mission) :**

ম্যান্ডেটভূক্ত ফসলসমূহের উচ্চফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি যন্ত্রপাতি, শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা করা এবং উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর করা।

**প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য :**

১. ফসলের উচ্চফলনশীল, পুষ্টিমানসম্পন্ন ও প্রতিকুল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন।

২. ফসলভিত্তিক উন্নত, আধুনিক ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও লাগসই ফসল বিন্যাস নির্ধারণ **।**

৩. পরিবেশবান্ধব শস্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৪. মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৫. লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করা।

৬. শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৭. উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

**প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য :**

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

**প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :**

১. ফসলের জামর্প্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সংকরায়ন, মূল্যায়ন।

২. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় রোগ ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধী, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকুল পরিবেশ সহিষ্ণু ফসলের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবনে জীব প্রযুক্তির প্রয়োগ।

৩. সমন্বিত খামার পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।

৪. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, পুষ্টি, সাপ্লাই ভেল্যু চেইন এবং উদ্ভাবিত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তির আর্থ সামাজিক উন্নয়নের উপর বিশ্লেষণ।

৫. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের নতুন জাতের প্রজনন বীজ চারা/কলম উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৬. কৃষিতে আইসিটি এর প্রয়োগ।

৭. প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণ, উপযোগিতা পরীক্ষণ, কর্মশালা, মাঠ দিবস ইত্যাদির আয়োজনসহ বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা প্রকাশ।

৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা।

৯. আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা সংযোগ স্থাপন।

**জনবল :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১. | গ্রেড নং-১ | ১ | ১ |  |  |
| ২. | গ্রেড নং-২ | ৯ | ৩ | ৬ |  |
| ৩. | গ্রেড নং-৩ | ৪২ | ৩৯ | ৩ |  |
| ৪. | গ্রেড নং-৪ | ১১৩ | ১০৬ | ৭ |  |
| ৫. | গ্রেড নং-৫ | ৪ | ২ | ২ |  |
| ৬. | গ্রেড নং-৬ | ২৫২ | ২৪০ | ১২ |  |
| ৭. | গ্রেড নং-৭ |  |  |  |  |
| ৮. | গ্রেড নং-৮ |  |  |  |  |
| ৯. | গ্রেড নং-৯ | ৩৭৫ | ৩৪৪ | ৩১ |  |
| ১০. | গ্রেড নং-১০ | ৩৫ | ২৮ | ৭ |  |
| ১১. | গ্রেড নং-১১ | ৫৮৯ | ৫৮৪ | ৫ |  |
| ১২. | গ্রেড নং-১২ | ৩২ | ২৭ | ৫ |  |
| ১৩. | গ্রেড নং-১৩ | ৪৯ | ৪৭ | ২ |  |
| ১৪. | গ্রেড নং-১৪ | ৯১ | ৮১ | ১০ |  |
| ১৫. | গ্রেড নং-১৫ | ৮ | ৮ |  |  |
| ১৬. | গ্রেড নং-১৬ | ৪৩৫ | ৪২৪ | ১১ |  |
| ১৭. | গ্রেড নং-১৭ | ২৫ | ২০ | ৫ |  |
| ১৮. | গ্রেড নং-১৮ | ১৪৫ | ১৪৪ | ১ |  |
| ১৯. | গ্রেড নং-১৯ | ৩০ | ৩০ |  |  |
| ২০. | গ্রেড নং-২০ | ৬১৩ | ৫৮৪ | ২৯ |  |
|  | মোট | ২৮৪৮ | ২৭১২ | ১৩৬ |  |

**নিয়োগ ও পদোন্নতি:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **২০১৬-১৭ অর্থবছরে পদোন্নতি** | | | **২০১৬-১৭ অর্থবছরে নতুন নিয়োগ** | | | **মন্তব্য** |
| **কমকর্তা** | **কর্মচারী** | **মোট** | **কমকর্তা** | **কর্মচারী** | **মোট** |  |
| **২০** | **১৯** | **৩৯** | **২৮** | **২৩** | **৫১** |  |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইনহাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ১৭০৫\* | ৪০ |  |  | ১৭৪৫ | একজন বিজ্ঞানী একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। |
| ২. | গ্রেড-১০ |  |  |  |  |  |
| ৩. | গ্রেড-১১-২০ |  |  |  |  |  |
|  | মোট | ১৭০৫ | ৪০ |  |  | **১৭৪৫** |

**মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা) :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চ শিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| পিএইচডি | এমএস | অন্যান্য | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ১৭ | ৮ | - | ২৫ |  |
| ২. | গ্রেড-১০ |  |  |  |  |  |
| ৩. | গ্রেড-১১-২০ |  |  |  |  |  |
|  | মোট | ১৭ | ৮ | - | **২৫** |  |

**বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চ শিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ৪২ | ২৪ | ১২ | ৭৮ |  |
| ২. | গ্রেড-১০ |  |  |  |  |  |
| ৩. | গ্রেড-১১-২০ |  |  |  |  |  |
|  | মোট | ৪২ | ২৪ জন | ১২ | **৭৮** |  |

**২০১৬-১৭ সালে সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ :**

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনস্থ গম গবেষণা কেন্দ্র ৭৯টি, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র ১৫৭টি, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ৫১০টি, তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র ১১৮টি, ডাল গবেষণা কেন্দ্র ৮৫টি, মসলা গবেষণা কেন্দ্র ১৪৩টি, উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র ৩০টি, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ৮৯টি উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ৮০টি, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ ২২টি, জীব প্রযুক্তি বিভাগ ৩১টি, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ ১০টি, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ ৭৭টি, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ ১৭৬টি, কীটতত্ত্ব বিভাগ ১০৬টি, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ৩০৩টি, অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ ১০টি, ফার্ম মেশিনারী এন্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৩৯টি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১৯টি, কৃষি পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ০৯টি, পোষ্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ ১৭টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর ২৫টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী ১১টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর ১১টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বুড়িরহাট ৭৬টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর ৩৬টি, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি ৫টিসহ মোট ২২৯৪ টি গবেষণা পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক  নং | প্রকল্পের নাম | মেয়াদ | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের | | অগ্রগতি  (%) |
| বরাদ্দ  (লক্ষ টাকা) | ব্যয়  (লক্ষ টাকা) |
| ১. | মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ  (বারি অংশ) (৩য় সংশোধিত) | জানুয়ারি/২০১১ ডিসেম্বর/২০১৬ | ১৭.০০ | ১৫.৬০ | ৯১.৭৬% |
| ২. | মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বারি অংশ) (১ম সংশোধিত) | জুলাই/২০১১-  জুন/২০১৭ | ১২৫.০০ | ১২৫.০০ | ১০০% |
| ৩. | ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (বারি অঙ্গ) (২য় সংশোধিত) | জুলাই/২০১১- ডিসেম্বর/২০১৬ | ২০.০০ | ২০.০০ | ১০০% |
| ৪. | বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) | জুলাই/২০১২ -  জুন/২০১৭ | ৬১৮০.০০ | ৬১৭৮.৯৮ | ৯৯.৯৮% |
| ৫. | পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বারি অঙ্গ) | জুলাই/২০১২ -  জুন/২০১৭ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ১০০% |
| ৬. | সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বারি অঙ্গ) (১ম সংশোধিত) | জুলাই/২০১৩ -  জুন/২০১৮ | ২৭৪.০০ | ২৭৪.০০ | ১০০% |
| ৭. | গম ও ভূট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জুলাই/২০১৫ -  জুন/২০২০ | ৭৯০.০০ | ৭৯০.০০ | ১০০% |
| ৮. | বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন | এপ্রিল/২০১৬ -  জুন/২০২১ | ৭৩৪.০০ | ৭২৮.৭৮ | ৯৯.২৮% |
| ৯. | উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প | এপ্রিল/২০১৬-  জুন/২০২১ | ১২০৮.০০ | ১২০৬.০০ | ৯৯.৮৩% |

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক  নং | কর্মসূচির নাম | মেয়াদ | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের | | অগ্রগতি  (%) |
| বরাদ্দ  (লক্ষ টাকা) | ব্যয়  (লক্ষ টাকা) |
| ১. | ফসল নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণে চার ফসল ভিত্তিক ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন কর্মসূচি | জুলাই/২০১৪ জুন/২০১৭ | ৫১.৫৮ | ৫১.৫৮ | ১০০% |
| ২. | Bt বেগুনের প্রজনন বীজ উৎপাদন কর্মসূচি | জুলাই/২০১৫ জুন/২০১৮ | ৪৯.০০ | ৪৮.৯৮ | ৯৯.৯৬% |

**বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি :** কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ ইনস্টিটিউটের দুইজন বিজ্ঞানী ‍"বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২২" এ ভূষিত হয়েছেন।

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য :**

* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৭টি ফসলের ২৮টি জাত অবমুক্ত হয়েছে।
* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২১টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।
* যুগপৎ অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতা আদান প্রদানের জন্য ৮টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।
* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯০০ কপি বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯০০ কপি জার্নাল, ৯৫০০ কপি নিউজলেটার, ১৯৫০০ কপি বই-পুস্তিকা, ফোল্ডার ইত্যাদি ব্যবহারকারীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
* ৬৪টি কর্মশালা, ৩৮৩টি প্রশিক্ষণ, ২৮টি মাঠদিবসের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের মাঠে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
* ইলেকট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ার ৮০টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

**২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উদ্ভাবিত জাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :**

| ক্র.নং | অবমুক্তকৃত জাত | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
| --- | --- | --- |
| ১ | বারি গম-৩১ | * জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী * জাতটি তাপ সহিষ্ণু এবং আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য উপযোগী। * শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫২টি। * বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১০৯ দিন সময় লাগে। * হাজার দানার ওজন ৪৬-৫২ গ্রাম। * উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪.৫-৫.০ টন/হেক্টর। |
| ২ | বারি গম-৩২ | * জাতটি পাতার দাগ রোগ ও মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং ব্লাস্ট রোগ সহনশীল। * জাতটি তাপ সহিষ্ণু এবং আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য উপযোগী। * জাতটি খাটো (উচ্চতা ৯০-৯৫ সেন্টিমিটার) * প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪২-৪৭টি * জাতটি স্বল্প মেয়াদী এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ৯৫-১০৫ দিন সময় লাগে * দানা আকারে বড়। হাজার দানার ওজন ৫০-৫৮ গ্রাম * উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪.৬-৫.০ টন/হে.। |
| ৩ | বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪ | * জাতটি উচ্চ ফলনশীল। রবি মৌসুমে ১০.৮৪ টন/হেক্টর এবং খরিপ মৌসুমে ১০.৫২ টন/হেক্টর। * দুর্যোগ আবহাওয়ায় সহজে হেলে ও ভেঙ্গে পড়ে না। * রবি মৌসুমে সিল্কিং পিরিয়ড ৯৫ দিন এবং খরিপ মৌসুমে ৫৫ দিন। * গাছের গড় উচ্চতা রবি মৌসুমে ১৮৪ সে.মি. এবং খরিপ মৌসুমে ১৬০ সে.মি.। * জাতটির দানা সাদা বর্ণের এবং সেমি ডেন্ট প্রকৃতির। * উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল (> 35° সে)| * পাতা ঝলসানো রোগ প্রতিরোধী। |
| ৪ | বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫ | * জাতটি উচ্চ ফলনশীল। রবি মৌসুমে ১০.৮৪ টন/হেক্টর এবং খরিপ মৌসুমে ১০.৫২ টন/হেক্টর। * দুর্যোগ আবহাওয়ায় সহজে হেলে ও ভেঙ্গে পড়ে না। * রবি মৌসুমে মিল্কিং পিরিয়ড ৯৫ দিন এবং খরিপ মৌসুমে ৫৫ দিন। * গাছের গড় উচ্চতা রবি মৌসুমে ১৮৪ সে.মি. এবং খরিপ মৌসুমে ১৬০ সে.মি.। * জাতটির দানা সাদা বর্ণের এবং সেমি ডেন্ট প্রকৃতির। * উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল (> 35° সে)| * পাতা ঝলসানো রোগ প্রতিরোধী। |
| ৫ | বারি আলু-৭২ | * হেক্টর প্রতি ২১.৮৫ (১১.৩২-৩৭.৫৩) টন * **শুষ্ক পর্দাথ** ১৮.৭৫ ± ০.১১% * এ জাতটি তাপ ও লবণাক্ততা সহনশীল এবং খাবার উপযোগী। |
| ৬ | বারি আলু-৭৩ | * **হেক্টর প্রতি ২১.৮৫ (১১.৩২-৩৭.৫৩) টন** * **শুষ্ক পদার্থ ১৮.৮৫ ± ০.৪১%** * **এ জাতটি তাপ সহনশীল এবং খাবার উপযোগী।** |
| ৭ | বারি আলু-৭৪ | * **ফলন (৬৫ দিনে) হেক্টর প্রতি ২৭.১৩ (২২.৪০-৪০.৬৩) টন** * **ফলন (৯৫ দিনে) হেক্টর প্রতি ৪৬.৬১ (৩৭.৩৮-৬৭.৫১) টন** * **শুষ্ক পর্দাথ ১৭.৬৫ (১৬.৩৬-১৯.২৬)%** * **অন্য জাতের তুলনায় ৬৫ দিনে ফলন খুবই ভাল তাই আগাম জাত হিসেবে জাতটি খুবই ভাল হবে।** |
| ৮ | বারি আলু-৭৫ | * **হেক্টর প্রতি ৩৭.২৫ (২৩.৬২-৫৩.২৩) টন** * **শুষ্ক পর্দাথ ১৭.৮১(১৬.৩৭-১৯.০৭)%** * **এটি জাতটি সবচেয়ে কম সময়ে পরিপক্ক হয় এবং খাবার আলু হিসাবে ভাল ।** |
| ৯ | বারি আলু-৭৬ | * **হেক্টর প্রতি ৩৫.৯৯ (২৭.৭৪-৪৪.৪০) টন** * **শুষ্ক পর্দাথ ২০.৫৪ (১৮.৩৬-২২.৪০)%** * **এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।** |
| ১০ | বারি আলু-৭৭ | * **হেক্টর প্রতি ৩৩.৪০ (২৭.৯৫-৪২.৪৭) টন** * **নাবি ধ্বসা রোগ আক্রান্তের শতকরা হার ১.৯৯ (০.৯৬-৩.০) %** * **শুষ্ক পর্দাথ ১৯.৭২ (১৭.৬৮-২০.৭৬)%** * **জাতটি নাবি ধ্বসা রোগ প্রতিরোধী এবং খাবার আলু হিসাবে ভাল** |
| ১১ | বারি পানিকচু-৬ | * **হেক্টর প্রতি ৬০-৮০ টন রাইজোম এবং প্রায় ৫-৮ টন লতি** * **উৎপন্ন হয়।** * **রাইজোম মোটা এবং সবুজ রংয়ের, ৪৫ সেমি.লম্বা ও ৩০ সেমি. মোটা** * **এটি মূলত: রাইজোম উৎপাদিত তবে অল্প পরিসরে লতিও উৎপন্ন করে।** * **গলা চুলকায় না । সিদ্ধ করলে সমান ভাবে সিদ্ধ হয়।** |
| ১২ | বারি কমলা-৩ | * জাতটি উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফল দানকারী * ফল দেখতে উজ্জ্বল কমলা বর্ণের এবং * টিএসএস ১১.৪% * ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৭৯.৮% * ফলের শাঁস নরম, রসালো, খেতে মিষ্টি এবং সুগন্ধযুক্ত। * ফল মাঝারী আকৃতির এবং প্রতি ফলের গড় ওজন ১৬৮ গ্রাম । ৭ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে গড়ে বছরে ২৯টি ফল ধরে এবং গড় ফলন ৫.৩৬ মেট্রিক টন/হেক্টর/বছর। * ফল ঝড়া খুবই সামান্য এবং সাইট্রাস-মাইট **প্রতিরোধী।** |
| ১৩ | বারি কলা-৫ (কাঁচকলা) | * জাতটি উচ্চ ফলনশীল ও সুস্বাদু * কলা আকারে লম্বা, খোসা মধ্যম মোটা * প্রতি কাদিতে কলার সংখ্যার গড়ে ৯৫টি * জাতটি সমগ্র দেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের উপযোগী * কাদির গড় ওজন ২০ কেজি এবং হেক্টর প্রতি ফলন ৫০ টন। |
| ১৪ | বারি বাতাবিলেবু-৫ | * জাতটি উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফল দানকারী এবং নাবী জাত (সংগ্রহের সময় অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর) * ফল মাঝারী আকৃতির, উজ্জ্বল বর্ণের এবং টিএসএস ৯.০% * ফলের শাঁস নরম, রসালো, খেতে মিষ্টি এবং গোলাপী বর্ণের। * ফলের খাদ্যেপযোগী অংশ প্রায় ৬৬.২৬%, সুগন্ধযুক্ত ও তিতা মুক্ত। * ফলের অভ্যন্তরে ১৩-১৪ টি খন্ড বিদ্যমান এবং প্রতি ফলের গড় ওজন ৮৭৫ গ্রাম। * ৮ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে গড়ে বছরে ১৮টি ফল ধরে এবং গড় ফলন ১৬.০৪ কেজি/গাছ/বছর এবং ১০.০৩ টন/হেক্টর/বছর * লেবুর প্রজাপতি, লিফ মাইনার ও মাইটের আক্রমণ খুবই কম। |
| ১৫ | বারি পেয়ারা-৪ (বীজবিহীন) | * এটি বীজবিহীন পেয়ারার একটি উন্নত জাত এবং নিয়মিত ফল দানকারী * শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি ও কচকচে * কমবেশী সারা বছর ফল পাওয়া যায় তবে ভরা মৌসুম সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর * টিএসএস : ৯.৫% * দীর্ঘ সংরক্ষণ কাল (৮-১০ দিন) * গাছ প্রতি ফলন ৮৪ কেজি এবং হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ টন |
| ১৭ | বারি টমেটো-১৮ | * গাছপ্রতি ফল: ৩৫-৪০টি * ফলের গড় ওজন: ৯৫-১০০ গ্রাম * হেক্টর প্রতি ফলন : ৯০-১০০ টন * ভাইরাস প্রতিরোধী জাত * গাছ ডিটারমিনেট প্রকৃতির * ফল লাইকোপেন সমৃদ্ধ |
| ১৮ | বারি টমেটো-১৯ | * **প্রক্রিয়াকরণ উপযোগী উন্নত জাত** * **ফলের গড় ওজন ৫৫-৬০ গ্রাম** * **ফল অধিক মাংশল** * **টিএসএস ৫.৬%** * **ফলন ৭০-৭৫ টন/হেক্টর** |
| ১৯ | বারি হাইব্রিড টমেটো-১০ | * গ্রীষ্মকালীন হাইব্রিড টমেটো * গাছপ্রতি ফল: ২৪-২৮টি * ফলের গড় ওজন: ৬৮-৭১ গ্রাম * হেক্টর প্রতি ফলন : ৪৮-৫১ টন * ভাইরাস সহনশীল এবং ব্যক্টেরিয়াল উইল্ট মুক্ত |
| ২০ | বারি লাউ-৫ | * **আগাম জাত** * **বোতল আকৃতির লাউ (গলা চিকন)** * **গাছপ্রতি ফল: ১৪-১৬টি** * **ফলের গড় ওজন: ২-২.৫ কেজি** * **হেক্টর প্রতি ফলন: ৫০-৫৫ টন** |
| ২১ | বারি করলা-২ | * গাছপ্রতি ফল: ৩৫-৪০টি * ফলের গড় ওজন: ১০৫-১১০ গ্রাম * হেক্টর প্রতি ফলন : ২১.৫-২২.৫ টন * ভাইরাস ও পাউডারী মিলডিউ প্রতিরোধী জাত |
| ২২ | বারি করলা-৩ | * গাছপ্রতি ফল: ৪৫টি * ফলের গড় ওজন: ৭৫-৮০ গ্রাম * গাছপ্রতি ফলন : ৩.৫ কেজি * ভাইরাস প্রতিরোধী জাত |
| ১৬ | বারি জামরুল-৩ | * **এ জাতটি নিয়মিত ফলদানকারী ও উচ্চ ফলনশীল।** * **প্রতিটি ফলের ওজন ৫৯.৩ গ্রাম ও ঘন্টাকৃতির।** * **পরিপক্ক ফল আকর্ষণীয় লালচে খয়েরী বর্ণের। শাঁস সাদা, আটসাট ও কচকচে এবং চামড়া পাতলা।** * **ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৮% এবং বেশি মিষ্টি (টিএসএস ১১.৭%)** * **ভিটামিন এ এবং মোট সুগার যথাক্রমে ৮৭.১২ মি.গ্রা./১০০ গ্রা. ও ২৩.০১%।** * **ছয় বছর বয়সী গাছের ফলন ২৮৩টি /গাছ ও ৬.৬ টন/হেক্টর।** |
| ২৩ | বারি স্কোয়াশ-১ | * ফল নলাকার, সামান্য বাঁকা ও সবুজ রংয়ের * ফুল ফোটার ৬-৭ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় * গাছপ্রতি ফল: ৫-৬টি * ফলের গড় ওজন: ৮০০-১২০০ গ্রাম * হেক্টর প্রতি ফলন : ৪০-৪৫ টন |
| ২৪ | বারি আদা-২ | * এ জাতের জীবনকাল ৩০০-৩১৫ দিন। * গাছের গড় উচ্চতা ৮৮-৯০ সে.মি. এবং পাতার সংখ্যা ৪৯৫-৫০০টি। * গড় কুশির সংখ্যা ২৯-৩০টি * গড় প্রাইমারী রাইজোমের ওজন ৬৭-৭০ গ্রাম। * গড় সেকেন্ডারী রাইজোমের ওজন ৫৫০-৫৫৭ গ্রাম। * জাতটি কান্ড পঁচা রোগ সহনশীল। * জাতটি হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ৩৮ টন। |
| ২৫ | বারি আদা-৩ | * এ জাতের জীবনকাল ৩০০-৩১০ দিন। * গাছের গড় উচ্চতা ৭৫-৭৯ সে.মি. এবং পাতার সংখ্যা ৪২৫-৪২৯ টি। * গড় কুশির সংখ্যা ২৪-২৭ টি * গড় প্রাইমারী রাইজোমের ওজন ৫৮-৬০ গ্রাম। * গড় সেকেন্ডারী রাইজোমের ওজন ৪৪০-৪৪২ গ্রাম। * জাতটি কান্ড পঁচা রোগ সহনশীল। * জাতটি হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ২৯ টন। |
| ২৬ | বারি ছোলা-১০ | * গাছ খাড়া প্রকৃতির তাই বালাই আক্রমণ কম * কান্ড খয়েরী পিগমেন্টযুক্ত * বীজ চক্‌চকে বাদামী বর্ণের * খরা ও তাপ সহনশীল তাই বরেন্দ্র অঞ্চলে ব্যাপক সম্ভাবনাময় * বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগ সহনশীল * দেরীতে বপনযোগ্য (ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত) * গাছে ফলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি (৬৭-৭২) * তুলনামূলকভাবে মধ্যম আকৃতির বীজ (১০০ বীজের ওজন ২১-২৩ গ্রাম) * জীবনকালঃ ১১২-১২১ দিন * ফলনঃ ১.৮০-২.০৩ টন/হেঃ |
| ২৭ | বারি মাস-৪ | * গাছ খাট আকৃতির (৪২-৪৬ সেমি) * পাতা সবুজ রংয়ের ও কান্ড খয়েরী পিগমেন্টেশনযুক্ত * বীজ কালচে বাদামী বর্ণের * পাউডারী মিলডিউ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল * গাছে ফলের সংখ্যা বেশী (২৮-৩১ টি) * তুলনামূলক বড় আকৃতির বীজ (১০০ বীজের ওজন ৫.০৪-৫.৪০ গ্রাম) * জীবনকালঃ ৬৯-৭৩ দিন * ফলনঃ ১.২৫-১.৪৪ টন/হেঃ |
| ২৮ | বারি মটর-৩ | * গাছ খাড়া প্রকৃতির ও লম্বা * বীজ সবুজাভ সাদা বর্ণের ও তুলনামূলক বড় * ফুলের রং সাদা * জমিতে কিছুটা জলাবদ্ধতা সহনশীল * চারা অবস্থায় গোড়া পচা রোগ সহনশীল * পাউডারি মিলডিউ ও রাষ্ট রোগ সহনশীল * মধ্যম আকৃতির বীজ (১০০ বীজের ওজন ৯.৫-১০.৫ গ্রাম) * আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে খুবই উপযোগী * জীবনকালঃ ১০১-১০৫ দিন * সবুজ ফলের ফলনঃ ৫.৬-৬.০ টন/হেক্টর * বীজের ফলনঃ ২.০১-২.২৯ টন/হেক্টর |

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :**

(১) প্রযুক্তির নাম : ধনিয়া উৎপাদনে উপযুক্ত বপন সময় এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব

**প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা:**

* সঠিক সময়ে ধনিয়া বপনের মাধ্যমে ভাল ফলন পাওয়া যাবে।
* প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধনিয়ার উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে।
* প্রযুক্তিটি রংপুর, দিনাজপুর,বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত।

(২) প্রযুক্তির নাম : আন্তঃফসল হিসাবে মিষ্টি কুমড়ার সাথে বিভিন্ন সবজির চাষ

**প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :**

মিষ্টি কুমড়া ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ একটি অর্থকরী সবজি। মিষ্টি কুমড়ার এক সারি থেকে আরেক সারির দুরত্ব বেশী হওয়ায় মিষ্টি কুমড়ার সাথে খুব সহজেই স্বল্প মেয়াদী ফসল যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো আন্তঃফসল হিসেবে আবাদ করা যায়। দিন দিন চাষের জমি কমতে থাকায় বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের চাষীরা মিষ্টি কুমড়ার সাথে টমেটো ও ফুলকপি আন্তঃফসল হিসাবে চাষ করে থাকে। অন্যদিকে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটে। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, কুমড়া + ফুলকপি, কুমড়া + বাঁধাকপি ও কুমড়া+ টমেটো ভালো ফলন দেয় ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। এ প্রযুক্তিটি যশোর, জামালপুর, বগুড়া এবং বান্দরবান এলাকায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৩) প্রযুক্তির নাম : আন্তঃফসল হিসেবে হাইব্রিড ভুট্টার সাথে স্কোয়াস চাষ

**প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :**

আন্তঃফসল হিসেবে ভুট্টার সাথে স্কোয়াস চাষ করলে কৃষক একই জমি থেকে একই সাথে একাধিক ফসল ও অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। এছাড়াও প্রতিকুল আবহাওয়ায় একটা ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হলেও কৃষক কমপক্ষে একটি ফসল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রযুক্তিটি গাজীপুর, দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৪) প্রযুক্তির নাম : **বারি গার্ডেন বূম স্প্রেয়ার (BARI Garden Boom Sprayer)**

**প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :**

* বুম স্প্রেয়ার যন্ত্রটি স্থানীয় কাচামাল দিয়ে তৈরি।
* এর মাধ্যমে রাসায়নিক বালাইনাশক ক্ষুদ্র আয়তনে লিকুইড আকারে খুব দক্ষতার সাথে স্প্রে করা হয় যা উদ্যান ফসলকে পোকামাকড় ও রোগ বালাই থেকে রক্ষা করে।
* বূম স্প্রেয়ারের মাধ্যমে অল্প পরিমাণ কীটনাশক সমভাবে ফলবাগানে স্প্রে করা সম্ভব।
* এতে নির্দিষ্ট মাপের ছিদ্রযুক্ত নজেল আছে যা লম্বা গাছে স্প্রে করতে সহায়তা করে।
* যন্ত্রটি পরিচালনায় একজন লোকের প্রয়োজন হয়।
* প্রতিদিন মাঝারি আকারের ২৫০ টি আম ও লিচু গাছে স্প্রে করা যায় অথচ নরমাল ফুট পাম্প দিয়ে ৭০ টি গাছে স্প্রে করা হয়।
* বাগানে বুম স্প্রেয়ার চালানোর জন্য প্রতিদিন খরচ হয় ৪৯৫ টাকা অথচ ফুট পাম্পে খরচ হয় ১০২৯ টাকা।
* একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক ট্যাংকের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ট্যাংকের ভিতর কীটনাশকের লেভেল পর্যবেক্ষণ করা যায়।
* সমস্ত এসেম্বলি একটি রিক্সা ভ্যানে চালকের সিটের পিছনে ফিক্স করা থাকে যা ব্যবহার সহজ।
* স্প্রে করার সময় অপারেটরকে অবশ্যই মাস্ক ও এপ্রোন পরিধান করতে হবে।
* মূল্য ৩০,০০০/- টাকা (একই মানের বিদেশী স্প্রেয়ারের মূল্য ৬-৭ লক্ষ টাকা)

(৫) প্রযুক্তির নাম : **বারি আলু উত্তোলন যন্ত্র (BARI Potato Harvester)**

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

* আলু উত্তোলন যন্ত্রটিপাওয়ার টিলার চালিত। পাওয়ার টিলারের রোটাভেটর অংশ খুলে ঐ অংশে একইভাবে যন্ত্রটি সংযোগ দিতে হয়।
* সারাদেশে আলু উত্তোলন মৌসুম; মৌসুমে আলু উত্তোলন সময়, খরচ ও শ্রমিক সাশ্রয়ী।
* স্থানীয় প্রকৌশল কারখানায় এ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরি করা যায়।
* প্রচলিত আলু উত্তোলনের চেয়ে প্রায় ৬৫% শ্রমিক ও ৫১% খরচ সাশ্রয়ী। শ্রমিক সংকট কাটিয়ে দ্রুত আলু উত্তোলন সম্ভব।
* কার্যক্ষমতা ০.১২ হেক্টর/ঘন্টা, পাওয়ার টিলারসহ যন্ত্রটির মুল্য: ১,৬০,০০০.০০ টাকা
* কার্যক্ষমতা ০.১২ হেক্টর/ঘন্টা।
* রিজ কাটিং এর গভীরতা নিয়ন্ত্রণ যোগ্য।
* আলুর বাহ্যিক ক্ষতি ১.৫% এর কম, মাটির নিচে আলু থাকে না ।
* মোট উত্তোলন খরচের ৬৫% কমানো যায়।
* ৮০% শ্রমিক নির্ভরতা কমায়।
* আলুর বাহ্যিক ক্ষতি ১.৫% এর কম।
* নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।
* এ যন্ত্রের সাহায্যে অন্যের জতিতে আলু উঠিয়ে সফলভাবে ব্যবসা করা সম্ভব।

(৬) প্রযুক্তির নাম: ক্লোরিনেশন এবং র‌্যাপিং পদ্ধতি ব্যবহার করে পেয়ারার গুণগতমান বজায় রেখে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

স্বাদ এবং পুষ্টিগুণের কারণে পেয়ারা দেশের সকল স্তরের মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। এটি সহজে পাচনযোগ্য, সুগন্ধি, সুস্বাদু এবং সহজলভ্য একটি ফল। এতে কমলার চেয়ে প্রায় ২-৫ গুণ বেশি ভিটামিন সি বিদ্যমান। তাজা ফল অতি অল্প সময়েই পেকে যায়, কচকচে ভাব নস্ট নষ্ট হয়ে যায় কিংবা পচে যায়।

বিবরণঃ বারি পেয়ারা ২ (থাই পেয়ারা নামে পরিচিত) বাগান থেকে সংগ্রহের পর ২০০ পিপিএম/লিটার ক্লোরাক্স দ্রবণ (অথবা ২/৩ টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট) দিয়ে ধৌত করার পর ক্লিং র‌্যাপিং দিয়ে মুড়িয়ে প্লাস্টিক ক্রেটস্‌/সিএফভি কার্টুনে পরিবহণ করলে পেয়ারা ১২ দিন পর্যন্ত গুনাগুণ ভালো রেখে সংরক্ষণ করা যায়।

প্রয়োগের স্থানঃবাংলাদেশের পেয়ারা উৎপাদন অঞ্চল হতে সারা দেশে অধিক সময় পর্যন্ত গুনাগুন বজায় রেখে পেয়ারা বাজারজাতকরণ সম্ভব হবে।কৃষক পর্যায় হতে ব্যবসায়ী সকলেই এই পদ্ধতিতে পেয়ারার সংরক্ষণ করে শস্যের অপচয় কমিয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারবেন।

(৭) প্রযুক্তি নাম : এনজাইম নিষ্ক্রিয়করণের মাধ্যমে মটরশুটির সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি

বাংলাদেশের অন্যতম ডাল জাতীয় শস্য। মটরশুটি সাধারণত অপরিপক্ক অবস্থায় গাছ থেকে উত্তোলন করা হয়। শস্য সংগ্রহকাল খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এ ফসল খুব কম সময় পাওয়া যায় ।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

রোগমুক্ত মটরশুটি সংগ্রহ করে ভালভাবে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর হাতের সাহায্য খোসা ছাড়াতে হবে এবং পুনরায় ধৌত করতে হবে।এরপর ওয়াটার বাথে ৮০০সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৭ মিনিট ব্লাঞ্চিং করতে হবে । ব্লাঞ্চিং এর পরে মটরশুটি গুলিকে ট্যাপের পানি দ্বারা ঠান্ডা করতে হবে এবং ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং মেশিনের সাহায্য প্যাকেটজাত করতে হবে। প্যাকেটজাত মটরশুটি ডিপ ফ্রিজে -১৮০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখতে হবে। এভাবে প্যাকেটজাত মটরশুটি প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষন করা যায় ।

(৮) প্রযুক্তির নাম : বারি সবজি ধৌতকরণ যন্ত্র (BARI Vegetable Washing Machine)

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

* শাকসবজি ধোয়ার ফলে সবজির গায়ে লেগে থাকা ময়লা, ধূলাবালি, জীবানু দূরীভূত হয় এমনকি E-coli ও Salmonella দূর হয়।
* যন্ত্র দুইটি একটি ২ অশ্বশক্তির ইলেকট্রিক মোটর ও অন্যটি ৪.৫ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন দ্বারা চালনা করা হয়।
* প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ৬৭% অর্থ সাশ্রয় হয়।
* প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় সময় বাচে ৪০%।
* প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় কষ্ট লাঘব হয়।
* প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় শ্রমিক সাশ্রয় হয় ৬৭%।
* যন্ত্র দিয়ে প্রতি ব্যাচে ১২০ কেজি (মোটর চালিত), ২৫ কেজি (ইঞ্জিন চালিত) ধোয়া যায় যাতে সময় লাগে মাত্র ৫-৬ মিনিট।
* যন্ত্রটির মূল্য: ২,০০,০০০ টাকা (বড় মোটর চালিত), ১,০০,০০০ টাকা (ছোট ডিজেল ইঞ্জিন চালিত)
* ধৌতকরণ খরচঃ প্রতি কেজি ৩৪-৪০ পয়সা (গাজর)

(৯) প্রযুক্তির নাম : অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

* এটি এমন একটি সেচ পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি ফারো অন্তর অপর ফারোতে পানি সরবরাহ করা হয়। দুই ফারোর মধ্যবর্তী ফারো শুষ্ক থাকে যা পরবর্তী সেচের সময় শুষ্ক ফারোতে পানি সরবরাহ করা হয়।
* এ সেচ পদ্ধতি সারিতে লাগানো ফসল যেমন-টমেটো, বেগুন, আলু, ভূট্টা ইত্যাদির (যা ফারোর মাধ্যমে যে সেচ প্রদান করা যায়) ক্ষেত্রে উপযুক্ত।
* পবরর্তী সেচে পূর্ববর্তী সেচকৃত ফারোতে সেচ বন্ধ রাখা হয়।
* এ পদ্ধতিতে ফলনের তেমন ক্ষতি না করে প্রায় ২০-২৫% পানি সাশ্রয় হয়।
* উদ্ভিদ কর্তৃক সার ও পুষ্টি গ্রহণের কোন তারতম্য হয় না।

(১০) প্রযুক্তির নাম : ঘাটতি সেচ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

ঘাটতি সেচ পদ্ধতিতে ফসলের সংকটকাল পর্যায়ে সেচ প্রয়োগ করা হয় এবং অন্যান্য পর্যায়ে সেচ বন্ধ রাখা হয়। অথবা প্রয়োজনীয় সকল পর্যায়ে মাটির ধারণ ক্ষমতার ৭৫-৮০ ভাগ পানি প্রয়োগ করা হয়।

ভূট্টা :

* এই পদ্ধতিতে ভূট্টা ফসলে বৃদ্ধি, ফুল আসা ও দানা বাঁধা পর্যায়ে সেচ প্রয়োগ করা হয়।
* এই পদ্ধতিতে মাঠে পানি ধারণ ক্ষমতার শতকরা ৭০ ভাগ সেচ প্রয়োগ করলে এ ফসলের জন্য যথেষ্ট। এতে ফলনের তেমন কোন ক্ষতি না করে প্রায় ২০-২৫% পানি সাশ্রয় করা যায়।

গম :

* এই পদ্ধতিতে গমে মুকুট সিক্ত গজানো পর্যায়ে প্রথম সেচ এবং ফুল আসা পর্যায়ে দ্বিতীয় সেচ অর্থাৎ মোট দুইটি সেচ প্রয়োগ করলেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। এতে যদিও অনেকক্ষেত্রে প্রায় শতকরা ২-৪ ভাগ ফলন কম হয় তবে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ সেচ পানির সাশ্রয় হয়।

আলু :

* আলুর ক্ষেতে শুঁটি ও আলু বড় হওয়া পর্যায়ে সেচ প্রয়োগ করে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ পানি সাশ্রয় করা যায়। তবে ফলন অনেকক্ষেত্রে মাটিভেদে ২-৩ ভাগ কম পাওয় যায়।

সরিষা :

* এই পদ্ধতিতে সরিষাতে ফুল আসার পূর্বেই মাত্র একটি সেচ দিলেই ভাল ফলন পাওয়া যায়। এতে ফলনের মাত্র ৪-৫% ক্ষতি হয় কিন্তু শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ সেচের পানি সাশ্রয় হয়।
* ফসলের বৃদ্ধি পর্যায় ও ফুল আসা পর্যায়ে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতার ৭০-৮০ ভাগ পানি প্রয়োগ করলে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়।

সূর্যমুখী :

সুর্যমুখী গাছে বৃদ্ধি, ফুল আসা এবং পুষ্পস্তবক বের হওয়া পর্যায়ে মোট তিনটি সেচ প্রয়োগ করে ফলনের প্রায় কোনরূপ ক্ষতিসাধন না করে প্রায় ২০-৩০ ভাগ পানি সাশ্রয় করা যায়।

(১১) প্রযুক্তির নাম:পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে ঘাটতি সেচ এবং মাল্‌চ ব্যবহারের প্রযুক্তি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

* ঘাটতি সেচ এবং মালচ্‌ প্রয়োগ এমন একটি পদ্ধতি যা সেচের পানি ব্যবহার কম করে ফলনের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।
* এই পদ্ধতির সাহায্যে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতার শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত ফসলে সেচ প্রয়োগ করলে পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায়।
* ধানের খড়ের মাল্‌চ ব্যবহার করে ফসলের সেচ সংকট পর্যায়ে ঘাটতি সেচের মাধ্যমে মানসম্মত পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে প্রায় ২০-২৫% পানি সাশ্রয় করা সম্ভব।
* এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রতি হেক্টর জমিতে ভাল গুণাবলী সম্পন্ন প্রায় ১.৫-১.৬ টন পেঁয়াজের বীজ, পানির উৎপাদনশীলতা ০.৭১ কেজি/কিউবিক মিটার এবং আয় ব্যয়ের অনুপাত ৫:১ পাওয়া সম্ভব।

(১২) প্রযুক্তির নাম: পটলের ভাইন রট ও কৃমিজনিত শিকড়ে গীট রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

* রোগ প্রতিরোধী পটলের জাত ব্যবহার করতে হবে।
* রোগমুক্ত গাছ থেকে লতা সংগ্রহ করতে হবে।
* রোগাক্রান্ত পাতা, লতা, শিকড় ও ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
* সূর্যকিরণে পলিথিন কাগজ দিয়ে গরমের সময় ৩-৪ সপ্তাহ মাটি ঢেকে রাখতে হবে, অবশ্য জমিটা প্রথমে পানি দেয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে।

(১৩) প্রযুক্তির নাম: আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ফল যেমন আম, পেয়ারা, কমলা ও কুলের মাছি পোকা দমন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

আম, পেয়ারা, কমলা, কুল ইত্যাদি ফলে মাছি পোকার আক্রমণে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। মুলত: মাছি পোকার কীড়া ফলের ভিতরে ঢুকে ক্ষতি করে থাকে বিধায় কীটনাশক ব্যবহার করে এই পোকা দমন করা খুবই কঠিন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ অতি সম্প্রতি আকর্ষণ ও মেরে ফেলার মাধ্যমে মাছি পোকা দমনের একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ঠ্য হলো একই সাথে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ মাছি পোকা আর্কষন করে মেরে ফেলা এবং প্রযুক্তিটি কার্যকর, সহজ ও পরিবেশ বান্ধব। ইতোপূর্বে ফেরোমন ফাঁদ ভিত্তিক দমন ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র পুরুষ মাছি পোকা ফাঁদে আকৃষ্ট হয়ে মারা যেতো। কিন্তু নতুন এই পদ্ধতির মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় পোকা আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়। পুরুষ মাছি পোকা আকর্ষণ করার জন্য মিথাইল ইউজিনল ফেরোমন ও জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত জেল বা পেস্টের মত একটি পদার্থ বাগানের সীমানা লাইনে অবস্থিত গাছের কান্ডে (মাটি হতে ৩-৪ ফুট উপরে) ১০-১২ মিটার দূরে দূরে অল্প পরিমানে লাগিয়ে দিতে হবে। এইভাবে সারা বাগানের সীমানা লাইনের গাছ গুলিতে লাগিয়ে দেওয়ার ফলে অন্য বাগানেরসহ ঐ বাগানেরও পুরুষ মাছি পোকাসমূহ সীমানা লাইনের গাছে পেস্টের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে মারা যাবে। স্ত্রী মাছি পোকাকে আকৃষ্ট করে মেরে ফেলার জন্য বাগানের ভিতরের গাছ গুলিতে ১০-১২ মিটার দূরে দূরে জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত এক প্রকার পোকার খাবার সহ একটি ফাঁদ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতে হবে। গাছ অনেক বড় হলে একই গাছে পরিমাণ মত উক্ত খাবারের ফাঁদ স্থাপন করা যেতে পারে। এভাবে বাগানের ভিতরে থাকা সকল স্ত্রী পোকা খাবারের লোভে আকৃষ্ট হয়ে পাত্রের কাছে ছুটে যাবে এবং মারা যাবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প খরচে এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে আম, পেয়ারা, কমলা, কুল ইত্যাদি ফসলের মাছি পোকা কার্যকরীভাবে দমনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(১৪) প্রযুক্তির নাম: বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্য জিবরেলিক এসিড ব্যবহার করে রজনীগন্ধা ফুল উৎপাদন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

সুগন্ধি ফুল হিসেবে রজনীগন্ধা খুবই জনপ্রিয়। চাহিদার দিক দিয়ে এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ফুলের জুড়ি নেই। সারাবছরই বাজারে এর চাহিদা থাকে। এ ফুল সন্ধ্যারাতে ফোটে এবং সুগন্ধ ছড়ায় বলে এর রজনীগন্ধা নামকরণ করা হয়েছে। রজনীগন্ধা *Amaryllidaceae* পরিবারের সদস্য। ইংরেজী নাম Tube rose এবং এর বৈজ্ঞানিক নাম *Polianthes tuberosa* | মেক্সিকো থেকে এ ফুলের আবির্ভাব হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রীষ্ম এবং অবগ্রীষ্ম অঞ্চলে এ ফুলের চাষ হয়। বিভিন্নভাবে এ ফুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কাট ফ্লাওয়ার হিসেবে ফুলদানীর জন্য এটি অনন্য। এছাড়া মালা, পুষ্পস্তবক, বেনী এবং মুকুট তৈরিতে এ ফুল ব্যবহার করা হয়।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক জিবরেলিক এসিড এর মাত্রা, প্রয়োগ ও প্রভাব:

জিবরেলিক এসিড ৩০০ পিপিএম রজনীগন্ধার ফলন বৃদ্ধির জন্য খুবই কার্যকরী বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক দ্রব্য। রজনীগন্ধার পাতা ৪ থেকে ৫ পাতা বিশিষ্ট হলে জিবরেলিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে। পরে ৭ থকে ৮ পাতা হলে আবার স্প্রে করতে হবে। এতে আগাম চারা গজায় এবং স্পাইক ও রেকিস এর দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। এছাড়া আগাম ফুল আসে, ফুলের সংখ্যা ও সজীবতা বাড়ে এবং সর্বোপরি ফলন বৃদ্ধি পায়। হেক্টর প্রতি প্রায় ৫.৫০ লক্ষ ফুলের স্টিক পাওয়া যায়।

(১৫) প্রযুক্তির নাম: আলু/মুখীকচু-রোপা আমন ফসল বিন্যাস

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩ এর অনুরূপ অন্যান্য অঞ্চলের জন্য আলু-বোরো ধান-রোপা আমনের পরিবর্তে আলুর সাথে মুখী কচুর সাথী ফসল হিসেবে রোপা আমন ফসল ধারা সুপারিশ করা হয়। উন্নত এ ফসল ধারায় কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়। প্রচলিত ফসল বিন্যাসের চেয়ে উদ্ভাবিত ফসল বিন্যাসে ধানের সমতুল্য ফলন গড়ে শতকরা ৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

(১৬) প্রযুক্তির নাম: মুগের ফল ছিদ্রকারী ও ফুলের থ্রিপ্‌স পোকা দমন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ইমিডাক্লোপ্রিড (ইমিটাফ ২০ এসএল) ০.৫ মি.লি./লিটার পানিতে মিশিয়ে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। **অঞ্চলঃ** দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল **ফসল বিন্যাসঃ** ১) আউশ-রোপা আমন-মুগ ২) রোপা আমন-মসুর-মুগ ৩) রোপা আমন-সরিষা-মুগডাল ৪) রোপা আমন-গম-মুগ ৫) রোপা আমন-আলু-মুগ

(১৭) প্রযুক্তির নাম:মটর চাষে গৌণ পুষ্টি উপাদান প্রয়োগ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

মটর চাষে হেক্টর প্রতি দস্তা ৩ কেজি ও বোরণ ১.৫ কেজি অথবা দস্তা ৩ কেজি ও বোরণ ২ কেজি একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে। **অঞ্চলঃ** দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল **ফসল বিন্যাসঃ** ১) রোপা আমন-মটর-বোরো ২) রোপা আমন-মটর-মুগ

(১৮) প্রযুক্তির নাম:মুগ চাষে আগাছানাশক প্রয়োগ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর হুইপ সুপার নামক আগাছানাশক ১.৫ মি.লি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে সহজেই সরু পাতা বিশিষ্ট আগাছা দমন করা যাবে। **অঞ্চলঃ** দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল **ফসল বিন্যাসঃ** ১) আউশ-রোপা আমন-মুগ ২) রোপা আমন-মসুর-মুগ ৩) রোপা আমন-সরিষা-মুগডাল ৪) রোপা আমন-গম-মুগ ৫) রোপা আমন-আলু-মুগ

(১৯) প্রযুক্তির নাম: মেটাল সিট বা ধাতব পাত দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে ফল গাছে ইঁদুর দমন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

ইঁদুর দানাশস্য ও গুদামে ক্ষতি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ফল খেয়ে ও কেটে ক্ষতি করে থাকে যেমন নারিকেল, সুপারি, আম, লেবু, পেয়ারা, সফেদা, কাঁঠাল, কলা, কুল ইত্যাদি ফল খেয়েও গাছে বাসা তৈরি করে ক্ষতি করে থাকে। সাধারণত ফল গাছে গেছো ইঁদুর ক্ষতি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে টিনের পাত লাগানোর পূর্বে গাছকে ইঁদুর মুক্ত করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় মরা ডাল পালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে। এবং অন্য গাছের সাথে লেগে থাকা ডালপালা ছেটে দিতে হবে। বিশেষ করে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব কমপক্ষে ৬ ফুট বা ২ মিটার ব্যবধান হতে হবে। যাতে ইঁদুর অন্য গাছ থেকে ডাল বেয়ে টিন লাগানো গাছে না আসতে পারে। নারিকেল, সুপারি গাছসহ ফল উৎপাদনকারী গাছের গোড়া হতে ২ মিটার উপরে গাছের খাড়া কান্ডের চারিদিকে ৫০- ৬০ সে. মি. প্রসস্ত টিনের পাত শক্তভাবে আটকিয়ে দিতে হয়। ফলে ইঁদুর গাছের গোড়া (নিচ) থেকে উপরে উঠতে পারে না। এই পদ্ধতি অরাসায়নিক হওয়ায় পরিবেশ দূষণমুক্ত, অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী ও লাভজনক। সাধারণত এ পদ্ধতি ব্যবহারে ১ টি নারিকেল গাছে ১০০-১৫০ টাকা খরচ হয়। একবার টিনের পাত লাগালে ৪-৫ বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে নারিকেল সহ অন্যান্য ফল গাছে ইঁদুর ছাড়া ও কাঁঠবিড়ালী সফলভাবে দমন করা যায়।

(২০) প্রযুক্তির নাম: গমের ব্লাস্ট রোগের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

ব্লাস্ট মুক্ত গম ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। অপেক্ষাকৃত কম সংবেদনশীল জাত যেমন: বারি গম ৩০, বারি গম ৩২ ইত্যাদি চাষ করতে হবে। উপযুক্ত সময়ে (অগ্রহায়ণ মাসের ০১ হতে ১৫ তারিখ) বীজ বপন করতে হবে যাতে শীষ বের হওয়ার সময়ে বৃষ্টি ও উচ্চ তাপমাত্রা পরিহার করা যায়। বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম হারে প্রোভ্যাক্স-২০০ ডব্লিউপি অথবা রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি অথবা ৩ মিলি হারে ভিটাফ্লো ২০০ এফএফ নামক ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে গমের অন্যান্য বীজবাহিত রোগও দমন হবে এবং ফলন বৃদ্ধি পাবে। গমের ক্ষেত ও আইল আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি অথবা ১০ মিলি হারে অ্যামিস্টার টপ ৩২৫ এসসি বা ফলিকুর ২৫০ ইসি মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং এর ১২-১৫ দিন পর আর একবার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। উল্লেখিত ছত্রাকনাশকস্প্রে করলে গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পাতা ঝলসানো রোগ, বীজের কালো দাগ রোগ এবং মরিচা রোগ ইত্যাদিও দমন হবে।

(২১) প্রযুক্তির নাম: আলুবোখারার গুটি কলমের সময় ও হরমোন মাত্রার প্রভাব

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

এদেশের আবহাওয়ায় চাষোপযোগী নতুন জাত বারি আলুবোখারা-১ জাতটি দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এর চাষ সম্প্রসারণের জন্য এর প্রচুর চারা কলম উৎপাদন প্রয়োজন। মাতৃ গাছের গুনগত মান বজায় রাখা ও দ্রুত ফলন পাওয়া যায় বলে কলমের চারাই উত্তম। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ সালে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হরমোন প্রয়োগ করে গুটি কলমের শিকড় গজানো তথা সাফল্যের হার (৭৫% পর্যন্ত) বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। ৩০০০ পিপিএম মাত্রার ইনডোল বিউটেরিক এসিড (আইবিএ) প্রয়োগে গুটি কলমের সাফল্য পাওয়া গেছে। জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ৬-৯ মাস বয়সী ০.৭৫-১.৫ সে.মি. ব্যাসের শাখায় গুটি কলম করা যায। শাখা কলমের জন্য নির্ধারিত বাকলের কাটা অংশে উপর দিকে ২/৩ ফোঁটা করে ৩০০০ পিপিএম মাত্রার ইনডোল বিউটেরিক এসিড (আইবিএ) প্রয়োগ করে ১৫০-২০০ গ্রাম নরম পচা মাটি (৫০%) ও পচা গোবরের (৫০%) মিশ্রন ভালভাবে কাটা অংশের চতুর্দিক ভালভাবে আবৃত করে পলিথিন দিয়ে পেঁচিয়ে দুইপ্রান্ত রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। কলম বাঁধার ৩০-৪০ দিনের মধ্য তাতে শিকড় গজায় এবং ৫০-৬০ দিনের মধ্যই সংগ্রহ করা যায়। মাতৃগাছ থেকে আলাদা করা কলম পাতা ও শাখা ছাটাই করে পলিব্যাগে ২/১ মাস রেখে ভালভাবে শিকড় ও পাতা গজানোর পরে জমিতে লাগানো যেতে পারে। এতে প্রতি হাজারে ১০০/- টাকার হরমোন প্রয়োজন হলেও সাফল্যের হার প্রায় ৭৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আর অল্প সময়ে বেশী কলম করে বেশী জমিতে আবাদ করে কৃষকগণ লাভবান হতে পারেন।

**উপসংহার :**

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ভিত্তিক ৭টি আঞ্চলিক ও ২৮টি উপকেন্দ্র, ৭টি বিশেষায়িত ফসল ভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র, ১৬টি বিভিন্ন গবেষণা বিভাগ, ৯টি খামার পদ্ধতি গবেষণা ও উন্নয়ন এলাকা এবং ৮৩টি বহুস্থানিক গবেষণা এলাকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম ছড়িয়ে রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা এ যাবৎ ১২১টি ফসলের হাইব্রিডসহ ৫১২টি উচ্চ ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং এগুলোর উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৪৮২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.brri.gov.bd

**ভূমিকা:**

উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত এবং চাষাবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবনসহ সামগ্রিকভাবে ধান গবেষণা কার্যক্রমকে জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের ০১ অক্টোবর গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে ১১টি গবেষণা বিভাগ ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হলেও গবেষণা কার্যক্রমের পরিধি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের কলেবরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানে ২১৯ জন বিজ্ঞানীসহ ৫৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

ভিশন :

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ধানের জাত এবং উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

মিশন :

১. ধান গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা;

২. ক্রমহ্রাসমান সম্পদ সাপেক্ষ জলবায়ুবান্ধব ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

৩. গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন।

**লক্ষ্য:**

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন।

**উদ্দেশ্যঃ**

**১. ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;**

**২. ধানের ব্রিডার বীজের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;**

**৩. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন।**

**গবেষণা কার্যক্রম:**

১৯টি বিভাগ ও ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়কে ৮টি প্রোগ্রাম এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে 'ব্রি' গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই আটটি গবেষণা প্রোগ্রাম এরিয়া হলো-

1. জাত উন্নয়ন (Varietal Development)
2. শস্য-মাটি-পানি ব্যবস্থাপনা (Crop-Soil-Water Management)
3. বালাই ব্যবস্থাপনা (Pest Management)
4. রাইস ফার্মিং সিস্টেমস (Rice Farming Systems)
5. আর্থ-সামাজিক ও নীতি প্রণয়ন (Socio-Economic and Policy)
6. খামার যান্ত্রিকীকরণ (Farm Mechanization)
7. প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer)
8. আঞ্চলিক কার্যালয় (Regional Stations)

ব্রি’র পরিচালক (গবেষণা) প্রোগ্রাম কমিটির সভাপতি এবং গবেষণা বিভাগের প্রধানগণ প্রোগ্রাম কমিটির সদস্য। প্রোগ্রাম কমিটির সভায় বার্ষিক গবেষণা প্রস্তাবের মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রদান করা হয়। গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর একটি গবেষণা কর্মশালার আয়োজন করা হয় যাতে নার্সভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরবর্তী বছরের গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত এবং সরকারের প্রাধিকার কৃষি নীতিমালা, SDG, Southern master plan অনুসরণ করা হয়। এছাড়াও ব্রি দেশি-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এজেন্সির সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ব্রি IRRI, BMGF, AFACI, JIRCAS, CSIRO, AUSAID, ACIAR, Murdoch University, Cornell University, USDA, USAID, KOICA, Norway সহ আরও অন্যান্য দেশ/সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

**জনবল :**

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | অনুমোদিত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | গ্রেড-১ | ১ | ০ | ১ |  |
| ২ | গ্রেড-২ | ২ | ০ | ২ |  |
| ৩ | গ্রেড-৩ | ২৩ | ১৬ | ৭ |  |
| ৪ | গ্রেড-৪ | ৪৪ | ৪২ | ২ |  |
| ৫ | গ্রেড-৫ | ৪ | ৪ | ০ |  |
| ৬ | গ্রেড-৬ | ১০৭ | ৯৫ | ১২ |  |
| ৭ | গ্রেড-৭ | ০ | ০ | ০ |  |
| ৮ | গ্রেড-৮ | ০ | ০ | ০ |  |
| ৯ | গ্রেড-৯ | ১০৩ | ৯১ | ১২ |  |
| ১০ | গ্রেড-১০ | ২১ | ১৫ | ৬ |  |
| ১১ | গ্রেড-১১ | ৮৮ | ৭৫ | ১৩ |  |
| ১২ | গ্রেড-১২ | ১ | ১ | ০ |  |
| ১৩ | গ্রেড-১৩ | ৫ | ২ | ৩ |  |
| ১৪ | গ্রেড-১৪ | ৫৬ | ৪৮ | ৮ |  |
| ১৫ | গ্রেড-১৫ | ১১ | ৮ | ৩ |  |
| ১৬ | গ্রেড-১৬ | ৭১ | ৫৯ | ১২ |  |
| ১৭ | গ্রেড-১৭ | ০ | ০ | ০ |  |
| ১৮ | গ্রেড-১৮ | ২৮ | ২১ | ৭ |  |
| ১৯ | গ্রেড-১৯ | ১ | ১ | ০ |  |
| ২০ | গ্রেড-২০ | ১০৭ | ৮৬ | ২১ |  |
| মোট | | ৬৭৩ | ৫৬৪ | ১০৯ |  |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন: (প্রশিক্ষণ):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইনহাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ১৫০ | ২০ | ১৪৩৯\* |  | ১৬০৯ | \* কোন কোন কর্মচারী একাধিক কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন |
| ২ | গ্রেড ১০ | ৮ |  | ৬০ |  | ৬৮ |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ১৬ |  | ৬৪৭\* |  | ৬৬৩ |
|  | মোট | ১৭৪ | ২০ | ২১৪৬ |  | ২৩৪০ |  |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| পিএইচ ডি | এম.এস | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ১১ |  |  | ১১ |  |
| ২ | গ্রেড ১০ |  |  |  |  |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ |  |  |  |  |  |
|  | মোট | ১১ |  |  | ১১ |  |

**বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ |  | ৪১ | ১৯ | ৬০ |  |
| ২ | গ্রেড ১০ |  |  |  |  |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ |  |  |  |  |  |
|  | মোট |  | ৪১ | ১৯ | ৬০ |  |

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

1. আমন মৌসুমের জন্য BR(Bio)9786-BC2-132-1-3অগ্রগামী সারির মাঠ মূল্যায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
2. বোরো মৌসুমের জাত অবমুক্তির লক্ষ্যে অগ্রগামী সারি BR(Bio)8072-AC8-1-1-3-1-1 এর মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে।
3. বোরো মৌসুমের জন্য অগ্রগামী সারি BR(Bio)9787-BC2-63-2-2, BR(Bio)9787-BC2-63-2-4, BR(Bio)9787-BC2-173-1-3 ও BR(Bio)9786-BC2-59-1-2 মাঠ মূল্যায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
4. রোপা আমন ২০১৬ মৌসুমে অগ্রগামী সারির উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য ৩টি ALART(Advanced line adaptive research trial) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
5. বোরো ২০১৬-১৭ মৌসুমে অগ্রগামী সারির উপযোগিতা যাচাই এর জন্য ২টি ALART বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
6. ২১৬ টি জাত/জেনোটাইপ হাই ডেনসিটি জেনোটাইপিং করা হয়েছে।
7. ৫০০ টি লবণাক্তাতা সহনশীল জার্মপ্লাজম ও কৌলিক সারির স্ক্রিনিং করা হয়েছে।
8. ৩০০ টি শৈত্য সহনশীল জার্মপ্লাজম ও কৌলিক সারি স্ক্রিনিং করা হয়েছে।
9. ৫০০ টি ব্যাক্টেরিয়াল ব্লাইট প্রতিরোধী জার্মপ্লাজম ও কৌলিক সারি স্ক্রিনিং করা হয়েছে।
10. ১৪০০ টি কৌলিক সারির শস্যমান ও পুষ্টিগুণ স্ক্রিনিং করা হয়েছে।
11. কম মাত্রার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স, জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ Black Rice, BK10 এবং গাবুরা সনাক্ত করা হয়েছে।
12. ধানের ব্লাস্ট রোগের প্রতিরোধী জীন সনাক্ত করণের জন্য Standard Differential System উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে।
13. ব্লাস্ট রোগ ধান থেকে গমে এবং গম থেকে ধানে না ছড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
14. ধানের টুংরো ভাইরাস প্রতিরোধী জিন *tsv1* স্থানীয় জার্ম প্লাজমে সনাক্ত করা হয়েছে।
15. দেশব্যাপি শস্যবিন্যাস জরিপের আওতায় ২৫টি জেলার শস্যবিন্যাস জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।
16. কুষ্টিয়া অঞ্চলে পরিক্ষিত Maize+Potato-T. Aus-T. Aman, Mustard-Pumpkin-T. Aus-T. Aman, Maize+Spinach-T. Aus-T. Aman শস্য বিন্যাসগুলোতে Maize-Fallow-T. Aman শস্য বিন্যাসের তুলনায় মোট উৎপাদন ৩৮-৮০% বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে।
17. ব্রি হস্তচালিত রাইস ট্রান্সপ্লান্টার উন্নয়ন করা হয়েছে ও মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে।
18. বাংলাদেশের উপযোগি ছোট আকারের কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের উন্নয়ন করা হয়েছে ও মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে ।
19. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪১৫৫ জন কৃষক এবং ১০৪৫ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ব্রি বিজ্ঞানী ও মসজিদের ইমামদেরকে আধুনিক ধান চাষাবাদ এবং মানসম্পন্ন ধানের বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
20. ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল জাতের ১৩৬ মেট্রিক টন ব্রিডার বীজ উৎপাদন করে বীজ উৎপাদন নেটওয়ার্কের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি, এনজিও এবং ব্যক্তি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
21. সৌর বিদ্যুৎ চালিত আলোক-ফাঁদ উদ্ভাবন করা হয়েছে।
22. রোপা আউশ মৌসুমের জাত অবমুক্তির লক্ষ্যে NERICA- 10-7-PL2-B অগ্রগামী সারির মাঠ মূল্যায়ন চলমান যার জীবনকাল ১০৫-১০৬ দিন।
23. বোনা আউশ মৌসুমের জাত অবমুক্তির লক্ষ্যে অগ্রগামী সারি BR6848-3B-12 এর মাঠ মূল্যায়ন চলমান যার জীবনকাল ১০০ দিন।
24. জাতসহ বিভিন্ন প্রযুক্তির ৬০০০ টি প্রদর্শনী করা হয়েছে।
25. ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।
26. ৫৫০০ কেজি বীজ বিনামূল্যে কৃষককে সহায়তা দেয়া হয়েছে।
27. ১১২ টি জার্ম প্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে।
28. ধান-হাঁস খামার পদ্ধতিতে ধান চাষ করে খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির খরচ কমিয়ে প্রতি হেক্টরে রোপা আমন মৌসুমে ২২ হাজার এবং বোরো মৌসুমে ২০ হাজার টাকা অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

**উন্নয়ন প্রকল্প:**

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। মোট বরাদ্দ ছিল ৪৭৫৯.০০ লক্ষ টাকা এবং জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৬৪৭.৬৩ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৭.৬৬% ।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **১. প্রকল্পের নাম** | **:** | **মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত, ব্রি অঙ্গ)\_** |
| প্রকল্পের মেয়াদ | **:** | জানুয়ারি/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৬ |
| মোট প্রাক্কলিত ব্যায় | **:** | ৫৬৫২.৩৪ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ | **:** | ৪৮০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি | **:** | ৪৮০.০০ লক্ষ টাকা |
| প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম | **:** | * পেটেন্ট ব্রিডিং ও বীজ প্রসেসিং ল্যাব যন্ত্রপাতি সংগ্রহ * বীজগুদাম, বীজ পরীক্ষণ-ল্যাব ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ফ্লোর নির্মাণ * ট্রেনিং কমপ্লেক্স, নেট হাউজ, ফিল্ড ল্যাব বিল্ডিংনির্মাণ * আউটরিচ অফিস কাম সার্ভিস বিল্ডিং ও আউটরিচ স্টেশন ট্রেনিং বিল্ডিং নির্মাণ * সেচনালা ও ভূমি উন্নয়ন * গ্যাস জেনারেটর ক্রয় (১০০০ কেভিএ -১টি) |
| **২. প্রকল্পের নাম** | **:** | **মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত, ব্রি অঙ্গ)** |
| প্রকল্পের মেয়াদ | **:** | জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৭ |
| মোট প্রাক্কলিত ব্যায় | **:** | ৯৩০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ | **:** | ১৩৪.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি | **:** | ১৩৪.০০ লক্ষ টাকা |
| প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম | **:** | * কৃষকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক যুগোপযোগী ধানের জাতসহ শস্য বিন্যাস যাচাই ও মূল্যায়ন। * ডিজিটাল ময়েশ্চার মিটার (১২টি) * ১টি জীপ, ১টি পিকআপ, ৪টি মোটরসাইকেল সংগ্রহ * কম্পিউটার এক্সেসরিজ সংগ্রহ (১৬টি) * পোর্টেবল জেনারেটর সংগ্রহ (২টি) এবং অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ |
| **৩. প্রকল্পের নাম** | **:** | **ইনটিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাকটিভিটি প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত, ব্রি অঙ্গ)** |
| প্রকল্পের মেয়াদ | **:** | জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৬ |
| মোট প্রাক্কলিত ব্যায় | **:** | ১৯০৮.৪৯ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ | **:** | ১৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি | **:** | ১৪.৯৭ লক্ষ টাকা |
| প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম | **:** | * জলমগ্নতা, লবণাক্ততা, অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা, খরা, ঠান্ডা প্রতিরোধী এবং স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন ও জিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ। * ধানের উৎপাদন প্রযুক্তি যথা প্রতিকূল পরিবেশের ফসল ব্যবস্থাপনা, মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, মঙ্গা দূরীকরণ উপযোগী ধান-ভিত্তিক প্রযুক্তি, প্রতিকূল পরিবেশের উপযোগী শস্য আবর্তন ও খামার ব্যবস্থাপনা, রোগ ও বালাই ব্যবস্থাপনা, চাষী পর্যায়ে বীজের স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রভৃতি প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। * ব্রি’র ব্রিডার বীজ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও ব্রিডার বীজ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি। * দুইটি পিকআপ, ১০টি মটরসাইকেল ও ৬টি কৃষি যন্ত্রপাতি এবং ১০টি কম্পিউটার, ২টি ফটোকপিয়ার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। |
| **৪. প্রকল্পের নাম** | **:** | **পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত, ব্রি অঙ্গ)** |
| প্রকল্পের মেয়াদ | **:** | জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭ |
| মোট প্রাক্কলিত ব্যায় | **:** | ৭৬০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ | **:** | ২০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি | **:** | ১৯৮.৮২ লক্ষ টাকা |
| প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম | **:** | * লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাতের উপযুক্ততা যাচাই প্রদর্শনী। * ধানভিত্তিক শস্যবিন্যাসের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি। * মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং কৃষকের মাঝে বিতরণ। * যুগোপযোগী প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ। * একটি জীপ, ১টি পিকআপ, ৩টি মোটরসাইকেল, ৫টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপিয়ার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। |
| **৫. প্রকল্পের নাম** | **:** | **বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প** |
| প্রকল্পের মেয়াদ | **:** | জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০২০ |
| মোট প্রাক্কলিত ব্যায় | **:** | ২০৯৪৩.৬৯ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ | **:** | ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি | **:** | ২২৯৩.৯২ লক্ষ টাকা |
| প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম | **:** | * দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন। * ১১টি জীপ, ২টি মিনিবাস, ২টি বাস, ২২টি মোটর সাইকেল সংগ্রহ। ১৬টি পাওয়ার টিলার, ৪টি হাইড্রো টিলার, ১১টি ট্রাক্টর, ২টি সিসেল লাঙ্গল, ১৩টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ১৩টি কম্বাইন্ড হার্ভেস্টর, ১১টি পাওয়ার থ্রেসার, ১৩টি পাওয়ার পাম্প সংগ্রহ। ২৮৩টি বিভিন্ন ল্যাব যন্ত্রপাতি ও ১০০টি কম্পিউটার সংগ্রহ। * জমি অধিগ্রহণ (গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া) ১০একর করে মোট ৩০ একর। * কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নিমার্ণ ৪০০০ বর্গমিটার, প্লান্ট ব্রিডিং ক্রসিং ফিল্ড নিমার্ণ ৮০০ বর্গমিটার, ট্রান্সজেনিক গবেষণা মাঠ ২৫০০ বর্গমিটার, থ্রেসিং ফ্লোর নিমার্ণ ২১০০ বর্গমিটার, সীড ড্রাইয়িং এবং প্রসেসিং ফ্লোর নিমার্ণ ৩২০০ বর্গমিটার।   গবেষণা মাঠের দেয়াল নির্মাণ ১৪০০০ আরএম। |
| **৬. প্রকল্পের নাম** | **:** | **বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প।** |
| প্রকল্পের মেয়াদ | **:** | ফেব্রুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮) |
| মোট প্রাক্কলিত ব্যায় | **:** | ৩৩২৭.৮৩ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ | **:** | ১৬৩০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি | **:** | ১৫২৫.৯২ লক্ষ টাকা |
| প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম | **:** | * গবেষণার যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ। * গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা। সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন। * ১টি পিকআপ, ৪টি মোটরসাইকেল, ১০টি কম্পিউটার (২টি ল্যাপটপ এবং ৮টি ডেস্কটপ) এবং ১টি ফটোকপি মেশিন সংগ্রহ। |

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি:

ব্রি’র অধীনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১টি কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ছিল ৪২২.০০ লক্ষ টাকা। জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪২২.০০ লক্ষ টাকা। যা মোট বরাদ্দের ১০০%।

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য:** ২০১৬-১৭ অর্থবছরেউদ্ভাবিত জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি:

**ব্রি ধান ৭৮ এর বৈশিষ্ট্য:**

* রোপা আমন মৌসুমে আকস্মিক লবণ পানির জলোচ্ছাস সহনশীল জাত।
* সম্পূর্ণ জীবনকালে ৬-৮ ডিএস/মিটার মাত্রায় লবণাক্ততা সহনশীল এবং একইসাথে ৫-৭ দিন জলমগ্নতায় টিকে থাকতে পারে।
* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৮ সেমি।
* চালে অ্যামাইলোজ ২৫.২% এবং প্রোটিন ৮.০%।
* চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন এবং রং সাদা।
* জীবনকাল: স্বাভাবিক পরিবেশে ১৩৫ দিন। তবে জলমগ্ন হলে ১৫০দিন।
* ফলন: লবণাক্ততার মাত্রাভেদে ৩.৫-৬.৮ টন/হেক্টর।

**ব্রি ধান ৭৯ এর বৈশিষ্ট্য:**

* রোপা আমন মৌসুমের জলমগ্নতা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল জাত।
* পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১২ সেমি।
* চালে অ্যামাইলোজ ২৫.২% এবং প্রোটিন ৭.৮%।
* ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৬ গ্রাম।
* চালের আকার আকৃতি লম্বা ও মাঝারি চিকন এবং রং সাদা।
* জীবনকাল: বন্যামুক্ত পরিবেশে ১৩৫ দিন। তবে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বন্যায় ডুবে থাকলে ১৬০দিন।
* ফলন: বন্যামুক্ত পরিবেশে ৫.৫ টন/হেক্টর এবংতিন সপ্তাহ পর্যন্ত বন্যায় ডুবে থাকলে ৪.০-৪.৫ টন/হেক্টর।

**ব্রি ধান ৮০ এর বৈশিষ্ট্য:**

* রোপা আমন মৌসুমের সুগন্ধিযুক্ত জাত।
* পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১২০ সেমি
* ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৬.২গ্রাম
* চালে অ্যামাইলোজ ২৩.৬%
* চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন।
* জীবনকাল: ১৩০-১৩৫দিন
* ফলন: হেক্টরে ৪.৫-৫.০টন

**ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ এর বৈশিষ্ট্য:**

* ব্রি উদ্ভাবিত বোরো মৌসুমের হাইব্রিড ধান
* গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সে:মি:।
* কান্ড শক্ত বিধায় ঢলে পড়ার সম্ভাবনা নেই।
* গাছের গোড়া খয়েরী রং এর এবং দানায় কাঁচা অবস্থায় লাল বর্ণের টিপ (Apiculus) বিদ্যমান।
* স্বাভাবিক অবস্থায় গাছপ্রতি কুশির সংখ্যা ১২-১৫টি।
* ফলন: ৮.৫-৯.০ টন/হেক্টর।
* জীবনকাল: ১৪৩-১৪ ৫দিন।
* চালে অ্যামাইলোজ ২৩.৪ %।
* দানার আকৃতি সরু ও লম্বা।
* দানায় প্রোটিনের পরিমান শতকরা ৯ ভাগ।

**ব্রি হাইব্রিড ধান ৬ এর বৈশিষ্ট্য:**

* ব্রি উদ্ভাবিত আমন মৌসুমের হাইব্রিড ধান
* গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সে:মি:।
* কান্ড শক্ত বিধায় ঢলে পড়ার সম্ভাবনা নেই।
* স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ প্রতি কার্যকরী শীষের সংখ্যা ১২-১৫ টি।
* ফলন: ৬.০-৬.৫ টন/হে.
* জীবনকাল: ১১০-১১৫দিন।
* চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৪%।
* দানার আকৃতি সরু ও লম্বা।
* ১০০০ দানার ওজন ২২.৬ গ্রাম।
* দানায় প্রোটিনের পরিমাণ ৯.০%

**ব্রি হস্তচালিত ধানের চারা রোপণ যন্ত্র:**

* ব্যবহারের উদ্দেশ্য ধানের চারা রোপণ
* মোট ওজন ২০ কেজি
* চালনার ধরন ওয়াকিং টাইপ (টানা ও পুশিং পদ্ধতি)
* সারির সংখ্যা ০৪
* সারি থেকে সারির দুরত্ব২০ সেমি
* কার্যক্ষমতা ঘন্টায় ১৫-১৮ শতাংশ
* যন্ত্রটির আনুমানিক মূল্য ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা।

স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে বিধায় প্রোটোটাইপ সরবরাহ করলে যে কোন ওয়ার্কশপে তৈরি সম্ভব।

**উপসংহার**

প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন’ ২০১৭ পর্যন্ত ব্রি ছয়টি হাইব্রিড ও ৭৯টি ইনব্রিডসহ মোট ৮৫টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে রোপা আমন মৌসুমের জন্য ৪১টি, বোরো মৌসুমের জন্য ৩৪টি, রোপা আউশ মৌসুমের জন্য ৪টি, বোনা আউশ মৌসুমের জন্য ৬টি এবং বোরো জাত আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী ১১টি জাত রয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীলতা ও পুষ্টিগুণ বিচারে ৭৬টি ইনব্রিড জাতের মধ্যে ১০টি লবণসহনশীল, ৪টি জলমগ্নতাসহিষ্ণু, ২টি ঠান্ডাসহনশীল, ৩টি খরাসহনশীল, ৪টি জিংকসমৃদ্ধ, সুগন্ধি ও রপ্তানি উপযোগী ৭টি এবং ১টি সরুবালাম ধানের জাত রয়েছে। প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণে ব্রি বহুমূখী কার্যক্রম যেমন ওয়েব বেজড BRKB, Mobile Apps, Rice Crop Manager (RCM), **ইজিপি, ই-ফাইলিং, ব্রি রাইস ডক্টর কার্যক্রম চলমান।**

**বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট**

www.bina.gov.bd

**ভূমিকা :**

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে ১৯৬১ সালে প্রথম কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১লা জুলাই ১৯৭২ সালে পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর এ গবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৭৫ সনে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture (INA) নামে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮২ সনে কেন্দ্রটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করে। Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) Ordinance, 1984 অধ্যাদেশটি মহান জাতীয় সংসদে আইন হিসেবে পাশ হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ২০১৭ সনের ১১ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের ১১টি স্বতন্ত্র বিভাগ এবং ১৩টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

**ভিশন (Vision):**

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎকর্ষতা সাধন।

**মিশন (Mission):**

পরমাণু ও জীবপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য কলাকৌশল ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**

* পারমানবিক কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণার মাধ্যমে আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের নূতন নূতন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই ও উৎপাদনশীল একটি কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
* মাটি ও পানির আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
* যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে শস্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং রোগ ও পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং উহার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

**কার্যাবলি :**

* কৃষিতাত্ত্বিক, শস্য শারীরতাত্ত্বিক এবং মৃত্তিকা-উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা।
* নূতন জাতের শস্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অথবা পরীক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর পর্যবেক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা।
* প্রজনন ও মানসম্মত বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ করা।
* কৃষি পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন ও শস্য গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা।
* শস্য উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির উপর গবেষণা, সম্প্রসারণ, বেসরকারী সংস্থার জনবল ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
* স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান করা।
* কৃষি, কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক সমস্যার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা।
* জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা/সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা।
* দেশে বিদেশে শিক্ষামূলক ডিগ্রি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

**জনবল :**

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১ | গ্রেড-১ | ১ | ১ | ০ |  |
| ২ | গ্রেড-২ | ৩ | ৩ | ০ |  |
| ৩ | গ্রেড-৩ | ১৬ | ১০ | ৬ |  |
| ৪ | গ্রেড-৪ | ২১ | ১১ | ১০ |  |
| ৫ | গ্রেড-৫ | ২ | ২ | ০ |  |
| ৬ | গ্রেড-৬ | ৫২ | ৩৭ | ১৫ |  |
| ৭ | গ্রেড-৭ | - | - | - |  |
| ৮ | গ্রেড-৮ | - | - | - |  |
| ৯ | গ্রেড-৯ | ১১৫ | ৬৪ | ৫১ |  |
| ১০ | গ্রেড-১০ | ৪০ | ৩৮ | ২ |  |
| ১১ | গ্রেড-১১ | ৪৮ | ৩৭ | ১১ |  |
| ১২ | গ্রেড-১২ | ১৪ | ১১ | ৩ |  |
| ১৩ | গ্রেড-১৩ | ৩৪ | ১৯ | ১৫ |  |
| ১৪ | গ্রেড-১৪ | ৩৬ | ১১ | ২৫ |  |
| ১৫ | গ্রেড-১৫ | ২২ | ১৮ | ৪ |  |
| ১৬ | গ্রেড-১৬ | ৫৭ | ৩৭ | ২০ |  |
| ১৭ | গ্রেড-১৭ | - | - | - |  |
| ১৮ | গ্রেড-১৮ | ১৯ | ৫ | ১৪ |  |
| ১৯ | গ্রেড-১৯ | ৬ | ১ | ৫ |  |
| ২০ | গ্রেড-২০ | ৯২ | ৭৫ | ১৭ |  |
|  |  | ৫৭৮ | ৩৭৪ | ২০৪ |  |

**নিয়োগ/পদোন্নতি:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট |
| ৩ | - | ৩ | ১৬ | - | ১৬ | - |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইনহাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড- ১-৯ | ৮৮ | ১৩ | ৩২২ | - | ৪৩৬ |  |
| ২ | গ্রেড- ১০ | - | - | ৬৫ | - | ৬৫ |
| ৩ | গ্রেড- ১১-২০ | - | - | ১৭৮ | - | ১৭৮ |
|  | মোট | ৮৮ | ১৩ | ৫৬৫ | - | ৬৭৯ |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা) :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
| পিএইচডি | এম.এস | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড-১-৯ | ৪ | ৭ | - | ১১ |  |
| ২ | গ্রেড-১০ | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড-১১-২০ | - | - | ১৭ | ১৭ |
|  | মোট | ৪ | ৭ | ১৭ | ২৮ |

**বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং- | প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড- ১-৯ | ৭ | ৩ | ৩ | ১৩ |  |
| ২ | গ্রেড- ১০ | - | - | - |  |
| ৩ | গ্রেড- ১১-২০ | - | - | - |  |
|  | মোট | ৭ | ৩ | ৩ | ১৩ |

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে 'বিনা' কর্তৃক নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে-

* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক ৭টি নতুন জাত (বিনাধান-১৯, বিনাগম-১, বিনারসুন-১, বিনামরিচ-১, বিনাসয়াবিন-৫, বিনামসুর-১১ এবং বিনামুগ-৯) উদ্ভাবন করা হয়েছে।
* ননকমোডিটি ৪ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
* বিনা উদ্ভাবিত ৮টি ফসলের ৪০টি জাতের প্রজনন ও মানসম্মত ১৯২.১২ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ১৮৩.৫৪ মেট্রিক টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
* দেশের প্রায় ৪৫ টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ১৫০০ টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।
* তিন হাজার (৩০০০) জন কৃষক এবং ডিএই, বিএডিসি ও এনজিও এর বিভিন্ন স্তরের ৬০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
* বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ৫০,০০০ কপি লিফলেট মুদ্রণ করা হয়েছে।
* ৩০টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে।
* বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৫১২টি মৃত্তিকা নমূনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।
* মসুর, মুগকালাই, সয়াবিন, মাষকালাই, চীনাবাদাম, বরবটি, ছোলা এবং ধৈঞ্চা ফসলের জন্য মোট ৫০২ কেজি জীবাণুসার উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।
* নেরিকা ধান হতে উদ্ভাবিত মিউট্যান্ট আউশ মৌসুমের উপযোগী জাত হিসেবে ছাড়করণের নিমিত্ত ফলন পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
* বিভিন্ন জাতের ধানের বীজে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত ক্যালাসগুলো সাব-কালচার, কো-কালটিভেশন এবং কিছু কিছু ক্লোনকৃত জিন ট্রান্সফার করা হয়েছে।
* প্রতিকূলতা সহিষ্ণু/উচ্চ ফলনশীল (Stress tolerant/High yielding) জাত উদ্ভাবনের জন্য বন্য (Wild) জাতের ধানের সাথে বিনাধান-১৬ এর ক্রসের মাধ্যমে পপুলেশন উন্নয়ন করা হয়েছে।
* বোরো মৌসুমে ২টি উন্নত মিউট্যান্ট লাইন (THDB Ges E-02) সনাক্ত করা হয়েছে।
* ময়মনসিংহ এবং ঈশ্বরদীতে একটি গবেষণায় ট্রেসার পদ্ধতিতে বৃষ্টির পানি থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরের পূণ:ভরাট হার মোট বৃষ্টিপাতের ৮-১০% পাওয়া গিয়েছে।
* সাতক্ষীরা জেলায় গম ফসলের উপর বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ত পানি ও জিপসাম-পটাশ-জৈবসার প্রয়োগে ৬-৭ মাত্রার লবণাক্ত পানির ৩টি সেচের মাধ্যমে ৫ টন/হে: ফলন পাওয়া গিয়েছে।
* উন্নত গুনাগুণসম্পন্ন সরু ও লম্বা, আগাম (১১২ দিন), উচ্চফলনশীল (৬ টন/হেক্টর) আমন ধানের একটি মিউট্যান্ট MV-20 নির্বাচন করা হয়েছে।
* বোরো মৌসুমে সাতক্ষীরার লবণাক্ত এলাকায় রিজ এবং ফারো পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ১৫০ কেজি জিপসাম প্রয়োগের ফলে বিনাধান-১০ এর ফলন ৩০.০% বেশি পাওয়া গিয়েছে।
* বিনা উপকেন্দ্র নালিতাবাড়ী খামারের মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্যায়ন (Characterization) করা হয়েছে।
* বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ২০টি মৃত্তিকা সিরিজ-এ বিনাধান-১৪ এর ফসফরাসের ক্রিটিকেল লেভেল (Critical level) নির্ণয় করা হয়েছে।
* বিভিন্ন লাইন/মিউট্যান্ট যেমন: আর সি-২-৪-১-২, বিনাধান-২০ (আমন), এন-৪/৩৫০/পি-৪(৫), বিনাধান-২১ (আউশ) ও বিপি২/১০০/২ বিনাপিঁয়াজ-১ হিসেবে ছাড়করণ/নিবন্ধনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **প্রকল্পের নাম** | **:** | **বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)** |
| **প্রকল্প মেয়াদ** | **:** | **মে/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত** |
| **২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ** | **:** | **১২৫০.০০ লক্ষ টাকা** |
| **২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয়** | **:** | **১২৩৯.৭৮ লক্ষ টাকা** |
| **প্রকল্প এলাকা** | **:** | **৮টি বিভাগের ১৪ টি জেলার ১৪ টি উপজেলা** |
| প্রকল্পের উদ্দেশ্য :   * নিউক্লিয়ার, মলিকুলার এবং অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক এবং প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন মাঠ ও উদ্যান ফসলের লবণাক্ততা, অম্লতা, জলমগ্নতা, খরা, উচ্চ/নিম্ন তাপমাত্রা, রোগবালাই এবং কীটপতঙ্গ ইত্যাদি প্রতিরোধী/সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন। * বিনা’র পুরাতন ৬টি ল্যাবরেটরী নির্মাণ, অফিস ও বাসভবন মেরামত ও সম্প্রসারণসহ পরীক্ষণ মাঠের উন্নয়ন এবং ৭টি নতুন উপকেন্দ্রের ল্যাবরেটরী ও পরীক্ষণ মাঠের উন্নয়ন। * বিনা’র ১১ টি গবেষণা বিভাগ এবং ১৩ টি উপকেন্দ্রের জন্য গবেষণা যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, গ্লাসওয়্যার, ল্যাবরেটরী কাপবোর্ড, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে গবেষণাগার উন্নতিকরণ। * বিনা’র প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক ও পরিচালকবৃন্দের অফিসকক্ষ নির্মাণ/ সংস্কার, অডিটরিয়াম, কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ/সংস্কার, কেপিআই সুবিধা স্থাপন, জিন ব্যাংক ও বীজাগার উন্নয়ন এবং আইসিটি ইউনিট উন্নয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য গবেষণা যন্ত্রপাতিসমূহ, ভৌত অবকাঠামো ও যানবাহন মেরামত, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ। * মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও স্বল্প জমিতে নিবিড় এবং অধিক ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত মৃত্তিকা ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলাকৌশল ও স্থানীয় কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন। * বিনা’র উদ্ভাবিত শস্যের জাত ও প্রযুক্তিসমূহের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনার বিশ্লেষণ এবং ফলন পার্থক্য, ঝুঁকি ও গ্রহণের উপযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষণ। * বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের অঞ্চল ভিত্তিক ব্যবহার ও দেশব্যাপী সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, স্থানীয় কৃষি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণ কর্মী ও দক্ষ কৃষক গড়ে তোলা। | | |

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ১. | কর্মসূচির নাম | : | মিউটেশন ও আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের নতুন জাত ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর্মসূচি |
|  | কর্মসূচির মেয়াদ | : | জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭। |
|  | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ | : | ৬৯.০০ লক্ষ টাকা |
|  | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় | : | ৬৪.৬০ লক্ষ টাকা |
|  | প্রকল্প এলাকা | : | বিনা’র প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রেসমূহের আশে পাশের এলাকা। |
|  | কর্মসূচি র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:   * পারমাণবিক পদ্ধতির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল করলা, বেগুন, ঢেঁড়স, মিষ্টিকুমড়া, পেঁপে, স্ট্রবেরী, আদা, জিরা, পিয়াঁজ, রসুন এর উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ পুষ্টি সম্পন্ন ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবন করা। * সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। * মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। * উন্নত গুণাগুন ও মান সম্পন্ন সবজি ও ফলের উৎপাদন এবং উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। | | |
| ২. | কর্মসূচির নাম | : | পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডাল, তেলবীজ এবং দানা জাতীয় ফসলের উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন কর্মসূচি |
|  | কর্মসূচির মেয়াদ | : | জুলাই-২০১৬ থেকে জুন-২০১৯ |
|  | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ | : | ২৩৯.০০ লক্ষ টাকা |
|  | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় | : | ২৩৮.৯৮ লক্ষ টাকা |
|  | প্রকল্প এলাকা | : | বিনা’র প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রেসমূহের আশে পাশের এলাকা। |
|  | কর্মসূচি র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:  লক্ষ্য:  ক্রমহ্রাসমান আবাদযোগ্য জমি থেকে বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য দানা জাতীয় ফসলের উৎপাদনে স্থায়ী টেকসই (Sustainable) স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অপুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ।  উদ্দেশ্য :   * কৃষি গবেষণায় পরমাণু (Nuclear) ও মলিকুলার (Molecular) কৌশল ব্যবহার করে ফসলের স্বল্প জীবনকাল বিশিষ্ট বন্যা/খরা/লবণাক্ততা/উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রাসহিষ্ণু, কীট পতঙ্গ/রোগবালাই সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত ও প্রযু্ক্তি উদ্ভাবন করা; * দানা, ডাল ও তেল জাতীয় শস্যের পরিবেশ সহায়ক সেচ, সার ও কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন ; * দানা, ডাল ও তেল জাতীয় শস্যের পরিবেশ সহায়ক ও উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন জাত উদ্ভাবনের জন্য উদ্ভিদ শারীরতাত্ত্বিক গবেষণা জোরদারকরণ ও বিনা’র চলমান ক্রপ কোয়ালিটি গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ; * বিনা উদ্ভাবিত জনপ্রিয় দানা, ডাল ও তেল জাতীয় শস্যের জাতসমূহের মেইনটেনান্স ব্রিডিং ও অন্যান্য মিউট্যান্ট যা জাত হিসাবে অবমুক্ত করা হয়নি তবে বিভিন্ন কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোর সংরক্ষণ; * বিনা উদ্ভাবিত জনপ্রিয় দানা, ডাল ও তেল জাতীয় শস্যের জাতসমূহের ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য চাহিদাভিত্তিক মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত/মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ; * বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত দানা, ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের জাত ও প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ও কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা। | | |
| ৩. | কর্মসূচির নাম | : | পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন ফসল ও ফলের জাত উন্নয়ন কর্মসূচি |
|  | কর্মসূচির মেয়াদ | : | জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯। |
|  | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ | : | ৩৮.০০ লক্ষ টাকা |
|  | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় | : | **৩৬.৭৫** লক্ষ টাকা |
|  | প্রকল্প এলাকা | : | বিনা’র প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রেসমূহের আশে পাশের এলাকা। |
|  | কর্মসূচি র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:   * মিউটেশন প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করে ধান, মুগ, মসুর, সরিষা ও তিল ফসলের খরা, লবণাক্ত, বন্যা, তাপ (শীত/গরম) সহিষ্ণু ও রোগবালাই প্রতিরোধী উচ্চ ফলনশীল নুতন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে খরা এবং লবণাক্ত এলাকার অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা। * উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে লটকন, আঁশফল, সফেদা, শরীফা, ডালিম, পেয়ারা, কাউফল ও কদবেল ইত্যাদি এর উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ পুষ্টি সম্পন্ন ফলের নতুন জাত বাছাই/উদ্ভাবন করা। * সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় দেশীয় ফলের উৎপাদন ও পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। * উন্নত গুণাগুন ও মান সম্পন্ন ফলের উৎপাদন কৌশল এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। * কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদার উপর গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ সহায়ক জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। | | |

**উপসংহার :**

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ১৫টি ফসলের ৯৬টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। উত্তরাঞ্চলের মংগা নিরসনে স্বল্প মেয়াদী ধান বিনাধান-৭, বিনাধান-১১, বিনাধান-১৬ ও বিনাধান-১৭ মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। বৈরী আবহাওয়াসহিষ্ণু জাতগুলোর মধ্যে ধানের ২টি লবণসহিষ্ণু (বিনাধান-৮ ও বিনাধান-১০), জলমগ্নতাসহিষ্ণু (বিনাধান-১১ ও বিনাধান-১২), ১টি নাবী বোরো (বিনাধান-১৪), সার ও পানি সাশ্রয়ী উচ্চ ফলনশীল (বিনাধান-১৭) এবং ১টি আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী নেরিকা মিউট্যান্ট জাত (বিনাধান-১৯) রয়েছে। এছাড়াও হাওর ও জোয়ার-ভাটা কবলিত এলাকার জন্য এবং আউশ মৌসুম উপযোগী নেরিকা ধান হতে উদ্ভুত কয়েকটি মিউট্যান্ট সনাক্ত করা হয়েছে যার ফলন পরীক্ষণ চলছে।

**বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট**

www.bjri.gov.bd

**ভূমিকা :**

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯০৪ সালে স্যার আর.এস. ফিনলো’র নেতৃত্বে ঢাকায় প্রথম পাটের গবেষণা শুরু হয়। অত:পর ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাটের গবেষণা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) স্থলে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (PCJC) গঠিত হয় এবং বর্তমান স্থানে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। পাটের অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ স্টেশন এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও চান্দিনায় (কুমিল্লা) চারটি আঞ্চলিক পাট গবেষণা কেন্দ্র এবং তারাবো (নারায়নগঞ্জ), মনিরামপুর (যশোর) ও কলাপাড়ায় (পটুয়াখালী) তিনটি পাট গবেষণা উপকেন্দ্র এবং নসিপুরে (দিনাজপুর) একটি প্রজনন বীজ উৎপাদন খামার রয়েছে। পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশী/ বিদেশী বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য তৎকালিন ইন্টারন্যাশনাল জুট অর্গানাইজেশন (IJO) এর আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে বিজেআরআইতে একটি জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহিত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের প্রায় ৬০০০ জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত আছে। বিজেআরআই বর্তমানে তিনটি ধারায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

(১) পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, এর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা;

(২) পাট শিল্প গবেষণা তথা মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা; এবং

(৩)পাটের টেক্সটাইল তথা পাট ও তুলা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রনে পাটজাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা।

**রূপকল্প (Vision) :**

পাটের গবেষণা ও উন্নয়নে উৎকর্ষ অর্জন।

**অভিলক্ষ্য (Mission) :**

পাটের কৃষি ও কারিগরী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক ও পাট সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের উপার্জন বৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা করা।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**

* পাটের কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত উচ্চ ফলনশীল পাট, কেনাফ ও মেস্তার জাত উদ্ভাবন, লবণাক্ততা, নিম্ন তাপমাত্রা সহনশীল ও আলোক অসংবেদনশীল এবং রোগ ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত সার ব্যবস্থাপনা এবং পাট পচনের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
* গবেষণার মাধ্যমে পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন পণ্য তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাটজাত দ্রব্য সামগ্রীর মানোন্নয়নপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পাট পণ্য উৎপাদনে পাট শিল্পকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা।
* পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় পাটের ভূমিকা নিরুপন, নব উদ্ভাবিত পাট ও পাটজাত পণ্যের অর্থনীতি ও বিপণন গবেষণার মাধ্যমে উহার গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এবং পাটের বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বাধাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করার উপায় নির্ধারণ।
* পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরী ও অর্থনৈতিক গবেষণা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা এবং আঁশজাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণার ফলাফল সম্প্রসারণ।
* উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ প্রজনন পাট বীজ উৎপাদন, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে মান ঘোষিত (টিএলএস) উন্নত মানের পাট বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ; নির্বাচিত চাষী, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সির নিকট বিতরণ।
* পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসল, পাটজাত পণ্য ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার স্থাপন।
* ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন জাতের পাটের প্রদর্শন এবং এই সকল জাতের পাট উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষক প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
* ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, মনোগ্রাম, বুলেটিন এবং পাট গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা।
* পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারী এবং চাষীদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কারিগরী গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পাট পণ্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

**জনবল :**

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
|  |  |  |  |  |  |
| ১ | গ্রেড ১ | 1 | - | 1 | মহাপরিচালক পদে চলতি দায়িত্বে কর্মরত |
| ২ | গ্রেড ২ | 3 | - | 3 | 03 জন সিএসও চলতি দায়িত্বে কর্মরত |
| ৩ | গ্রেড ৩ | 12 | 12 | - |  |
| ৪ | গ্রেড ৪ | 35 | 35 | - |  |
| ৫ | গ্রেড ৫ | 1 | 1 | - |  |
| ৬ | গ্রেড ৬ | 52 | 43 | 9 |  |
| ৭ | গ্রেড ৭ | - | - | - |  |
| ৮ | গ্রেড ৮ | - | - | - |  |
| ৯ | গ্রেড ৯ | 71 | 50 | 21 |  |
| ১০ | গ্রেড ১০ | 15 | 10 | 5 |  |
| ১১ | গ্রেড ১১ | 5 | 3 | 2 |  |
| ১২ | গ্রেড ১২ | - | - | - |  |
| ১৩ | গ্রেড ১৩ | 26 | 13 | 13 |  |
| ১৪ | গ্রেড ১৪ | 64 | 47 | 17 |  |
| ১৫ | গ্রেড ১৫ | 1 | - | 1 |  |
| ১৬ | গ্রেড ১৬ | 71 | 64 | 7 |  |
| ১৭ | গ্রেড ১৭ | 7 | 6 | 1 |  |
| ১৮ | গ্রেড ১৮ | 22 | 20 | 2 |  |
| ১৯ | গ্রেড ১৯ | 37 | 33 | 4 |  |
| ২০ | গ্রেড ২০ | 90 | 67 | 23 |  |
|  | মোট | 513 | 404 | 109 |  |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| আভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইনহাউজ | অন্যান্য | মোট |
| 1 | গ্রেড 1-9 | 66 | 01 | 390 | - | 457 |  |
| 2 | গ্রেড 10 | - | - | 90 | - | 90 |  |
| 3 | গ্রেড 11-20 | - | - | 90 | - | 90 |  |
|  | মোট | 66 | 01 | 570 | - | 637 |  |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা) :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| পিএইচডি | এম.এস | অন্যান্য | মোট |
| 1 | গ্রেড 1-9 | 21 | - | - | 21 | চলমান |
| 2 | গ্রেড 10 | - | - | - | - |
| 3 | গ্রেড 11-20 | - | - | - | - |
|  | মোট | 21 | - | - | 21 |

**বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| 1 | গ্রেড 1-9 | 100 | 570 | - | 670 |  |
| 2 | গ্রেড 10 | - | - | - | - |  |
| 3 | গ্রেড 11-20 | - | - | - | - |  |
|  | মোট | 100 | 570 | - | 670 |  |

* দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংস্থায় ৩৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ৬৬ জন এবং ০১টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ০১জন কর্মকর্তা বিজেআরআই হতে অংশগ্রহণ করেন।
* বিজেআরআই ১৯ টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে যাতে ৫৭০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।
* ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০৮ জন বিজ্ঞানীর বৈদেশিক পিএইচডি প্রোগ্রাম চলমান আছে। এদের মধ্যে ০১ জন মালয়েশিয়া, ০১ জন কানাডা, ০১ জন চীন এবং ০৫ জন জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি অধ্যয়নরত আছে।
* ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেশের অভ্যন্তরে ১৩ জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি’তে অধ্যয়নরত আছে।
* দেশের অভ্যন্তরে ৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৬৭০ জন বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থার ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন।

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম:**

* কৃষি গবেষণার বিভিন্ন বিভাগে পাটের জার্মপ্লাজম ক্যারেক্টারাইজেশন, জাত উন্নয়ন, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, পাট ভিত্তিক শস্য পর্যায় উদ্ভাবন, উন্নত পচন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১১২টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
* তোষা পাটের একটি (ও-এমজি-১) এবং দেশী পাটের একটি (সি-৫০০৩) অগ্রবর্তী লাইন জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য বহুস্থানিক পরীক্ষণের কাজ চলছে।
* কেনাফের একটি জাত বিজেআরআই কেনাফ-৩ {১৬৪১/৩ (কেই-৩)} জাতীয় বীজ বোর্ড (NSB) কর্তৃক ছাড় করা হয়েছে।
* পাট, কেনাফ ও মেস্তার ১৪৭টি জার্মপ্লাজমের চারিত্রিক গুণাগুণ মূল্যায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৭ টি জার্মপ্লাজমকে তুলনামূলকভাবে ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জার্মপ্লাজমগুলোকে উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যবহার করা যাবে।
* জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত জার্মপ্লাজমগুলো হতে গত বছর ২৬১৮ টি জার্মপ্লাজমের বীজ বর্ধন করে জিন ব্যাংকে সমর্পন করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে মূল্যায়ন কাজে ব্যবহার করা হবে।
* দেশী, তোষা ও কেনাফের বিভিন্ন জাতের মোট ১৬৫০ কেজি প্রজনন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে যার মধ্য থেকে বিএডিসির চাহিদা অনুযায়ী ৬৮৮ কেজি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে ৮৩২ কেজি প্রজনন বীজ সরবরাহ করা হয়েছে।
* পাটের শ্যামা, ক্ষুদে শ্যামা ও আঙুলী ঘাস আগাছা দমনে পাট চাষীদের ব্যবহারের জন্য মোট ১৪ টি আগাছা নাশকের মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা পূর্বক সুপারিশ করা হয়েছে।
* স্ক্রিনিং পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত কেনাফের ৫টি Accessions এবং পাটের ৪টি Accessions এ কান্ড পচা রেজিস্ট্যান্ট পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রে পাট ফসলে সংক্রমিত পাটের রোগ-বালাই এর উপর জরিপ চালানো হয়।
* পাট, কেনাফ ও মেস্তা চাষাবাদকৃত বিভিন্ন অঞ্চলে পাটের পোকা-মাকড় সম্পর্কে জরিপ চালানো হয়।
* পাটের পোকা মাকড় দমনে ২৭ টি কীটনাশক এবং ১ টি মাকড় নাশক মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করে পাটচাষীদের ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
* পাটের হলুদ মাকড় এবং চেলে পোকা এর বিপরীত *Capsularis* এর ৪০ টি Accessions এর মধ্যে বাছাই screening করে ০৫ টি হলুদ মাকড় মুক্ত এবং ০৪ টি চেলে পোকা মুক্ত Accessions পাওয়া গেছে, যেগুলো নিশ্চিতকরণের জন্য আবারও মাঠে পরীক্ষা করা হবে।
* মিলিবাগ এবং স্পাইরাল বোরার এর বিপরীতে কেনাফের ৪৫ টি এবং মেস্তার ৩০ টি Accessions বাছাই screening করে Accession 2107 (কেনাফ) এবং Accession 5035 (মেস্তা) মিলিবাগ এবং স্পাইরাল বোরার মুক্ত পাওয়া গেছে, যেগুলি এ বছর পুনরায় মাঠে পরীক্ষা করা হবে। প্রজনন বিভাগ কর্তৃক Accession গুলো জাত উদ্ভাবনে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
* বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাট পচনের জন্য অনুজীব সংগ্রহকরত: (Isolation) তাদের পাট পচন গুনাগুন নির্ণয়।
* পাটের পানি স্বল্প এলাকায় পাটের রিবনিং করার জন্য অটো-জুট রিবনার উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং চলতি বছরে কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
* স্বল্প পানি এলাকায় পাটের রিবন রেটিং প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলমান আছে।
* সারা দেশে ০৫ টি জুট ব্লক এবং ০৪ টি জুট ভিলেজ এর মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবিত বিজেআরআই তোষা-৬ পাটের জাত এর মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা এবং কৃষক পর্যায়ে পরিচিতি এবং সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
* বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ৮ মেট্রিক টন টিএলএস বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।

**কারিগরী গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০১৬-১৭) :**

* কারিগরী গবেষণা উইংয়ের বিদ্যমান বিভাগগুলোর মাধ্যমে নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে গত ০১ বছরে ৪৯টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে।
* রাস্তার উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ, নদীর বাঁধ নির্মাণ, পাহাড়ের ঢাল রক্ষার জন্য নব উদ্ভাবিত ‘ন্যাচারাল এডিটিভ ট্রিটেড’ জুট জিও-টেক্সটাইল প্রযুক্তি বিজেএমসির নিকট হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
* পাটের কাপড়ে প্রাকৃতিক রং প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে অপ্রচলিত দ্রব্য লিচু পাতা থেকে সহজলভ্য প্রাকৃতিক ৪টি রং উদ্ভাবন করা হয়েছে যা পাট বস্ত্র ও সূতি বস্ত্রকে রঞ্জিত করে।
* প্লাষ্টিক ও বেঁতের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানিরোধীকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। পাটজাত দ্রব্যে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন- আসবাবপত্র, জুতা, কভারিং ম্যাটেরিয়ালস্ ইত্যাদি তৈরী করা যায়।
* জুট স্পিনিং পদ্ধতিতে, পাট আঁশের সাথে ভেড়ার পশম মিশ্রিত করে ‘পাট উল ব্লেন্ডেড’ সূতা তৈরী করা হয়েছে, যা দ্বারা স্বল্পমূল্যের কম্বল তৈরী করা সম্ভব।
* Warp এ cotton এবং weft এ পাটের সূতা ব্যবহার করে জুট-কটন ইউনিয়ন ফেব্রিক তৈরী করে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের মূল্য সংযোজিত পণ্য যেমন-সেমিনার ব্যাগ, এক্সিকিউটিভ ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জায়নামাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হচ্ছে।
* পাটজাত দ্রব্যের বহুমূখী ব্যবহার, রপ্তানীযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে হালকা পাটবস্ত্র তৈরীর নিমিত্তে চিকন সুতা (১০০ টেক্স) উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
* Composite Material তৈরীর লক্ষ্যে Jute Fibre এবং Jute fabric দিয়ে reinforced Composite Material তৈরী করা হয়েছে।
* পাটের সাথে তুলা মিশ্রন করে সূতা তৈরীর লক্ষ্যে পাট নরম করার জন্য Chemical treatment এর optimization করা হয়েছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যঃ**

* **পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা (১ম সংশোধিত ) প্রকল্প :**

২০১০ সালে প্রফেসর মাকসুদুল আলম এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা তোষা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন। উক্ত জীবন রহস্য উন্মোচনের পর, সে তথ্যকে কাজে লাগিয়ে পাট ফসলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে আগষ্ট ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ‘‘পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা’’ শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদে জেনোম গবেষণার সুফল কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে ১১৮২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধনী একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় গ্রীনহাউজ সংলগ্ন প্রিপারেশন কক্ষ ও বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্বে স্থাপিত ৫০০ কেভিএ পাওয়ার স্টেশনের সাথে আরও ১০০০ কেভিএ সংযোজন করে ১৫০০ কেভিএ পাওয়ার স্টেশনে রুপান্তর করা হয়েছে। উল্লিখিত অর্থ-বছরে ২৫০ কেভিএ’র ২টি ডিজেল জেনারেটর এবং ৩০ কেভিএ ২টি অনলাইন ইউপিএস (প্যারালাল) ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে। পাওয়ার স্টেশন এবং জেনারেটর পরিচালনার জন্য একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ১২৭৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৭৫.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যা বরাদ্দের ৯৯.৯৮ শতাংশ। উক্ত প্রকল্পের আওতায় জেনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে স্বল্পদিবস দৈর্ঘ্য, নিম্ন তাপমাত্রা, লবনাক্ততা, কান্ডপচা রোগ সহনশীল এবং কম লিগনিনযুক্ত চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া পাটের জেনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

* **পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর প্রকল্পঃ**

পাট ও পাট জাতীয় ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত/লাইন উদ্ভাবন, বহমুখী পাট পণ্য উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৃষি এবং কারিগরী প্রযুক্তি কৃষক ও ভোক্তাদের নিকট হস্তান্তর, বিজেআরআই এর মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে ২১.৩৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে “পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিজেআরআই এর গবেষণাকে জোরদারকরণের লক্ষ্যে ২টি গবেষণাগার সংস্কারপূর্বক আধুনিকীকরণ করা হয়েছে এবং গবেষণাগারসমূহে ১৫১ টি বিভিন্ন ধরনের গবেষণা যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ১০০০.০০ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে খরচ হয়েছে ৯৯৯.৮৮ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৯৯% । বিজেআরআেই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্রে (চান্দিনা, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, পটুয়াখালী ও মনিরামপুর) ৫টি ডিসপ্লে সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের অর্থায়নে বিজেআরআই এর সম্মেলন কক্ষকে সংস্কারপূর্বক আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বিজেআরআই এর ১০ জন বিজ্ঞানী দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত আছেন। এছাড়াও ৪৬০০ জন কৃষক/পাট পণ্য উৎপাদনকারী, ৬৪০ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং ৫৭০ জন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা/বিজ্ঞানী/কর্মচারির প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। লবনাক্ততাসহিষ্ণু পাট জাত উদ্ভাবনের জন্য দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ৬ টি উপজেলায় (কলাপাড়া, পটুয়াখালী; বেতাগী, বরগুনা; নাজিরপুর, পিরোজপুর; মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট; দাকোপ, খুলনা ও সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা) পাট আঁশ ও বীজ মৌসুমে কৃষকের জমিতে ২৭০টি পরীক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের গবেষণার মাধ্যমে ৪টি অগ্রবর্তী লাইন পাওয়া গেছে যা থেকে উচ্চ লবণাক্ততাযুক্ত (১৪ ডিএস/এম) জমিতে চাষাবাদযোগ্য জাত উদ্ভাবন করা যাবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া বিজেআরআই উদ্ভাবিত বিজেআরআই দেশী পাট-৮ কে দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলায় গত ২ বছরে চাষে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে কৃষক। এতে উপকূলীয় এলাকার বিস্তর এক ফসলি জমিতে ২টি ফসল আবাদ করা যাবে।

**বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য:**

* **জেনোম গবেষণায় সাফল্যঃ** জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বে সর্বপ্রথম দেশি ও তোষা পাটের জীবন রহস্য (Genome Sequencing) আবিস্কার করা হয়েছে এবং পাটসহ পাঁচ শতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাক *Macrophomina phaseolina* এর জীবন রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। উন্মোচিত জেনোম তথ্য ব্যবহার করে উচ্চ ফলনশীল, বিভিন্ন প্রতিকূলতা সহনশীল এবং পণ্য উৎপাদন উপযোগী পাট জাত উদ্ভাবনের জন্য বর্তমান সরকার ‘‘পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা’’ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উক্ত আবিষ্কারের ফলে পাটের বিভিন্ন প্রতিকূলতা (Stress) সহনশীল (লবণাক্ততা, খরা, বিভিন্ন পোকা-মাকড় ও রোগ-জীবানু সহনশীল ইত্যাদি), কম লিগনিন সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ২৮% জমি লবণাক্ততার কারণে পতিত থাকে। এছাড়া উত্তরাঞ্চলের একটি ব্যাপক এলাকা খরা প্রবণ। প্রকল্পটি সফল ভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ঐ সকল পতিত জমিতে পাট চাষ সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে। ফলে পতিত/ব্যবহার অনুপযোগী জমি আবাদের আওতায় আসবে। এছাড়া কম লিগনিন সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন সম্ভব হলে বস্ত্র শিল্পে তুলার বিকল্প হিসাবে অথবা তুলার সাথে সংমিশ্রনে পাটের ব্যবহারে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। এছাড়াও জেনোম গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত পাটের ৪টি অগ্রবর্তী লাইন (২টি সাদা এবং ২টি তোষা পাটের) চাষী পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় এবং আঞ্চলিক/উপ-কেন্দ্রগুলোতে ট্রায়াল পর্যায়ে চাষাবাদ হচ্ছে এবং এগুলোর Performance অত্যন্ত ভাল।
* বিজেআরআই প্রতিষ্ঠার পর থেকে মোট ৪৯ টি পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯টি (৬টি দেশী পাট, ৫টি তোষা পাট, ২টি কেনাফ ও ১টি মেস্তা) উন্নত জাত কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ করা হচেছ।
* দেশে পাট বীজের অভাব দূরীকরণে বিজেআরআই পাট বীজ উৎপাদনের জন্য ‘‘নাবী পাট বীজ উৎপাদন’’ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। স্বাভাবিক নিয়মে বীজ উৎপাদনে যেখানে প্রায় ১০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয় এবং ফলনও হয় কম সেখানে নাবী পদ্ধতিতে মাত্র ৩-৪ মাসে দ্বি-গুণ এরও বেশী (প্রায় ৭০০ কেজি/হেক্টর) ফলন পাওয়া যায়। ফলে কৃষক পর্যায়ে এ প্রযুক্তি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বীজের ঘাটতি পর্যায়ক্রমে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া ‘নিজের বীজ নিজে করি’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা হচেছ।
* এছাড়া পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শষ্য পর্যায় এবং পাট পচন প্রক্রিয়ার উপর ৭৫টি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
* ‘পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর’ প্রকল্পের গবেষণার মাধ্যমে ৪টি অগ্রবর্তী লাইন পাওয়া গেছে-যা থেকে উচ্চ লবণাক্তযুক্ত (১৪ ডিএস/এম) জমিতে চাষাবাদযোগ্য জাত উদ্ভাবন করা যাবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া বিজেআরআই উদ্ভাবিত বিজেআরআই দেশী পাট-৮ কে দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলায় কৃষক পর্যায়ে গত ২ বছরে চাষে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে। এতে উপকূলীয় এলাকার বিস্তর এলাকায় এক ফসলি জমিতে ২টি ফসল আবাদ করা যাবে।
* পাটের কারিগরী গবেষণায় ৪০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে । এর মধ্যে বেশ কিছু প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে।
* রাস্তার উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ, নদীর বাঁধ নির্মাণ, পাহাড়ের ঢাল রক্ষার জন্য নব উদ্ভাবিত ন্যাচারাল এডিটিভ ট্রিটেড জুট জিও-টেক্সটাইল প্রযুক্তি বিজেএমসির নিকট হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
* পাটের কাপড়ে প্রাকৃতিক রং প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে অপ্রচলিত দ্রব্য লিচু পাতা থেকে সহজলভ্য প্রাকৃতিক ৪টি রং উদ্ভাবন করা হয়েছে যা পাট বস্ত্র ও সূতি বস্ত্রকে রঞ্জিত করে।
* প্লাষ্টিক ও বেঁতের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানিরোধীকরণ প্রযুক্তিটি উদ্ভাবিত হয়েছে। পাটজাত দ্রব্যে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের পণ্য যেমন- আসবাবপত্র, জুতা, কভারিং ম্যাটেরিয়ালস্ ইত্যাদি তৈরী করা যায়।
* Warp এ cotton এবং weft এ পাটের সূতা ব্যবহার করে জুট-কটন ইউনিয়ন ফেব্রিক তৈরী করে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের মূল্য সংযোজিত পণ্য যেমন-সেমিনার ব্যাগ, এক্সিকিউটিভ ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জায়নামাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হচ্ছে।
* Composite Material তৈরীর লক্ষ্যে Jute Fibre এবং Jute fabric দিয়ে reinforced Composite Material তৈরী করা হয়েছে।

**উপসংহার :**

বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকরা পাটের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। ফলে কৃষক আবার পাট চাষে উৎসাহিত হচ্ছে এবং আবাদী জমির পরিমান ও ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৭.২১ লক্ষ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রেকর্ড ৮.১৪৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে ৯০.০০ লক্ষ বেল এর অধিক পাট উৎপাদিত হবে। প্রতি বছর পাটের নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে পাটের উন্নয়ন শুধু উন্নত মানের অধিক পরিমান আঁশ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না। কারণ পাট একটি শিল্পজাত পণ্য হওয়ায় এর উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানী ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয় জড়িত। পাটের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় অপরিহার্য।

**বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট**

www.bsri.gov.bd

**ভূমিকা :**

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) ইক্ষু ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসল নিয়ে গবেষণার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে ইক্ষুসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। সরকার ০৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ‘বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট’ এর নাম পরিবর্তন করে ‘বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট’ নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টিভিয়া, যষ্টিমধু প্রভৃতি মিষ্টি উৎপাদনকারী ফসলের উপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিএসআরআই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ১১টি গবেষণা বিভাগ, ১টি সঙ্গনিরোধ কেন্দ্র এবং ২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এর গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং গঠিত হয়েছে দু’টি প্রধান বিভাগ, সাতটি উপকেন্দ্র এবং দু’টি শাখার সমন্বয়ে। প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং ইক্ষু চাষি ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তির বিস্তার, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই এবং এর ফিড-ব্যাক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

**রূপকল্প (Vision):**

অধিক মিষ্টিসমৃদ্ধ স্বল্প মেয়াদি সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি ‍উদ্ভাবন।

**অভিলক্ষ্য (Mission):**

বিভিন্ন চিনিফসলের জাত উদ্ভাবন/প্রবর্তন। চিনিফসলের চাহিদাপ্রসূত, টেকসই প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ আয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া প্রভৃতির উপর গবেষণা সম্পাদন। প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমতল, চরাঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকা যেমন: লবণাক্ত ও পাহাড়ী এলাকায় বিভিন্ন চিনিফসল চাষ সম্প্রসারণ।

**প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :**

১. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

২. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগী প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা।

৩. ইক্ষুভিত্তিক খামার তৈরীর উপর গবেষণা করা এবং উহার অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা।

৪. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণা/অবহিত করা।

৫. বিভিন্ন রকম ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়ে তোলা এবং তা সংরক্ষণ করা।

৬. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিষ্টিজাতীয় ফসল বিষয়ক যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৭. মিষ্টিজাতীয় ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

৮. ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

৯. সরকারের ইক্ষু নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা।

১০. ইক্ষু চাষীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১১. উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

**জনবল :**

| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
|  |  |  |  |  |  |
|  | গ্রেড ১ | ১ | ১ | - | চলতি দায়িত্বে |
|  | গ্রেড ২ | ২ | ১ | ১ | ১ জন চলতি দায়িত্বে |
|  | গ্রেড ৩ | ১৬ | ৪ | ১২ | - |
|  | গ্রেড ৪ | ২৬ | ১২ | ১৪ |  |
|  | গ্রেড ৫ | ২ | ২ | - | - |
|  | গ্রেড ৬ | ২৭ | ২৭ | - | - |
|  | গ্রেড ৭ | ১ | - | ১ | - |
|  | গ্রেড ৮ | - | - | - | - |
|  | গ্রেড ৯ | ৫৬ | ৩৮ | ১৮ | - |
|  | গ্রেড ১০ | ১৭ | ১০ | ৭ | - |
|  | গ্রেড ১১ | ২০ | ১৭ | ৩ | - |
|  | গ্রেড ১২ | ৪৯ | ৩৭ | ১২ | - |
|  | গ্রেড ১৩ | - | - | - | - |
|  | গ্রেড ১৪ | ৩ | ২ | ১ | - |
|  | গ্রেড ১৫ | ১২ | ১০ | ২ | - |
|  | গ্রেড ১৬ | ৪৮ | ৩২ | ১৬ | - |
|  | গ্রেড ১৭ | ৬ | ৬ | - | - |
|  | গ্রেড ১৮ | - | - | - | - |
|  | গ্রেড ১৯ | ২৭ | ২৪ | ৩ | - |
|  | গ্রেড ২০ | ৮০ | ৬৪ | ১৬ | - |
|  | মোট | **৩৯৩** | **২৮৭** | **১০৬** | - |

**নতুন নিয়োগ ও পদোন্নতি :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রতিবেদনাধীন বছরে নিয়োগ | | | প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান |
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট |
| ৬ | - | ৬ | ২ | ৩ | ৫ | - |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইনহাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ১০৪ | ৩ | ৮৫ | - | ১৯২ | - |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | ১০ | - | ১০ | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ৬ | - | ১৯২ | - | ১৯৮ | - |
|  | মোট | ১১০ | ৩ | ২৮৭ | - | ৪০০ | - |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা) :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| পিএইচডি | এমএস | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৪ | - | - | ৪ | - |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | - |
|  | মোট | ৪ | - | - | ৪ | - |

**বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | বিদেশ প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৪ | - | ৪ | ৮ | - |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - | - |
|  | মোট | ৪ | - | ৪ | ৮ | - |

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :**

1. বিএসআরআই আখ ৪৬ উদ্ভাবন ও অবমুক্তকরণঃ

* জাতটি ২০১৭ সালে অবমুক্তকৃত।
* এটি ২০০৬ সালে আই ৭৭-০১ ক্লোন এর সাথে আই ৬৪-৯৮ ক্লোন এর সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত।
* সর্বোচ্চ ফলনঃ ১১৯ টন/হেক্টর।
* গড় ফলনঃ ১০৩ টন/হেক্টর।
* চিনি ধারণ ক্ষমতাঃ ১১.৪২%-১৪.৬১%; গড় ১২.৯১%।
* এটি বন্যা (১২০ সেমি. প্রবাহিত পানি ২০ দিন) এবং জলাবদ্ধতা (৪০-৬০ সেমি. পর্যন্ত দাড়ানো পানি ৫ মাস) সহিষ্ণু।

1. সুগারবিটের নতুন জাত সুগারবিট ১ নিবন্ধনঃ

* জাতটি ২০০৫ সালে সুইডেন হতে প্রবর্তন করা হয় এবং ২০১৭ সালে নিবন্ধিত হয়।
* সর্বোচ্চ ফলনঃ ১০৩ টন/হেক্টর।
* গড় ফলনঃ ৮৪ টন/হেক্টর।
* চিনি ধারণ ক্ষমতাঃ ১৩.৭৮%-১৬.০২%; গড় ১৫.০০%।

1. সুগারবিটের নতুন জাত সুগারবিট ২ নিবন্ধনঃ

* জাতটি ২০০৫ সালে সুইডেন হতে প্রবর্তন করা হয় এবং ২০১৭ সালে নিবন্ধিত হয়।
* সর্বোচ্চ ফলনঃ ১১৪ টন/হেক্টর।
* গড় ফলনঃ ৮৫ টন/হেক্টর।
* চিনি ধারণ ক্ষমতাঃ ১৩.৯৮%-১৪.০১%; গড় ১৪.০০%।

1. নিপা ভাইরাস প্রতিরোধী বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত জাল ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে খেজুরের রস আহরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনঃ

* মশারির কাপড় ব্যবহার করে সহজেই তৈরী করা যায়।
* খরচ খুবই কম।
* একটি জাল দুই থেকে তিন মৌসুম ব্যবহার করা যায়।
* স্বল্প পরিশ্রমে হাড়ির মুখ এবং গাছে জাল বেঁধে দেওয়া যায়।
* বাদুড়, চামচিকা, মশা, মাছি ও অন্যান্য পোকামাকড় খেজুরের রসে পড়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে।
* খেজুরের রস হয় নিপা ভাইরাসমুক্ত, স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যসম্মত।

1. অধিক ফল, রস ও গুড় আহরণের জন্য দেশী খেজুর ও তাল গাছের উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবনঃ

* উন্নত মাতৃগাছ থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খেজুর ও তালের চারা পলিব্যাগে উৎপাদন করা।
* নিয়ম মেনে সময়মত চারা গর্তে রোপণ করা।
* সঠিক সময়ে আগাছা ব্যবস্থাপনা, সেচ ও সার প্রয়োগ করা।
* গাছের কান্ড গঠিত হলে গাছের বাকল কেটে গাছ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
* এ প্রযুক্তি অল্প সময়ে খেজুর ও তাল গাছের ফল আসা এবং অধিক রস ও গুড় উৎপাদন নিশ্চিত করে।

1. সমন্বিত পদ্ধতিতে সুগারবিটের পোকামাকড় দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবনঃ

* ডিমের গাদা সংগ্রহ করে মেরে ফেলা।
* কীড়া প্রথম দিকে দলগত অবস্থায় থাকে তাই ঐ অবস্থায় আক্রান্ত পাতা কীড়াসহ গাছ থেকে ছিঁড়ে মেরে ফেলা।
* রোপনের ২ সপ্তাহ পর হেক্টর প্রতি ৪৫টি সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করা।
* জমিতে পারচিং পুতে পাখি বসার সুযোগ করে দেওয়া যাতে পাখি কীড়াগুলোকে সহজে ধরে খেতে পারে।
* প্রতি সপ্তাহে একবার করে কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, Bracon hebetor প্রতি হেক্টরে ৮০০-১২০০টি হিসাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে মুক্তায়িত করা।
* সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে কীটনাশক, নাইট্রো ৫০৫ ইসি ৪.৫ মিলি/লিঃ পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা (২-৩ বার)।

1. উন্নত পদ্ধতিতে স্টেভিয়া হতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অধিক চারা উৎপাদন প্রযুক্তি প্রমিতকরণঃ

* শুট টিপ, বৃন্তসহ পাতার অংশ অথবা নোডের অংশবিশেষ দিয়ে চারা উৎপাদনা করা যায়।
* স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণ স্টেভিয়ার চারা উৎপাদন করা যায়।
* চারার শতভাগ অংকুরোদগম নিশ্চিত করা যায়।
* সহজে পরিবহন করা যায়।
* অধিক ফলন পাওয়া যায়।

**উন্নয়ন প্রকল্প :**

প্রকল্পের নাম : বিএসআরআই এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫- জুন, ২০২০

প্রকল্প এলাকা : পাবনা, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, জামালপুর, গাজীপুর, শেরপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, হবিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, ঝিনাইদাহ, বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬,৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ : ১,৬০০.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

১. দুইটি আঞ্চলিক ও প্রজনন কেন্দ্র, একটি উপকেন্দ্র এবং একটি বায়োকন্ট্রেল পরীক্ষাগার নির্মাণের মাধ্যমে গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

২. ইক্ষু ও সুগারবিটের স্থানীয় ও বৈদেশিক জার্মপ্লাজম সংগ্রহকরণ, আণবিক চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন।

৩. এগ্রোব্যাকটেরিয়াম পদ্ধতি ব্যবহার করে জীবজ ও অজীবজ প্রতিকূলতা প্রতিরোধক গুণাবলীর ধারক জিন প্রতিস্থাপন।

৪. প্রচলিত পদ্ধতি এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাহিদা প্রসূত, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু, টেকসই এবং আধুনিক ইক্ষু ও সুগারবিটের জাত উদ্ভাবন।

৫. ইক্ষু ও সুগারবিটের জন্য সম্পূর্ণ, লাগসই এবং টেকসই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্যাকেজ উদ্ভাবন।

৬. নির্বাচিত গাছ হতে সংগৃহীত উন্নত জাতের দেশি তাল ও খেজুরের চারা তৈরী, রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৭. পার্বত্য চট্টগামে ইক্ষু চাষের দ্বারা তামাক চাষের এলাকা প্রতিস্থাপন।

৮. চরাঞ্চল, পাহাড়ী এলাকা এবং উপকূলীয় এলাকার জন্য কার্যকর ইক্ষু চাষাবাদ প্রযুক্তি প্রবর্তন।

৯. প্রশিক্ষণ ও প্রদশনীর মাধ্যমে মিষ্টিফসলের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্প্রসারণ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের কার্যক্রম :

প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত আরবীয় খেজুর গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত আছে। উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষাবাদ বিষয়ক ১৪০ টি প্রদর্শনী এবং সুগারবিট চাষাবাদ বিষয়ক ৫০ টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ১,০০০ টি তালের চারা, ৫,০০০ টি খেজুরের চারা ও ৫,০০০ টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ বিষয়ক ২০টি মাঠ দিবস আয়োজন (১৬০০ জন) করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি :**

কর্মসূচির নাম : দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় ইক্ষু চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি

কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৭

কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৪.৩৪ লক্ষ টাকা

২০১৬-১৭ অর্থবছরের মোট বরাদ্দ : ২৭.৪৩ লক্ষ টাকা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

১. উপকূলীয় লবণাক্ত ও পতিত এলাকায় ইক্ষু চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন ও বাস্তবায়ন।

২. কৃষক পর্যায়ে গুনগত মানসম্পন্ন বিশুদ্ধ ইক্ষু বীজ সরবরাহ।

৩. লাগসই প্রযুক্তির কলাকৌশল সম্পর্কে চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪. স্বাস্থ্য সম্মত উন্নত মানের গুড় উৎপাদন প্রযুক্তি প্রদর্শনী।

৫. গুড় তৈরীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.কৃষক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিক মাঠ দিবস অনুষ্ঠান।

৭. ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের কার্যক্রম:

কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দক্ষিণাঞ্চলের সাতটি জেলায় ৫৬ টি বসতবাড়ীতে চিবিয়ে খাওয়া আখের প্রদর্শনী, ৪৯ টি মাঠ প্রদর্শনী, ১৩২০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২ টি খামার দিবস আয়োজন করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য :**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের যে সকল উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, বিএসআরআই আখ ৪৬ উদ্ভাবন ও অবমুক্তকরণ, সুগারবিটের নতুন জাত সুগারবিট ১ ও সুগারবিট ২ নিবন্ধন, বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত জাল ব্যবহার করে নিপা ভাইরাস প্রতিরোধী স্বাস্থ্যসম্মত খেজুরের রস আহরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, অধিক ফল, রস ও গুড় আহরণের জন্য দেশী খেজুর ও তাল গাছের উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সমন্বিত পদ্ধতিতে সুগারবিটের পোকামাকড় দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নত পদ্ধতিতে স্টেভিয়া হতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অধিক চারা উৎপাদন প্রযুক্তি প্রমিতকরণ।

**উপসংহার :**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে চরাঞ্চল, পাহাড় ও লবণাক্ত এলাকাসমূহে ইক্ষু ও সুগারবিটের উন্নত ও সম্ভাবনাময় জাত ও প্রযুক্তিসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নানামুখী পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষীরা আখসহ অন্যান্য চিনিফসল যেমন: তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়া চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা বিএসআরআই এর কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। নতুন পরিকল্পনার আওতায় বিএসআরআই যষ্টিমধু ও প্রাকৃতিক মধুর উপর বিশেষ গবেষণা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

www.srdi.gov.bd

**ভূমিকা:**

ভূমি, মাটি ও পানি সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণের প্রয়োজনে এসব সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন ও উন্নয়ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে ‘সয়েল সার্ভে প্রজেক্ট অব পাকিস্তান’ নামে এ ইনস্টিটিউট এর গোড়াপত্তন হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ (Reconnaissance Soil Survey) সম্পাদন করা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠানটি ‘মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ’ রূপে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৩ সালে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৃত্তিকা জরিপ বিভাগটি পূনর্গঠন, সম্প্রসারণ এবং নতুন নামকরণ করে মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত বিভাগ বর্তমান ‘মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূমি ও মাটির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে মাটির শ্রেণিবিন্যাস এবং এ সমস্ত উপাত্ত সম্বলিত মানচিত্র প্রণয়ন ও সরবরাহ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর প্রধান কাজ। গবেষণা ও সম্প্রসারণধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটি ভূমি, মৃত্তিকা, সার ও সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠকর্মীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি মাটির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় (জৈব পদার্থ ও পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি, অম্লত্ব বৃদ্ধি, লবণাক্ততা ও ভূমি ক্ষয়), উপকূলীয় এলাকার ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির সেচ উপযোগিতা, কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার, ভূমির নিষ্কাশন জটিলতা বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানকল্পে গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ছাড়াও ০৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ২১টি জেলা কার্যালয়, ১৫টি আঞ্চলিক গবেষণাগার, ৬টি সার পরীক্ষাগার ও ২টি গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

**রূপকল্প (Vision):**

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের টেকসই ও লাভজনক ব্যবহার এবং সুরক্ষিত মৃত্তিকা পরিবেশ।

**অভিলক্ষ্য (Mission):**

মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদের ইনভেন্টরি তৈরী। ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস। ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণকারীর উপযোগী নির্দেশিকা, পুস্তিকা ও সহায়িকা প্রণয়ন। সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা। শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা।

**উদ্দেশ্য (Objectives):**

(১) মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদের ইনভেন্টরি তৈরি।

(২) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস।

(৩) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণকারীর উপযোগী নির্দেশিকা, পুস্তিকা ও সহায়িকা প্রণয়ন।

(৪) সমস্যাযুক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা।

(৫) শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা ।

**জনবল (Manpower) :**

| ক্র: নং | বেতন গ্রেড | জনবল | | | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১. | গ্রেড-১ | - | - | - | - |
| ২. | গ্রেড-২ | ১ | - | ১ | উক্ত পদে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। |
| ৩. | গ্রেড-৩ | ৪ | - | ৪ | ১টি পদ চলতি দায়িত্বের মাধ্যমে পূরণকৃত। |
| ৪. | গ্রেড-৪ | ২২ | ১৪ | ৮ | ৪টি পদ চলতি দায়িত্বের মাধ্যমে পূরণকৃত। |
| ৫. | গ্রেড-৫ | - | - | - | - |
| ৬. | গ্রেড-৬ | ৭১ | ৫০ | ২১ | - |
| ৭. | গ্রেড-৭ | - | - | - | - |
| ৮. | গ্রেড-৮ | - | - | - | - |
| ৯. | গ্রেড-৯ | ১২৭ | ৯২ | ৩৫ | - |
| ১০. | গ্রেড-১০ | ১৯ | ৯ | ১০ | - |
| ১১. | গ্রেড-১১ | ২ | ১ | ১ | - |
| ১২. | গ্রেড-১২ | ৮ | ৮ | - | - |
| ১৩. | গ্রেড-১৩ | ২৭ | ২৪ | ৩ | - |
| ১৪. | গ্রেড-১৪ | ৪১ | ৩৯ | ২ | - |
| ১৫. | গ্রেড-১৫ | - | - | - | - |
| ১৬. | গ্রেড-১৬ | ১৩২ | ১১৩ | ১৯ | - |
| ১৭. | গ্রেড-১৭ | ৩২ | ২২ | ১০ | - |
| ১৮. | গ্রেড-১৮ | ৫৭ | ৪৬ | ১১ | - |
| ১৯. | গ্রেড-১৯ | ২ | ১ | ১ | - |
| ২০. | গ্রেড-২০ | ১৫৪ | ১০৮ | ৪৬ | - |
|  | মোট : | ৬৯৯ | ৫২৭ | ১৭২ |  |

**নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | |
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট |
| ১৬ | ১৫ | ৩১ | ০৯ | ২৭ | ৩৬ |

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) **:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১। | গ্রেড ১-৯ | ১৩৫ | ৪ | ২৫ | - | ১৬৪ |  |
| ২। | গ্রেড ১০ | - | - | ৯ | - | ৯ |  |
| ৩। | গ্রেড ১১-২০ | - | - | ৩৪৫ | - | ৩৪৫ |  |
|  | মোট : | ১৩৫ | ৪ | ৩৭৯ | - | ৫১৮ |  |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা) :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চ শিক্ষা (জন) | | | | মন্তব্য |
| পিএইচডি | এমএস | অন্যান্য | মোট |
| ১। | গ্রেড ১-৯ | - | ১ | - | ১ |  |
| ২। | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |  |
| ৩। | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
|  | মোট : | - | ১ | - | ১ |  |

**বৈদেশিক সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ এক্সপোজার ভিজিট :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেডনং | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (জন) | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কসপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১। | গ্রেড ১-৯ | - | - | ২ | ২ |  |
| ২। | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |  |
| ৩। | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
|  | মোট : | - | - | ২ | ২ |  |

**কার্যাবলি :**

**ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বৈশিষ্ট্যায়ন :**

* আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।
* ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি, মৃত্তিকা এবং সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন।
* সরকারি ও বেসরকারি কৃষি খামারের বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ করে মানচিত্রসহ প্রতিবেদেন প্রণয়ন।

**কৃষক সেবা :**

* স্থায়ী মৃত্তিকা গবেষণাগারে মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের ফলাফল ও ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশ।
* ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের (এমএসটিএল) মাধ্যমে সরেজমিন কৃষকের মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার সুপারিশ।
* টেকসই মৃত্তিকা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ।
* ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি শ্রেণির গড় উর্বরতা মানের ভিত্তিতে প্রধান প্রধান ফসলের জন্য সার সুপারিশ সংবলিত ফেস্টুন বিতরণ।

**আইসিটি সেবা:**

* মোবাইল ফোন এবং ইউডিসি’র মাধ্যমে ইনস্টিটিউট কর্তৃক সৃজিত মৃত্তিকা উর্বরতা বিষয়ক বিশাল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেশের যে কোন অঞ্চলের কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী ফসলের ডিজিটাল (অনলাইন) সার সুপারিশ।
* অনলাইনে উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততার তথ্য জেনে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ।
* উপজেলাভিত্তিক মৃত্তিকা উর্বরতার তথ্যের ভিত্তিতে অফলাইনে কৃষকের জমিতে ফসল উৎপাদনে সুষম মাত্রার সার সুপারিশের সুবিধা।

**সার নমুনা বিশ্লেষণ:**

* সারের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাসায়নিক ও জৈব সারের নমুনা বিশ্লেষণ।
* সরেজমিন ভেজাল সার সনাক্তকরণের জন্য সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।

**মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা এবং উর্বরতা পরিবীক্ষণ:**

* উপকূলীয় এলাকায় মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততার দীর্ঘ মেয়াদী পরিবীক্ষণ।
* মৃত্তিকা উর্বরতার দীর্ঘ মেয়াদী পরিবীক্ষণ।

**সমস্যাযুক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা:**

* মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা আক্রান্ত জমি চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।
* উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত মাটির ব্যবস্থাপনার কৌশল উদ্ভাবন।
* পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
* পিট এবং অম্লীয় মৃত্তিকার ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

**প্রযুক্তি হস্তান্তর :**

* মৃত্তিকা পরীক্ষা ভিত্তিক সুষম সার ব্যবহার প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্লক প্রদর্শনী।
* কৃষির সাথে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে ভূমি ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
* মাটির নমুনা সংগ্রহ ও সুষম সার ব্যবহার বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ।
* সরেজমিনে ভেজাল সার সনাক্তকরণ বিষয়ে জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা, সারের ডিলার ও কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
* প্রযুক্তি বিস্তারের লক্ষ্যে ডকুমেন্টরি ফিল্ম, লিফলেট, পুস্তিকা, পোস্টার প্রকাশ।

**মানচিত্র প্রণয়ন :**

* মৃত্তিকা মানচিত্র।
* মৃত্তিকা উর্বরতা মানচিত্র।
* মৃত্তিকা লবণাক্ততা মানচিত্র।
* শস্য উপযোগিতা মানচিত্র।
* ভূমি ব্যবহার মানচিত্র।
* ভূ-প্রকৃতি মানচিত্র।
* বন্যার আশংকাযুক্ত এলাকার মানচিত্র।
* খরাপ্রবণ এলাকার মানচিত্র।
* সমস্যাযুক্ত মৃত্তিকা মানচিত্র।
* ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র।

এ সব মানচিত্র মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এ৪ (২১.০ সে.মি. × ২৯.৭ সে.মি.) ও এ১ (৫৯.৪সে.মি. × ৮৪.১সে.মি.) মাপের মানচিত্রের মূল্য যথাক্রমে ১০০.০০ (একশত) ও ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :**

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর আওতাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, আঞ্চলিক গবেষণাগার, জেলা কার্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো-

| ক্রমিক নং | উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি | গৃহীত কার্যক্রমের ফলাফল |
| --- | --- | --- |
| ০১। | উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা) নবায়ন কার্যক্রম। | আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে, মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক ৩০টি উপজেলার নবায়ণকৃত ‘উপজেলা নির্দেশিকা’ প্রেসে মুদ্রণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। |
| ০২। | অনলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম চালুকরণ। | ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশেরসবগুলো উপজেলার মাটির উর্বরতামান অনুযায়ী সুষমসার সুপারিশের লক্ষ্যে অনলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম কার্যক্রম চালু রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪,৫০০ জন কৃষক বা সেবা গ্রহীতা ফসল চাষের জন্য অনলাইনে সার সুপারিশমালা গ্রহণ করেছেন। সর্বশেষ প্রাপ্ত উপজেলাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত এই সিস্টেমে নিয়মিত আপডেট করা হয়েছে। |
| ০৩। | ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা (ইউনিয়ন সহায়িকা) প্রকাশ | বিস্তারিত জরিপের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় ১০০টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ০৪। | স্থায়ী গবেষণাগারে মাটি, পানি ও উদ্ভিদের নমুনা বিশ্লেষণ এবং ফসল ও ফসল বিন্যাস ভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান। | কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগার সমূহে প্রায় ১৮,২০৪টি মাটি, পানি, উদ্ভিদ নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রায় ১৭,৭০০টি সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। |
| ০৫। | ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কর্মসূচি | মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের বিষয়টি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ১০টি ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ২০১৬ ও খরিফ ২০১৭ মৌসুমে ১১২টি উপজেলায় সরেজমিনে মাটি পরীক্ষা করে মোট ৫,৬৫০ জন কৃষককে ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। |
| ০৬। | লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ কর্মসূচি | লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা এবং চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে লবণাক্ততা পরীবিক্ষণ সাইটসমূহ থেকে নিয়মিত মাটির নমুনা এবং নদ-নদী, অগভীর নলকূপ এবং অগার গভীরতায় নিয়মিত পানির নমুনা সংগ্রহ ও ইসি নির্ণয় করা হয়েছে। প্রতি মাসে লবণাক্ততা প্রতিবেদন তৈরী করা হচ্ছে। এছাড়া সেচ উপযোগিতার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, ডিএই বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ০৭। | উপজেলা নির্দেশিকার ভিত্তিতে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান | আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উপজেলা নির্দেশিকার ভিত্তিতে মোট ৫০০ জন কৃষককে চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। |
| ০৮। | সারের মান পরীক্ষা | এসআরডিআই-এর সার পরীক্ষাগার এবং সার পরীক্ষার সুবিধা সম্বলিত মৃত্তিকা পরীক্ষাগারসমূহে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত প্রাপ্ত ৩,৫০৯টি সার নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। |
| ০৯। | কৃষক ও সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ | * মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, ভেজাল সার সনাক্তকরণ, অনলাইন সার সুপারিশ, সমস্যাক্লিষ্ট মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ১০,০০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। * সারের ভেজাল সনাক্তকরণ, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রায় ২,০০০ সার ডিলার, ইউনিয়ন উদ্যোক্তা, জনপ্রতিনিধি, উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা ও প্রগতিশীল কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। |
| ১০। | লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র-এর গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম | * **লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনায় সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছরে মোট ২১ (একুশ)টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-** * **ডিবলিং পদ্ধতিতে লবণাক্ত মাটিতে ভূট্টা চাষ;** * **বিনা চাষে লবণাক্ত জমিতে গম উৎপাদন;** * **মিষ্টি কুমড়া চাষে বিভিন্ন ধরনের মাল্চ, কলসি সেচ ও নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের ভূমিকা;** * **লবণাক্ত মাটিতে অধিক উৎপাদনশীল জাতের তরমুজ, খিরা, ঢেড়শ ও করলা জাত বাছাই;** * **মাঝারি উঁচু জমিতে তিল ও লাউয়ের বিভিন্ন জাতের ফলনমাত্রা নিরূপণ;** * **মাঝারি উঁচু জমিতে চাষকৃত রোপা আমন এবং মাঠের উঁচু আইলে খরিপ মৌসুমে লাউ উৎপাদন;** * **উঁচু পাড়ে বিভিন্ন জৈব সার প্রয়োগের মাধ্যমে খরিপ মৌসুমে টমেটো, চিচিংগা ও করলা উৎপাদন;** * **লবণাক্ত মাটিতে বিটি বেগুনের ফলনমাত্রা নিরুপণ; এবং** * **উপকূলীয় লবণাক্ত মাটিতে বিভিন্ন মাত্রার সার প্রয়োগের মাধ্যমে রেড বীট উৎপাদন।**   এছাড়া ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত তিনটি প্রযুক্তি, যথাক্রমে- গ্রীষ্মকালীন সবজি ফসলে সেচের জন্য খামার পুকুর প্রযুক্তিএবং মাদা-ফসলের জন্য কলসি সেচ ও দ্বি-স্তর মালচিং পদ্ধতি মাঠ পর্যায়ে প্রচলণের জন্য মাঠ প্রদর্শনী, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়াও উপকূলীয় এলাকার মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার হ্রাস-বৃদ্ধি নিরূপণ লবণাক্ত মাটি ব্যবস্থাপনা ও ফসল উৎপাদনভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য নিয়মিত কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। |
| ১১। | মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র-এর গবেষণা ও সম্প্রসারণ | বান্দরবানে অবস্থিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পাহাড়ী ভূমির ক্ষয় প্রবণতা, ক্ষয়ের পরিমাণ, মৃত্তিকা ক্ষয়ের উপর মাটির গঠন প্রকৃতির প্রভাব, ক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রজাতির ঝোঁপালো উদ্ভিদের প্রভাব এবং মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক মোট ৫টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ি অঞ্চলে জুম চাষের পরিবর্তে এগ্রোফরেস্ট্রি (Slash and mulch Agro-forestry) স্থাপনের মাধ্যমে মাটি স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি অন্যতম। **এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ক্ষয়প্রবণ ভূমি পূনর্বাসনের জন্য** Geo-textile **ব্যবহার এবং** Bench terrace **পদ্ধতির প্রচলনের জন্য মাঠ প্রদর্শনীভিত্তিক কার্যক্রম চালানো হয়। পাশাপাশি অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম যেমন-** আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ, বনায়ন সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে। |
| ১২। | ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন | অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ কর্মসূচির আওতায় এসআরডিআই-এর ২১টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে রবি ও খরিপ মৌসুমে মাটির উর্বরতা মানের ভিত্তিতে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োগ বিষয়ে মোট ২৪টি ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রদর্শনীর ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সুষম মাত্রার সার ব্যবহারের ফলে ফসল ও জাতভেদে ১২-১৮% ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| ১৩। | মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ। | ব্লক প্রর্দশণী এলাকায় মাঠ দিবস, কৃষক সমাবেশ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া মাটি পরীক্ষা ও সুষম সার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচারণামূলক পোস্টার, লিফলেট, সাইনবোর্ড, বিভিন্ন পত্রিকা সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। |
| ১৪। | প্রকাশনা | * উপজেলা নির্দেশিকার প্রশিক্ষক গাইড * প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল: জৈব কৃষি প্রযুক্তি * ফসলের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষাবিষয়ক কৃষক ও কৃষি কর্মীর প্রশিক্ষণ গাইড * মৃত্তিকা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সার সুপারিশ প্রস্তুত বিষয়ক তথ্য পুস্তিকা। * ‘মাটি পরীক্ষার মানের ভিত্তিতে সার সুপারিশমালা’ বই * সুষম সার ব্যবহারের প্রযুক্তিসমূহের কলাকৌশল সংক্রান্ত পুস্তিকা * লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের কলাকৌশল সংক্রান্ত পুস্তিকা * পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন ইত্যাদি |
| ১৫। | ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন | * বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-এর মিলনায়তনে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টটিউিট এর ২দিন ব্যাপী বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, শিক্ষক, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণে এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়। * অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ কর্মসূচি এর বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কর্মসূচির কার্যক্রমের অগ্রগতি, সাফল্য ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা হয়। * সরকারী ও বেসরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়নযোগ্য সম্ভাব্য গবেষণা প্রকল্প বাছাই সংক্রান্ত একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। * এসআরডিআই-এর প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (এসআরডিআই অংগ) প্রকল্পের দিনব্যাপী ফাইনাল ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কসপে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি, সাফল্য ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা হয়। |
| ১৬। | বিবিধ | * মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থিত ১০৫টি ইট ভাটা জরিপপূর্বক মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে প্রেরণ ও জরিপলব্ধ তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদন মুদ্রণের কাজ প্রেসে চলমান রয়েছে। * প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে কৃষি-প্রযুক্তি প্রদর্শনী, সবজি মেলা ও বীজ মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছ। * জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো স্থানীয় বৃক্ষমেলা, ডিজিটাল মেলা ও কৃষি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। * বাংলাদেশ বেতার এর ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরসহ অন্যান্য কেন্দ্র থেকে মৌসুম ও ফসল সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক কথিকা প্রচার ও পরার্মশ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। * প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। * ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা বিষয়ক ছাত্র, শিক্ষক ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। |

**উন্নয়ন প্রকল্প :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **প্রকল্পের নাম** | **প্রকল্পের কার্যকাল** | **প্রাক্কলিত ব্যয়**  **(টাকা)** | **প্রকল্পের অগ্রগতি**  **(%)** |
| ১. | সার পরীক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) | জুলাই ২০১২ থেকে  ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত | ৪৪৫১.২৮ লক্ষ টাকা | ৪৩৭১.৬২ লক্ষ টাকা  (৯৮.২১%) |
| ২. | পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (এসআরডিআই অংগ) | জুলাই ২০১২ থেকে  জুন ২০১৭ পর্যন্ত | ১৩৬৫.৬৭ লক্ষ টাকা | ১৩৬০.৬৬ লক্ষ টাকা  (৯৯.৬৩%) |

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **কর্মসূচির নাম** | **কর্মসূচির কার্যকাল** | **মোট ব্যয়**  **(টাকা)** | **কর্মসূচির অগ্রগতি**  **(%)** |
| ১. | অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ | জুলাই ২০১৪ থেকে  জুন ২০১৭ পর্যন্ত | ৪০৩.০০ লক্ষ টাকা | ৪০২.২৭ লক্ষ টাকা  (৯৯.৮২%) |

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য :**

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠলগ্ন হতে পার্বত্য-চট্টগ্রামের সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং সুন্দরবন এলাকা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ (আরএসএস) সম্পন্ন করে ৩৪টি খন্ডে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সুবিধাভোগীর চাহিদামাফিক বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বিস্তারিত তথ্য এবং সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মানচিত্রসহ ভূমি ব্যবহার উপযোগীতার উপর এ পর্যন্ত আনুমানিক ২০৫টি প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়েছে। আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের (Semi-Detailed Soil Survey) মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলার (৪৬০টি) জন্য আলাদাভাবে উপজেলাভিত্তিক “ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা)” প্রকাশ করা হয়েছে। ভুমি, শস্য, মাটি, পানি, জলবায়ু ইত্যাদির একটি বিশাল তথ্য ভান্ডার হিসেবে স্থানভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ, ফসল নির্বাচন, সুষম সার ব্যবহার, কৃষি উপকরণের চাহিদা নিরূপণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী নির্ধারণসহ অন্যান্য কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নির্দেশিকাসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদানের জন্য ৬০০টি ইউনিয়নের ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন ও মুদ্রণ করা হয়েছে। ইউনিয়নভিত্তিক মাটির উর্বরতামান অনুসারে নির্দিষ্ট ফসলে সুষম জন্য সার সুপারিশ প্রয়োগের জন্য সার সুপারিশ ফেস্টুন তৈরী করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিভিন্ন উপকারভোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততার দীর্ঘমেয়াদী পরিবীক্ষণ, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে জরিপ সম্পন্নকরণ ও প্রতিবেদন (১৯৭৩, ২০০০ ও ২০০৯) প্রকাশ। এসআরডিআই কর্তৃক বিস্তারিত, আধা-বিস্তারিত ও প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ ও অন্যান্য কার্যক্রমকালে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত এবং এরিয়াল ফটোগ্রাফ, ইমেজারি ও জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার, মৃত্তিকা লবণাক্ততা ও মৃত্তিকা পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি চিহ্নিত মানচিত্র প্রণয়ন করে আসছে। মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সুষম সার প্রয়োগের সুফল কৃষকগণের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রতি বছর খরিফ ও রবি মৌসুমে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বছরে ১১২টি উপজেলায় ৫,৬০০ জন কৃষকের জমির মাটি তাৎক্ষণিক পরীক্ষাপূর্বক ফসল ও ফসল বিন্যাস অনুযায়ী সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করে। সারের ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রতিবছর প্রাপ্ত ৪০০০-৫০০০ সারের নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে চাহিদা প্রদানকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

**উপসংহার :**

এসআরডিআই দেশের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষক সেবার মাধ্যমে দেশের কৃষি খাতকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে এ প্রতিষ্ঠানের ভুমিকা অপরিসীম। দেশের সকল উপজেলার মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে এক বিশাল তথ্য ভান্ডার তৈরী করেছে এসআরডিআই। অনলাইন সার সুপারিশমালা এদেশের ডিজিটাইজেশনের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। তাছাড়া অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ কর্মসূচির মাধ্যমেও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কৃষকদের ফসল ভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করছে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে সুষম সার প্রয়োগে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উপরন্তু সমস্যাযুক্ত মাটি অর্থাৎ লবণাক্ত ও অম্লীয় মাটি এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মাটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটি নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ প্রতিষ্ঠান দেশের আপামর কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করবে এবং দেশের মাটি সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর**

www.dam.gov.bd

**ভূমিকা :**

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো কৃষিপণ্যের সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্হা নিশ্চিতকরণ। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্হা নিশ্চিত করতে না পারলে অর্থাৎ কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে না পারলে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা যায় না। কার্যকর কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্হা কৃষি উন্নয়ণের মূল চালিকা শক্তি। এ সত্য উপলব্ধি করে ১৯২৮ সালে তৎকালীন রয়েল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সন থেকে এই উপমহাদেশে সরকারীভাবে কৃষি বিপণন বিষয়ক কার্যক্রমের সূচনা হয়। তার ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্হা এবং কৃষি খাতের অপার সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমূখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, সহনীয় মূল্যে ভোক্তাদের পণ্য সরবরাহ এবং সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে কৃষিখাত থেকে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনই এ সংস্থার প্রধান দায়িত্ব।

**ভিশন (Vission) :**

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

**মিশন (Mission):**

* কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্যের আগাম প্রক্ষেপণ ও এ বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রচার করা।
* আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
* কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা দান।
* কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
* কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, সর্টিং, প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

**লক্ষ্য :**

* কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ।
* মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লে­ষণ।
* অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ।
* বাজার অবকাঠামো সম্প্রসারণ।
* কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
* কৃষিপণ্যের গুনগতমান পরিবীক্ষণ।
* কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।
* কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
* ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন (Value addition) কার্যক্রম সহায়তা প্রদান।

**উদ্দেশ্য :**

একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমুখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, ভোক্তাদের সহনীয় মূল্যে পণ্য সরবরাহ এবং সার্বিকভাবে কৃষিখাত থেকে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী :**

* কৃষিপণ্যের পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজার দর, সরবরাহ, চলাচল ও মজুদের তথ্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংগ্রহ করা এবং বুলেটিনের মাধ্যমে তা বেতার ও দৈনিক পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রচার করা।
* কৃষিপণ্যের বাজার দর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং বাজার দরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে তা স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।
* ব্যবসায়ী এবং পরিবহন সংস্থার সহযোগীতায় কৃষিপণ্য বিশেষ করে পঁচনশীল কৃষিপণ্য উদ্বৃত্ত এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় প্রেরণের জন্য কৃষক দলকে সংঘটিত করা।
* কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য নতুন/নিবিড় উৎপাদন এলাকায় পরিবহন এবং বিক্রয়ের জন্য সংগঠিত করা।
* ১৯৬৪ সালের (সংশোধিত ১৯৮৫) কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ।
* কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য বিপণন ব্যয়, লভ্যাংশ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে বিপণন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের পরামর্শ প্রদান।
* দেশের গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজারসমূহে পর্যাপ্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা।
* কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় পূর্বক প্রধান-প্রধান কৃষিপণ্যের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা প্রদান।
* অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক বহুমূখী কৃষিপণ্য উৎপাদন, চাহিদা ও যোগানের প্রক্ষেপণ নিরূপণ, ফসলের মূল্যের পূর্বাভাস প্রদান, গুরুত্বপূর্ণ ফসলের চাহিদা নিরুপণ ও এর সম্ভাব্য বাজার মূল্য প্রক্ষেপণ করা।
* কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর পরিবীক্ষণ পূর্বক আমদানী ও রপ্তানী নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান।
* কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
* কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।
* মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ক্ষতির সন্মূখীন না হন সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশে তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
* কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।
* কৃষিপণ্যের মান উন্নয়ন, প্রমিতকরণ, গ্রেডিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

**জনবল :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১ | গ্রেড ১ | - | - | - |  |
| ২ | গ্রেড ২ | ০১ | ০১ | - |  |
| ৩ | গ্রেড ৩ | ০১ | ০১ | - |  |
| ৪ | গ্রেড ৪ | ০২ | - | ০২ |  |
| ৫ | গ্রেড ৫ | ১২ | ১১ | ০১ |  |
| ৬ | গ্রেড ৬ | ২৩ | ০৪ | ১৯ |  |
| ৭ | গ্রেড ৭ | ০২ | ০২ | - |  |
| ৮ | গ্রেড ৮ | - | - | - |  |
| ৯ | গ্রেড ৯ | ১১৮ | ২৪ | ৯৪ |  |
| ১০ | গ্রেড ১০ | ৪৭ | ০২ | ৪৫ |  |
| ১১ | গ্রেড ১১ | ২১ | ১৩ | ০৮ |  |
| ১২ | গ্রেড ১২ | ৯৫ | ২৮ | ৬৭ |  |
| ১৩ | গ্রেড ১৩ | ১৯ | ১২ | ০৭ |  |
| ১৪ | গ্রেড ১৪ | ১৩ | ০৪ | ০৯ |  |
| ১৫ | গ্রেড ১৫ | ৫০ | ৫০ | - |  |
| ১৬ | গ্রেড ১৬ | ১৩০ | ১২০ | ১০ |  |
| ১৭ | গ্রেড ১৭ | - | - | - |  |
| ১৮ | গ্রেড ১৮ | ৪৪ | ৪৪ | - |  |
| ১৯ | গ্রেড ১৯ | ১৮ | ১১ | ০৭ |  |
| ২০ | গ্রেড ২০ | ২৮০ | ১২৩ | ১৫৭ |  |
|  | মোট | ৮৭৬ | ৪৫০ | ৪২৬ |  |

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে। এতে পূর্বের ৫৬৬টি পদের মধ্যে ৩০৭টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে নতুন ভাবে ৪০০টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিলুপ্তকৃত ৩০৭টি পদের মধ্যে ২৩৩টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত থাকায় শর্তানুযায়ী পদগুলো অদ্যাবধি বিলুপ্ত হয়নি বিধায় তা অনুমোদিত পদ হিসেবে দেখানো হলো।

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রঃ নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইনহাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ১৩ | ০৬ | ২৪ | - | ৪৩ | - |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ১৬ | - | ১৮৮ | - | ২০৪ | - |
|  | মোট | ২৯ | ০৬ | ২১২ | - | ২৪৭ | - |

**বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্মপোজার ভিজিট :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রঃ নং | গ্রেড নং | বিদেশ প্রশিক্ষণ | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্মপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ০২ | ০১ | ১০ | ১৩ | - |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - | - |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | ০১ | - | - | ০১ | - |
|  | মোট | ০৩ | ০১ | ১০ | ১৪ | - |

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:-

* কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত মাঠ পর্যায়ের ৬৪টি জেলা অফিস ও ৪টি উপজেলা অফিস হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর সংগ্রহ ও সংকলন পূর্বক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে ২০১২৬ বাজার তথ্য, ৪০৬০ বুলেটিন ও ৩১৮টি প্রতিবেদন আকারে প্রচার করা হয়েছে।
* সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রচলিত বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত ১৯৮৫) এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ৮৯২টি নিয়ন্ত্রিত বাজারে ব্যবসারত প্রায় ৫০০০০ জন বাজারকারবারীর মধ্যে লাইসেন্স ইস্যূ ও নবায়ন বাবদ সরকারী কোষাগারে প্রায় ১.৬২ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে। এছাড়া ৩২টি বাজার প্রজ্ঞাপিত ঘোষণার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
* কৃষকদের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করার জন্য শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে ৩৩৯৯ জন কৃষকের ৩৭৮৩ মেট্রিক টন শস্য জমার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে ৪.৭০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
* কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও কৃষকের বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা, নরসিংদী, রংপুর ও খুলনা জেলায় মোট ০৪টি অফিস-কাম- প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর মাধ্যমে কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা ছাড়াও পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
* অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক, বিপণন ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, বাজার তথ্য, আইসিটি, ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ২৪৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রায় ১০১ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১০ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভারত ইত্যাদি দেশে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে। অধিকন্তু ০২টি ব্যাচে ১০জন কমর্কর্তা থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামে এক্সপোজার ভিজিটে অংশগ্রহণ করেন।
* বাজার সংযোগ স্থাপন ও কৃষকদের দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে সর্বমোট ১৬০টি কৃষক গ্রুপ/কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এই সকল গ্রুপে সর্বমোট ১,৬০০ জন কৃষক সদস্য রয়েছেন।
* কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় কর্তনোত্তর প্রযুক্তি, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাক-সবজি ও ফল মূল প্যাকেটজাতকরণ, ফ্রেশকাট, মিক্স সবজি ও ফলমূল বিপণন, বাজার ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, উচ্চমূল্যের ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ৬,৪২০ জন কৃষক, উদ্যোক্তা, বাজারকারবারী, সুপারসপ প্রতিনিধি ও বাজার কমিটির সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে ১১টি আঞ্চলিক ও ০১টি জাতীয় ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।
* বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে ১৮টি মোটিভেশনাল ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে, যার আওতায় ৮৯০ জন কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে।
* কৃষকদের বিপণন অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় ৪টি এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল এ্যাসেম্বল সেন্টারে কৃষক ও ব্যবসায়ী সরাসরি পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা পাচ্ছে।
* সমাপ্ত ‘বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প’ এর আওতায় সৃষ্ট রিভলভিং ফান্ড কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্পভূক্ত ০৩টি সহযোগী এনজিও (আশা, ব্র্যাক ও টিএমএসএস) এর মাধ্যমে গ্রাম ও উপ-শহর অঞ্চলের ১,০৫৫ জন কৃষি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
* কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ০৫টি গবেষণা শাখা থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের কৃষিপণ্যের মূল্যভিত্তিক ১২টি গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
* ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য সরকার কর্তৃক তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণে অধিদপ্তরের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করা হয়েছে।
* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অধিদপ্তরের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প :**

**মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ)।**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১. | বাস্তবায়নকরী সংস্থা | **:** | ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) (লীড এজেন্সি);  খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি);  গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি);  ঘ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী);  ঙ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)। | | | |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | **:** | ১ জুলাই, ২০১১ হতে ৩০ জুন, ২০১৭ | | | |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | **:** | ৯৪৪.০০ লক্ষ টাকা। | | | |
| ০৪. | অর্থায়নের উৎস | **:** | জিওবি | | | |
| ০৫. | প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য | **:** | (ক) সংগ্রহোত্তর অপচয় এবং বিপণন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি।  (খ) সংগঠিত ব্যবস্থায় সংরক্ষণকৃত কৃষিপণ্যের বিপরীতে কৃষকদের ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কম মূল্যে আপদকালীন বিক্রয় (Distress sale) থেকে সুরক্ষা প্রদান।  (গ) সুবিধাভোগীদের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মোটিভেশনাল ও প্রমোশনাল কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক নির্ধারিত কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়ন করা।  (ঘ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। | | | |
| ০৬. | প্রকল্প এলাকা | **:** | (১) কুষ্টিয়া ২) চুয়াডাঙ্গা ৩) মেহেরপুর ও ৪) ঝিনাইদহ জেলার ২০টি উপজেলা। | | | |
| ০৭. | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | **:** |  | | | |
| ডিপিপি  বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (লক্ষ টাকা) | | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%) |
| আরএডিপি বরাদ্দ | অগ্রগতি (%) |
| ৯৪৪.০০ | ১১০.০০ | ১০৯.৭৭ (৯৯.৭৯%) | ৯৩৪.৯৯ |
|  |  |  |  | | | |
| ০৮. | ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতিঃ  প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০টি কৃষক গ্রুপ গঠন, ৮০ জন কৃষক/ উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৬০ জন কৃষক/উদ্যোক্তাকে মোটিভেশনাল ট্যুর প্রদান, ০১টি জাতীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন, নির্মিত ০৮টি এ্যাসেম্বল সেন্টার ও সংস্কারকৃত ০৫টি শগঋপ গুদাম চালুকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। | | | | | |

**পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ)।**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১. | বাস্তবায়নকরী সংস্থা | **:** | ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)(লীড এজেন্সি);  খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি);  গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি);  ঘ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী);  ঙ) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই);  চ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)। | | | |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | **:** | ১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৭। | | | |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | **:** | ১,০০৯.০০ লক্ষ টাকা। | | | |
| ০৪. | অর্থায়নের উৎস | **:** | জিওবি। | | | |
| ০৫. | প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য | **:** | (ক) সংগ্রহোত্তর অপচয় এবং বিপণন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি।  (খ) সংগঠিত ব্যবস্থায় সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের বিপরীতে কৃষকদের ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কম মূল্যে আপদকালীন বিক্রয় (Distress sale) থেকে সুরক্ষা প্রদান।  (গ) প্রকল্প এলাকার কৃষকদের সাথে টার্মিনাল ও রপ্তানী বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং কৃষি বিপণন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।  (ঘ) সুবিধাভোগীদের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মোটিভেশনাল ও প্রমোশনাল কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক নির্ধারিত কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়ন করা।  ঙ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।  চ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন। | | | |
| ০৬. | প্রকল্প এলাকা | **:** | (১) পিরোজপুর ২) গোপালগঞ্জ ও ৩) বাগেরহাট জেলার ২১টি উপজেলা। | | | |
| ০৭. | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | **:** |  | | | |
| ডিপিপি  বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (লক্ষ টাকা) | | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%) |
| আরএডিপি বরাদ্দ | আরএডিপি বরাদ্দ |
| ১,০০৯.০০ | ২৮১.০০ | ২৭৯.৭১(৯৯.৫৪%) | ৮৮৭.২০ |
|  |  |  |  | | | |
| ০৮. | ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতিঃ  প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩০টি কৃষকগ্রুপ গঠন, ২৯০০ জন কৃষক/উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৩৮০ জন কৃষক/উদ্যোক্তাকে মোটিভেশনাল ট্যুর প্রদান, ০১টি জাতীয় ও ০৩টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়োজন, ০২টি এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ এবং ইতোমধ্যে নির্মিত ০৪টি এ্যাসেম্বল সেন্টার ও ০৩টি সংস্কারকৃত শগঋণ গুদাম চালুকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। | | | | | |

**সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ)।**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | **:** | ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) (লীড এজেন্সি)  খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)  গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) | | | |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | **:** | ১ মার্চ, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ | | | |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | **:** | ১,৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা। | | | |
| ০৪. | অর্থায়নের উৎস | **:** | জিওবি | | | |
| ০৫. | প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য | **:** | (ক) বাজার তথ্য এবং অন্যান্য সেবার মাধ্যমে বিপণন ব্যয় হ্রাস এবং কৃষির লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানীকারকদের মাঝে কাংখিত সংযোগ স্থাপন করা।  (খ) সংগ্রহোত্তর ফসলের অপচয় কমানো এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহস্থালি পর্যায়ে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।  (গ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।  (ঘ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন। | | | |
| ০৬. | প্রকল্প এলাকা | **:** | ১) সিলেট ২) মৌলভীবাজার ৩) সুনামগঞ্জ ও ৪) হবিগঞ্জ জেলার ৩০টি উপজেলা। | | | |
| ০৭. | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | **:** |  | | | |
| ডিপিপি  বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (লক্ষ টাকা) | | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%) |
| আরএডিপি বরাদ্দ | আরএডিপি বরাদ্দ |
| ১,৩৭৮.০০ | ৩৩৪.০০ | ৩৩৩.৪৮ (৯৯.৮৫%) | ৪১৮.৩৬ |
|  |  |  |  | | | |
| ০৮. | ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতিঃ  প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫০টি কৃষক গ্রুপ গঠন, ১৬৪০ জন কৃষক/উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪৮০ জন কৃষক/ব্যবসায়ীকে মোটিভেশনাল ট্যূরে অংশগ্রহণ, ১০০ জন কৃষক/ব্যবসায়ীকে বাজার সংযোগ প্রদান, ০৬টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়োজন, ০২টি এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ, ০১টি ভিডিও ডকুমেন্টরী নির্মাণ, ০১টি সার্ভে কার্যক্রম সম্পাদন, সিলেট শহরে অফিস-কাম- প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে জমি সংগ্রহসহ প্রাথমিক কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। | | | | | |

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি :**

**বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আলু চাষীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচি**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | **:** | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)। | | | |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | **:** | ১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৮। | | | |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | **:** | ১০০.০০ লক্ষ টাকা। | | | |
| ০৪. | অর্থায়নের উৎস | **:** | জিওবি। | | | |
| ০৫. | কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য | **:** | 1. বসতবাড়ীতে আলু সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও মডেল হিসেবে স্বল্প মূল্যে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে দেশীয় প্রযুক্তিতে আলু সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রদর্শণ করা; 2. সঠিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দ্বারা অপচয় হ্রাস করার মাধ্যমে আলুচাষীদের অধিক আয় নিশ্চিত করা; 3. কর্মসূচীর আওতাভূক্ত প্রতিটি উপজেলার ২টি কৃষক বিপণন দল গঠনপূর্বক তাদেরকে আধুনিক বিপণন কলাকৌশল বিষয়ে নিবিড় ও বাস্তব সম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা; 4. ভ্যালুচেইন-সাপ্লাইচেইন এর ধারণার প্রয়োগসহ আলু চাষীদের কৃষি ব্যবসায় আগ্রহী করে গড়ে তোলা; 5. ভাত ও গমের পাশাপাশি আলুর বহুবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং আলু হতে রকমারী খাবার তৈরীর রন্ধন-প্রণালী সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আলুর বৈচিত্রময় খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা ; 6. আলুর সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষক বিপণন দলসমূহকে ত্রিপল সরবরাহ করা এবং 7. বিভিন্ন আলু প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানসমুহে মোটিভেশনাল ট্যুর-এর মাধ্যমে আলু চাষীদের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আলুর উৎপাদন, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্বুদ্ধ করা এবং বাজার সংযোগ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ। | | | |
| ০৬. | কর্মসূচী এলাকা | **:** | ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের ১১টি জেলা (মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর)। | | | |
| ০৭. | কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি | **:** | **(লক্ষ টাকা)** | | | |
| পিপিএনবি বরাদ্দ | ২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দের বিপরীতে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি | | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%) |
| আরএডিপি বরাদ্দ | অগ্রগতি (%) |
| ১০০.০০ | ৫৯.০০ | ৫৭.১১ (৯৬.৮০%) | ৭৪.৬৯ (৭৪.৬৯%) |
| ০৮. | ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতিঃ  কর্মসূচীর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬০টি কৃষক গ্রুপ গঠন, ৬০০ জন কৃষক/উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ০২টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়োজন, ২০টি গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ, ২২,০০০টি রেসিপি বুক, ফোল্ডার, পোষ্টার মুদ্রন ও বিতরণ, ৩০০ জন আলু চাষীকে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। | | | | | |

**ফ্রেশকাট শাক-সবজী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১. | কর্মসূচীর নাম | : | ফ্রেশকাট শাক-সবজী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী। | | | |
| ০২. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)। | | | |
| ০৩. | বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত। | | | |
| ০৪. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | মোটঃ ১৪০.৬০ লক্ষ টাকা। | | | |
| ০৫. | অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | জিওবিঃ ১৪০.৬০ লক্ষ টাকা। | | | |
| ০৬. | কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য | : | (ক) কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে ফ্রেশকাট শাকসব্জী ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা;  (খ) প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাক-সবজী ও ফলমূল প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে বিপণনের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;  (গ) কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা এবং প্রক্রিয়াজাতকারী পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা;  (ঘ) শাক-সবজী ও ফলমূলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post harvest loss) কমানো;  (ঙ) কৃষক, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সুপার শপ, রপ্তানীকারক ও ভোক্তার যোগসূত্র স্থাপন করা;  (চ) কর্মসূচী এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা;  (ছ) কর্মসূচী এলাকার প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাকসবজি (বিশেষ করে মিশ্র সবজি ও ফলদসহ বিভিন্ন ধরনের পাতাযুক্ত শাক-সবজি, কচুর লতি ইত্যাদি) ও ফলমূল (কাঠাল, আনারস, পেপে, আম, তরমুজ, ইত্যাদি) স্থানীয় ও ঢাকার বাজারের সুপার শপ সরবরাহের নিমিত্ত ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেটের কুলভ্যান এবং সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল মার্কেট ও নরসিংদীর কুলচেম্বার এর ব্যবহার নিশ্চিত করা;  (জ) বিভিন্ন বিপণন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;  (ঝ) নির্মিত বাজারসমূহে কাংঙ্খিত উন্নয়ন অবকাঠামোগত সুবিধা বজায় রাখতে অবকাঠামোগত সংস্কার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা। | | | |
| ০৬. | কর্মসূচী এলাকা | : | ঢাকা, নরসিংদী, খুলনা, চুয়াডাংগা, রংপুর ও কুমিল্লাসহ মোট ০৬টি জেলা। | | | |
| ০৭. | কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি | : |  | | | |
| পিপিএনবি বরাদ্দ  (লক্ষ টাকা) | ২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি | | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%) |
| আরএডিপি বরাদ্দ  (লক্ষ টাকা) | ব্যয় (লক্ষ টাকা)  অগ্রগতি (%) |
| ১৪০.৪৬ | ৫৫.০০ | ৫৪.৬১ (৯৯.৩০%) | ৫৪.৬১ |
| ০৮. | ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতিঃ  কর্মসূচীর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫০টি কৃষক গ্রুপ গঠন, ৭৩৫ জন কৃষক/উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ২২,৫০০টি ফোল্ডার, পোষ্টার, হ্যাংগিং ম্যাটেরিয়াল মুদ্রণ ও বিতরণ, ১৯টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন, ২৫ জন কৃষক/উদ্যোক্তাকে মোটিভেশনাল ট্যুর প্রদান, ০৫টি কুল চেম্বার সমৃদ্ধ ভ্যান সংগ্রহ, ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। | | | | | |

বিশেষ অর্জন/স্বীকৃতি :

* ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সফলতার স্বীকৃতি স্বরুপ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ’কে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।
* জাতীয় সবজি প্রদর্শনী ও সবজি মেলা’২০১৭-এ অংশগ্রহণ করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ৩য় পুরস্কার অর্জন করে।
* ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৪ প্রান্তিকে ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উত্তম কর্মচর্চার স্বীকৃতিস্বরুপ সনদ ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।
* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উদ্ভাবনী উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরুপ ০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে সনদ ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

* সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপণন অংগ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার ও হবিগÄ-এ ০২টি এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।
* পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১6-১7 অর্থ বছরে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার মাটিভাংগা বাজারে ০১টি এবং কাউখালী উপজেলার কাউখালী বাজারে ০১টিসহ মোট ০2টি এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।
* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অধিদপ্তরের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

**উপসংহার :**

কৃষক গ্রুপ গঠন, কৃষক প্রশিক্ষণ, বাজার তথ্য প্রচার, বাজার অবকাঠামো নির্মাণ ও কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদি কাযর্ক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন সেবা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে স্বল্প খরচে গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ বিশেষ করে গৃহ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান, পণ্য ব্র্যান্ডিং, মোড়কীকরণ, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড

www.cdb.gov.bd

**ভূমিকা:**

তুলা একটি অর্থকরী ফসল। দেশীয় বস্ত্র শিল্পের বিকাশ এবং সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশে তুলা চাষ প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে সমভূমির তুলাচাষ শুরু হওয়ার পর থেকে তুলা চাষ এলাকা ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল জাতের তুলাচাষ প্রবর্তনের ফলে তুলার ফলন হেক্টর প্রতি অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে তুলার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলার বাজার ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কৃষিপন্যের চেয়ে ভাল হওয়ায় চাষিদের নিকট তুলা এখন একটি লাভজনক ফসল হিসেবে পরিগনিত হয়েছে। বর্তমানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও জিনিং এবং ঋণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

**ভিশন (Vision ) :**

তুলা ও তুলা ফসলের উপজাত এর উৎপাদন বৃদ্ধি।

**মিশন (Mission):**

গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী ও কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ, বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তার মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি।

**উদ্দেশ্য:**

* তুলা চাষীদের সংগঠিত করে তুলা চাষ বৃদ্ধি এবং তুলা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ, উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ , উদ্ভিদ সংরক্ষণ, সেচ ও সংশ্লিষ্ট আনুষাঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
* তুলা চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন;
* চাষীদের উৎপাদিত বীজতুলা প্রক্রিয়াকরণের জন্য জিনিং ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান ;
* বীজতুলা বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান; এবং
* তুলা উন্নয়ন কর্মসূচীর সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারিত উৎপাদনের নিরবিচ্ছিন্নতার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন।

**কার্যাবলী:**

* বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগ উপযোগী পরিবেশবান্ধব স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;
* প্রশিক্ষণ, পার্টিসিপেটরী রিসার্চ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস ইত্যাদির মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে তুলা চাষের আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর ও বিস্তার করা;
* তুলাচাষের জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তুলার ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সম্প্রাসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;
* তুলাচাষীদের বিভিন্ন উপকরণ (উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান;
* জিনারদের বেসরকারীভাবে বীজতুলা এবং এর উপজাত প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান এবং
* তুলাচাষিদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;

**জনবল:**

| ক্র: নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
|  |  |  |  |  |  |
| ১ | গ্রেড ১ | ১ | ১ | - | চলতি দায়িত্বে কর্মরত |
| ২ | গ্রেড ২ | - | - | - |  |
| ৩ | গ্রেড ৩ | ৩ | ১ | ২ | চলতি দায়িত্বে কর্মরত |
| ৪ | গ্রেড ৪ | ৪ | - | ৪ |  |
| ৫ | গ্রেড ৫ | ৫ | ৫ | - |  |
| ৬ | গ্রেড ৬ | ৩৫ | ২৩ | ১২ |  |
| ৭ | গ্রেড ৭ | - | - | - |  |
| ৮ | গ্রেড ৮ | - | - | - |  |
| ৯ | গ্রেড ৯ | ৬৭ | ৩১ | ৩৬ |  |
| ১০ | গ্রেড ১০ | ১৭ | ১০ | ৭ |  |
| ১১ | গ্রেড ১১ | ১৬৫ | ১১৫ | ৫০ |  |
| ১২ | গ্রেড ১২ | - | - | - |  |
| ১৩ | গ্রেড ১৩ | ১০ | ৫ | ৫ |  |
| ১৪ | গ্রেড ১৪ | ২৩২ | ১৯১ | ৪১ |  |
| ১৫ | গ্রেড ১৫ | ১১ | ৬ | ৫ |  |
| ১৬ | গ্রেড ১৬ | ১০২ | ৬৭ | ৩৫ |  |
| ১৭ | গ্রেড ১৭ | - | - | - |  |
| ১৮ | গ্রেড ১৮ | ৩ | ২ | ১ |  |
| ১৯ | গ্রেড ১৯ | - | - | - |  |
| ২০ | গ্রেড ২০ | ২২৫ | ১৭৬ | ৪৯ |  |
|  | মোট | ৮৮০ | ৬৩৩ | ২৪৭ |  |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র: নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইনহাউজ | অন্যান্য | মোট |  |
| ১ | গ্রেড ১ | ৩৫ | ১৬ | ১৬৩ | - | ২১৪ |  |
| ২ | গ্রেড ২ | - | - | ১০ | - | ১০ |  |
| ৩ | গ্রেড ৩ | - | ০৮ | ৩৮৫ | - | ৩৯৩ |  |
|  | মোট | ৩৫ | ২৪ | ৫৫৮ | - | ৬১৭ |  |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা) :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র: নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| পিএইচডি | এম.এস | অন্যান্য | মোট |  |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ০৪ | - | - | ০৪ |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
|  | মোট | ০৪ | - | - | ০৪ |  |

**বৈদেশিক সেমিনার /ওয়ার্কশপ /এক্সপোজার ভিজিট :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র: নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |  |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ০৩ |  | ০৩ | ০৬ |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | ০২ | ০২ |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | ০১ | ০১ |  |
|  | মোট | ০৩ | - | ০৬ | ০৯ |  |

**ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র: নং | ফসল | ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের  লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ বেল) | ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের উৎপাদন (লক্ষ বেল) | মন্তব্য |
| ০১. | তুলা (আঁশতুলা) | ১.৭২ | ১.৫৬ |  |

**গবেষণা কার্যক্রম:**

২০১৬-১৭ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে সিবি-১৫ নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত ও ৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৬-১৭ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ৫টি গবেষণা কেন্দ্র/খামারে প্রজনন, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব ডিসিপ্লিনে তুলার ৩৪টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সময়ে ১৩টি জোনে (যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) মোট ১৩টি অন-ফার্ম ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে।

**বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম:**

২০১৬-১৭ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সমতল ও পাহাড়ী এলাকা মিলিয়ে মোট ৫টি গবেষণা খামার/কেন্দ্রে (শ্রীপুর, জগদীশপুর, সদরপুর, মাহিগঞ্জ ও বালাঘাটা) মোট ৮.৫ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ৫.৯০ মেট্রিক টন মৌলবীজ এবং ৬৯.০০ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ৬৪.০৮ মেট্রিক টন ভিত্তিবীজ উৎপাদন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ১৩টি জোনে চুক্তিবদ্ধ তুলাচাষিদের মাধ্যমে ৭৬ হেক্টর জমিতে সমভূমির তুলার মানঘোষিত তুলাবীজ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় যা থেকে প্রায় ৮০.৪৫ টন মানঘোষিত বীজ পাওয়া যায়। এসব বীজ ২০১৭-১৮ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ইউনিট অফিসসমূহের মাধ্যমে সাধারণ তুলাচাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতের ২০.০০ মেট্রিক টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করে ১১.৩৯ মেট্রিক টন বীজ পাওয়া যায়। পাহাড়ি জাতের তুলার বীজ তুলা চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

**তুলাচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম :**

২০১৬-১৭ মৌসুমে দেশের ১৩টি জোনে ৪২,৮৫০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১,৫৬,৫০৯ বেল আশঁতুলা উৎপাদিত হয়েছে। চাষিদের তুলাচাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিগত ২০১৬-১৭ মৌসুমে দেশের সমতল এলাকার ১৩টি জোনের ১৯৫টি ইউনিটে মোট ২,২২৩ টি প্রদর্শনী, ২৫০ হেক্টর জমিতে ব্লক প্রদর্শনী এবং ৯২টি পার্টিসিপেটরী রিসার্চ প্লট স্থাপন করা হয়েছে।

**মার্কেটিং ও জিনিং কর্মসূচি:**

তুলা উন্নয়ন বোর্ড বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের দ্বারা উৎপাদিত বীজতুলা ক্রয় করে থাকে। তবে সাধারণ চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলা বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাদানের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ মানের বীজতুলাও ক্রয় করে থাকে। বিগত ২০১৬-১৭ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ১৩৯.১৯ মেট্রিক টন মানঘোষিত বীজতুলা ক্রয় করে। ক্রয়কৃত বীজতুলা নিজস্ব জিনিং কেন্দ্রে জিনিং ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। ২০১৬-১৭ মৌসুমের পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চাষিদের নিকট থেকে ক্রয়কৃত উন্নতমানের ২০.০০ মেট্রিক টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করা হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে তুলা গবেষণা খামারসমূহে উৎপাদিত (১২৩.৮৬ মেট্রিক টন) এবং জোনসমূহ হতে ক্রয়কৃত মোট ১৩৯.১৯ মেট্রিক টন বীজতুলা জিনিং করা হয়। এছাড়া বেসরকারী বীজ কোম্পানীর ৭ মেট্রিক টন বীজতুলা সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে জিনিং করা হয়েছে।

**ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম :**

তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতি মৌসুমে ক্ষুদ্র চাষিদের তুলা চাষে উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করে থাকে। বিতরণকৃত ঋণের উপর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক (ফসলী ঋণের উপর) নির্ধারিত সুদ হারের অনুরূপ সুদ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। এছাড়া, তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলাচাষিদের ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০১৬-১৭ মৌসুমে তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রায় ১২৭.৮৯ লক্ষ টাকা বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করা হয় এবং সুদসহ মোট ১১০.৪৫ লক্ষ টাকা বিভাগীয় ঋণ আদায় করা হয়েছে। ঋণ আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক  নং | প্রকল্পের নাম | মেয়াদকাল | মোট বরাদ্দ  (লক্ষ টাকা) | ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের অগ্রগতি | | |
| বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ব্যয় (লক্ষ টাকা) | অগ্রগতি (%) |
| ১. | সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প (ফেজ-১) | জুলাই, ২০১৪ হতে  জুন, ২০১৮ | ১০৫০০ | ২৮৯৬.০০ | ২৮৭৯.২১ | ৯৯.৪২ |

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

* তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে এবং আধুনিক তুলাচাষ প্রযুক্তির ব্যবহার করে তুলার আবাদ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
* দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা, খরা, নদীর তীরবর্তী ও বন্যামুক্ত চরাঞ্চল, দুই পাহাড়ের ঢাল ও তার মধ্যবর্তী সমতলভূমি, বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে শস্য নিবিড়তা কম এমন জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা।
* কৃষি বনায়নের মাধ্যমে তুলাচাষ সম্প্রসারণ এবং পর্যায়ক্রমে তামাক চাষ এলাকায় তামাকের পরিবর্তে তুলা চাষ সম্প্রসারণ;
* তুলা ভিত্তিক লাভজনক শস্যবিন্যাস জনপ্রিয় করা।
* ভিত্তিবীজ ও প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদন করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা।
* তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/সম্প্রসারণকর্মীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা/স্টাডি ট্যুর এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি;
* তুলাচাষের উপর তুলাচাষীদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ/মোটিভেশনাল ট্যুর/এক্সচেঞ্জ ভিজিটের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
* প্রদর্শনী, মাঠ দিবস/চাষী র‌্যালী/এক্সচেঞ্জ ভিজিট প্রভৃতির মাধ্যমে তুলা চাষের আধুনিক প্রযুক্তি চাষীদের মাঝে সম্প্রসারণ;
* তুলাচাষ সম্প্রসারণের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
* সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে তুলা উৎপাদনকারী দেশ/ইনস্টিটিউশন এর এক্সপার্টদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়;
* তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আইসিটি কার্যক্রম উন্নয়ন করা;
* দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতবাড়িতে শিমুল তুলার চারা রোপন।

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:**

সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ মৌসুমে তুলার ১৫৫০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ২৯০০০ জন তুলা চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০ ব্যাচে মোট ৬০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১২টি সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তুলা চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে ২০০০০টি শিমুল তুলার চারা বিতরণ করা হয়েছে। তুলার গুণগত মান নির্ণয়ের জন্য সদর দপ্তরে HVI (High Volume Instrument) এবং AFIS (Advance Fibre Information System) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া খামারে জিনিং ও বেলিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি :**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় তুলা উন্নয়ন বোর্ড ০১টি কর্মসূচি 'বিটি কটনের জিন সনাক্তকরণ ও কার্যকারিতা নির্ধারণে গবেষণা কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করেছে। কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসূচির মেয়াদ | মোট বরাদ্দ  (লক্ষ টাকা) | ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে (লক্ষ টাকা) | | | অগ্রগতির | |
| বরাদ্দ | ছাড়কৃত | ব্যয় | বরাদ্দকৃত অর্থের | ছাড়কৃত অর্থের |
| জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ | ৬৭৬.১৩ | ২৩১.৮২ | ১৫৬.৫৬ | ১৫৫.৮৩ | ৬৭.২২% | ৯৯.৫৩% |

**কর্মসূচির উদ্দেশ্য:**

* বাংলাদেশে বিটি তুলা প্রবর্তনের জন্য বায়োসেফটি গাইডলাইন অনুযায়ী নির্ধারিত প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পন্ন করার নিমিত্তে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
* প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সহ নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগার (Contained laboratory) ও নিয়ন্ত্রিত গ্রিনহাউস (Contained Greenhouse) তৈরী।
* নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগারে (Contained laboratory) পরীক্ষণের মাধ্যমে বিদেশ হতে প্রাপ্ত তুলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিটি জিনের অবস্থান সনাক্তকরণ ও গুনগত মান মূল্যায়ন।
* নিয়ন্ত্রিত গ্রিনহাউস (Contained Greenhouse) পরীক্ষণের মাধ্যমে তুলা গাছে বিটি জিনের প্রকাশ (Gene expression) এ বিটি টক্সিনের উপস্থিতি নিরূপণ।
* ইনসেকটেরিয়াতে কৃত্তিমভাবে পালনকৃত তুলার গুটিপোকার (Cotton Bollworm) মাধ্যমে বিটি টক্সিনের কার্যকারীতার জৈবিক সনাক্তকরণ (Bioassay).
* **মাটির জৈবিক ও রাসায়নিক গুনাবলীতে বিটি তুলা চাষের প্রভাব নিরূপন করা।**
* **তুলার উপজাত দ্রব্যাদি যেমন তুলার তৈল ও খৈল এ বিটি টক্সিনের অবস্থান নিরূপন।**
* **অঞ্চলভিত্তিক নেটহাউসে নিয়ন্ত্রিত মাঠ গবেষণার মাধ্যমে বিটি তুলার জাতের মূল্যায়ন।**
* **বিটি তুলা গবেষণার মানে সংশ্লিষ্ট তুলা গবেষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।**

**কর্মসূচির কার্যক্রম:**

বিটি কটনের জিন সনাক্তকরণ ও কার্যকারিতা নির্ধারণে গবেষণা কর্মসূচির আওতায় বাংলাদশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) এ বিটি তুলার কনটেইন্ড ট্রায়াল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৫১টি ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ৪০ জন গবেষক/কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, ৩০ জন একক গবেষক ট্রেনিং, ৪০ জন গবেষণা সহকারী/মাঠকর্মী প্রশিক্ষণ এবং ৩টি কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য:**

১। সিবি-১৫ নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।

২। গবেষণার মাধ্যমে ৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বিটি কটনের Contained Trial যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের JK Agro Genetics Limited Company হতে Bt cotton seed এর Contained Trial এর অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪। ২০১৬-১৭ মৌসুমে দেশের দক্ষিণাঞ্চল তথা লবণাক্ত অঞ্চলে আমন ধান কাটার পর রবি মৌসুমী ১৫১টি প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে।

৫। তুলার গুণগত মান নির্ণয় করার জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তরে HVI (High Volume Instrument) এবং AFIS (Advance Fibre Information System) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

৬। স্বল্পমেয়াদি এ উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাত সংগ্রহের লক্ষ্যে চীন, পাকিস্তান, তুরস্ক,ভারত আফ্রিকাসহ তুলা উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পাকিস্তান হতে ৪টি, তানজানিয়া হতে ৩টি, তাজিকিস্তান হতে ৩টি, চীন হতে ২টি এবং ভারত থেকে ৩টি স্বল্পমেয়াদি জাতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭। IAEA (International Atomic Energy Agency) হতে ২টি উচ্চ তাপ সহিষ্ণু মিউটেন্ট তুলার জাতের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৮। তুলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) এবং IAEA (International Atomic Energy Agency) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ও রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

৯। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহ ছাড়াও বৃহত্তর রংপুর, যশোর, কুস্টিয়া, ঢাকা অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকার তামাক চায়ের জন্য ব্যবহৃত জমি তুলা চাষের আওতায় আনা হচ্ছে।

১০। পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলায় পাহাড়ের ভ্যালী ও পাহাড়ের ঢালে পাহাড়ী তুলা ছাড়াও সমভূমি তুলার চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত অঞ্চলে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত না করে তুলার সাথে ধান-তুলার আন্ত:চাষ করা হচ্ছে।

১১। তুলা একটি খরাসহিষ্ণু ফসল। অন্যান্য ফসলের তুলনায় তুলা চাষে স্বল্প সেচ এর প্রয়োজন হয় বিধায় দেশের খরা প্রবণ বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১২। সম্প্রসারিত তুলা চাষ ফেজ-১ প্রকল্পের আওতায় তুলাচাষীদের মাঝে বিনামূল্যে ২০,০০০টি শিমুল চারা বিতরণ করা হয়েছে।

১৩। তুলার আশেঁর গুণগত মান বৃদ্ধি ও চাষীদের উচ্চ মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্পিনিং মিল, টেক্সটাইল মিল, বীজ কোম্পানী ও প্রাইভেট জিনিং কেন্দ্রের মালিকদের সংগে মতবিনিময় সভা ও করণীয় দিক সম্পর্কে বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১৪। তুলার উপজাত হিসেবে বেসরকারীভাবে ৭০০ মেট্রিক টন ভোজ্য তেল ও ৪০০০ মেট্রিক টন উন্নত মানের খৈল উৎপাদিত হয়েছে।

**উপসংহার**

তুলা চাষ হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রামীন পুরুষ ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে অবদান রেখে যাচ্ছে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় তুলার বাজারজাতকরণ, স্বল্প সুদে (৪% হারে) তুলা চাষীদের ঋণ সুবিধা প্রদান, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসনিক সমস্যাসমূহের সমাধান, গবেষণা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ৪.০০-৫.০০ লক্ষ বেল তুলা উৎপাদন সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে প্রতিবছর সরকারের ১২০০-১৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

**বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ**

www.bmda.gov.bd

ভূমিকা:

বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে **রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার** **১৫টি উপজেলায় বিএডিসি'র অধীনে 'বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প** (**বিআইএডিপি**)' গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, হাজা/মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে বৃক্ষ রোপণ। পরবর্তীতে **১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারী রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে 'বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)' গঠণ এবং 'বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প** (**বিআইএডিপি**)**-২য় পর্যায়'** অনুমোদিত হয়। **প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে এলাকার কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন এবং পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তনসহ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। বরেন্দ্র এলাকায় প্রাথমিক সফলতা লাভ করায় পরবর্তীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক** **ষাটের দশকে** **স্থাপিত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় অঞ্চলের ১২১৭টি অকেজো গভীর নলকুপ সচল করার জন্য ২০০৩ সালে বিএমডিএ'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক বছরের মধ্যে নলকুপগুলো সচল করা হয় এবং এসব এলাকা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতাভূক্ত হয়। এর পর ক্রমান্বয়ে নাটোর জেলাসহ বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায় দীর্ঘদিনের অকেজো ২৪১৫টি গভীর নলকুপ সচলকরণের মাধ্যমে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় সংস্থার কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।**

ভিশন (Vision) :

**বরেন্দ্র এলাকার কৃষি ও কৃষি পরিবেশ উন্নয়ন।**

মিশন (Mission) :

**সেচ** অব**কাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদী জমি সম্প্রসারণ**, **মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ।**

লক্ষ্যঃ

* **বরেন্দ্র অঞ্চলকে বাংলাদেশের শস্যভান্ডারে রুপান্তর।**
* **মরুময়তা রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন এবং সম্পূরক সেচের জন্য খাল ও দিঘী পুনঃখনন।**
* **গ্রামীন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ।**
* **জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।**

উদ্দেশ্যঃ

* ***ভূপরিস্থ পানির উৎস বৃদ্ধির জন্য খাস মজা খাল ও পুকুর/দিঘী এবং অন্যান্য জলাধার পুনঃখনন করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং মৎস চাষ।***
* ***গভীর নলকুপ খনন এবং আবাদযোগ্য জমি নিয়ন্ত্রিত সেচ সুবিধার আওতায় আন***য়ন***।***
* ***সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন ও প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাস***করণ***।***
* ***ফসল বাজারজাতকরণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ সড়ক পাকাকরণ।***
* ***প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনায়ন ও মরু***করণ রোধকল্পে ***ব্যাপক বনায়ন ও নার্সারী সম্প্রসারণ।***
* ***সেচ এলাকা বৃদ্ধিকল্পে পাকা ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ।***
* ***স্থাপিত গভীর নলকুপ হতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ।***
* ***ফসল বহুমূখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি।***
* ***কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা।***

কার্যক্রম:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***কার্যাবলি*** | ***অগ্রগতি*** | |
| ২০১৬-১৭ অর্থবছর | জুন/২০১৭ পর্যন্ত **ক্র*মপুঞ্জিত*** |
| ***খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন (কিলোমিটার)*** | ***১৯৭*** | ***১৮৩৮.৭৭*** |
| ***খাস পুকুর পুনঃখনন (সংখ্যা)*** | ***৪১*** | ***৩০৭৮*** |
| ***পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ (সংখ্যা)*** | ***২৮*** | ***৭২৬*** |
| ***নদীতে পন্টুন স্থাপন (সংখ্যা)*** | ***২*** | ***৯*** |
| ***পাতকূয়া খনন (সংখ্যা)*** | ৫৫ | ১৫৫ |
| ***সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত সেচযন্ত্রে সোলার প্যানেল স্থাপন (সংখ্যা)*** | ৩০ | ৪০ |
| নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে এলএলপি স্থাপন (সংখ্যা) | ***১৭৯*** | ***২২১*** |
| অচালু গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (সংখ্যা) | ***১৭০*** | ***৪২৬৩*** |
| ***সেচনালা নির্মাণ (কিলোমিটার)*** | ৪৫৮ | ১১৩৭৪.৮৩ |
| ***সেচনালা বর্ধিতকরণ (কিলোমিটার)*** | ***৪১৯.২৫*** | ***১০০৪.২৫*** |
| ***বীজ উৎপাদন (মেট্রিক টন)*** | ***৬০০*** | ***৪০০০*** |
| ***পাকা সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)*** | ***৬৭*** | ***১১২৪.৭১*** |
| ***বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ)*** | ***৪.৩৯*** | ***২৫৬.২২*** |
| ***কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)*** | ***৩৫৯০*** | ***১৪৩৩৯৭*** |
| ***গভীর নলকূপ স্থাপন (সংখ্যা)*** | ***--*** | ***১১৫৫০*** |
| ***সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (সংখ্যা)*** | ***--*** | ***১৫৭৪৫*** |

জনবল:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ নং** | **গ্রেড নং** | **জনবল** | | | **মন্তব্য** |
| **অনুমোদিত** | **কর্মরত** | **শূন্য** | **চুক্তিভিত্তিক ০১ জনসহ মোট ৯১০ জন। এর মধ্যে রাজস্ব খাতভূক্ত ৬৫০ জন প্রকল্পভূক্ত ২৬০ জন জনবল কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন চলমান প্রকল্পে কর্মরত আছে। সকল কর্মকর্তা**/**কর্মচারীর যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের আয় হতে নির্বাহ হয়ে থাকে।** |
| **১** | **গ্রেড-১** | **--** | **--** | **--** |
| **২** | **গ্রেড-২** | **১** | **১** | **--** |
| **৩** | **গ্রেড-৩** | **--** | **--** | **--** |
| **৪** | **গ্রেড-৪** | **১** | **১** | **--** |
| **৫** | **গ্রেড-৫** | **১০** | **১০** | **--** |
| **৬** | **গ্রেড-৬** | **--** | **--** | **--** |
| **৭** | **গ্রেড-৭** | **--** | **--** | **--** |
| **৮** | **গ্রেড-৮** | **--** | **--** | **--** |
| **৯** | **গ্রেড-৯** | **৩০** | **৩০** | **--** |
| **১০** | **গ্রেড-১০** | **১১০** | **১১০** | **--** |
| **১১** | **গ্রেড-১১** | **২৬** | **২৬** | **--** |
| **১২** | **গ্রেড-১২** | **১২৪** | **১২৪** | **--** |
| **১৩** | **গ্রেড-১৩** | **২৮** | **২৮** | **--** |
| **১৪** | **গ্রেড-১৪** | **২১০** | **২১০** | **--** |
| **১৫** | **গ্রেড-১৫** | **--** | **--** | **--** |
| **১৬** | **গ্রেড-১৬** | **৪** | **৪** | **--** |
| **১৭** | **গ্রেড-১৭** | **--** | **--** | **--** |
| **১৮** | **গ্রেড-১৮** | **--** | **--** | **--** |
| **১৯** | **গ্রেড-১৯** | **১০৬** | **১০৬** | **--** |
| **২০** | **গ্রেড-২০** | **--** | **--** | **--** |
| **মোট** | | **৬৫০** | **৬৫০** |  |

কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি:

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান বা পদোন্নতি প্রদান করা হয়নি।**

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ নং** | **গ্রেড নং** | **প্রশিক্ষণ** | | | | | **মন্তব্য** |
| **আভ্যন্তরীন** | **বৈদেশিক** | **ইন হাউজ** | **অন্যান্য** | **মোট** |
| **১** | **গ্রেড-১-৯** | **৫৭** | **--** | **২২০** | **--** | **২৭৭** |  |
| **২** | **গ্রেড-১০** | **০৫** | **--** | **--** | **--** | **০৫** |  |
| **৩** | **গ্রেড-১১-২০** | **১৫** | **--** | **--** | **--** | **১৫** |  |
| মোট | | ৭৭ | -- | ২২০ | -- | ২৯৭ |  |

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ নং** | **গ্রেড নং** | **বিদেশ প্রশিক্ষণ** | | | | **মন্তব্য** |
| **সেমিনার** | **ওয়ার্কশপ** | **এক্সপোজার ভিজিট** | **মোট** |
| **১** | **গ্রেড-১-৯** | **--** | **--** | **০৪** | **০৪** |  |
| **২** | **গ্রেড-১০** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **৩** | **গ্রেড-১১-২০** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| মোট | | **--** | **--** | ০৪ | **০৪** |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম:

খাল, পুকুর/দীঘি ও অন্যান্য জলাধার পুনঃখনন এবং ক্রসড্যাম নির্মাণ:

**১৯৭ কিলোমিটার খাল ও ৪১টি পুকুর পুনঃখনন এবং খালে পানি সংরক্ষনের জন্য ২৮টি ক্রসড্যাম নির্মাণ করে ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৫৯০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করে প্রায় অতিরিক্ত ৪০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।**

নদীতে পন্টুন স্থাপন:

**সেচকাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে নদীতে ২টি পন্টুন স্থাপন করে খাল ও পুকুরে স্থানান্তর এবং সেচকাজে ব্যবহার করা হয়েছে।**

পাতকূয়া (Dugwell) খনন :

**৫৫টি পাতকূয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফানেল আকৃতির সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল যেমনঃ আলু, পটল, মরিচ, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, পিয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, ছোলা ইত্যাদি আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।**

**সৌরশক্তি দ্বারা সেচযন্ত্র পরিচালনা:**

**সেচ কার্যক্রমে** Renewable Energy **কে কাজে লাগিয়ে খাল/পুকুরের পানি সেচকাজে ব্যবহারের জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করে সেচের পাম্প পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খাল ও পুকুরের মধ্যে ৩০টি স্থানে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত এলএলপি** (**লো লিফট পাম্প**) **স্থাপন করা হয়েছে এবং ১২২০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।**

এলএলপি স্থাপন:

**সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃখননকৃত খাল ও নদীর পাড়ে মোট ১৭৯টি এলএলপি স্থাপন করে প্রায় ৮০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।**

অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন:

**দীর্ঘদিনের ১৭০টি অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে অতিরিক্ত প্রায় ৪,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৩২০০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।**

ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ ও বর্ধিতকরণ:

**স্থাপিত সেচযন্ত্রে ৪৫৮ কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও ৪১৯.২৫ কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিত করে** সেচের পানির অপচয় রোধ, কৃষিজমির সাশ্রয়সহ **সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় অতিরিক্ত ১৭০০০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে প্রায় ৫০০০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।**

সেচযন্ত্রের ব্যবহার:

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১৫৭৪৭টি সেচযন্ত্র** (**গভীর নলকূপ ও এলএলপি**) **সেচকাজে ব্যবহার করে রবি/বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে প্রায় ৫.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করে প্রায় ৩৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে।**

বীজ উৎপাদন:

**বিভিন্ন ফসলের ৬০০ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন করে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।**

সংযোগ সড়ক নির্মাণ:

**৬৭ কিলোমিটার পাকা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কৃষকের উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে।**

বনায়ন:

**প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে ৪.৩৯ লক্ষ বিভিন্ন প্রকার ফলজ, বনজ ও ঔষধী বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।**

কৃষক প্রশিক্ষণ:

**ফসলের বহুমুখীকরণ** (Crop diversification), **সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি,** AWD **পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে ৩,৫৯০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।**

উন্নয়ন প্রকল্প:

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:**

**১. প্রকল্পের নাম : গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প-২য় পর্যায়।**

**প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত।**

**প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৭৪০৩.৯৬ লক্ষ টাকা**

**মূল উদ্দেশ্য : ৩৯৭২০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান নিশ্চিত করা ও সম্পুরক সেচ সুবিধা প্রদান করা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ২৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ২৪৭৩.৯০ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%)**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।**

**২. প্রকল্পের নাম : কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীন যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প।**

**প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর/২০১০ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত।**

**প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৩৬৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা।**

**মূল উদ্দেশ্য : সড়ক নির্মানের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরনের লক্ষ্যে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৫৫৬৪.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৫৫৬৩.৭৮ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%)।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।**

**৩. প্রকল্পের নাম : পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।**

**প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত।**

**প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩২২৫.৪৫ লক্ষ টাকা।**

**মূল উদ্দেশ্য : গভীর নলকূপ স্থাপন, পুকুর ও খাল/খাড়ী পুনঃখনন এবং ক্রসড্যাম নির্মানের ম্যাধমে ৩১০০০ হেক্টর জমিতে নিয়ন্ত্রিত ও ২৯৫০০ হেক্টর জমিতে সম্পুরক সেচ প্রদান করা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৪৫৬৫.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৪৫৫৬.০৪৪ লক্ষ টাকা (৯৯.৮০%)।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।**

**৪. প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষন ও সেচ প্রকল্প -২য় পর্যায়।**

**প্রকল্প মেয়াদ : মার্চ/২০১১ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত।**

**প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৯৯৯৯.৫৭ লক্ষ টাকা।**

**মূল উদ্দেশ্য : খাস পুকুর ও খাল ও দীঘি পূন:খনন এবং ক্রসড্যাম নির্মান করে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষন ও ৩৮০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৪২৫০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৪২৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%)।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।**

**৫. প্রকল্পের নাম : রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প।**

**প্রকল্প মেয়াদ : ফেব্রুয়ারী/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত।**

**প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৭২৪.৯০ লক্ষ টাকা।**

**মূল উদ্দেশ্য : পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে ১৮০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষন।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ২০০০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ১৯৯৯.৯৩ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%)।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।**

**৬. প্রকল্পের নাম: বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প।**

**প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত।**

**প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৬১৩.০০ লক্ষ টাকা।**

**মূল উদ্দেশ্য : ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ৩৭৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা আনায়ন এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৪৪৯৯.৮১ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%)।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।**

**৭. প্রকল্পের নাম : শস্য উৎপাদনে মান সম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।**

**প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত।**

**প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৮৬.২৩ লক্ষ টাকা।**

**মূল উদ্দেশ্য : উন্নত বীজ উৎপাদন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষরা সহিষ্ণু, অল্প পানির ফসল চাষে কৃষকদের উদ্ধুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩৮৭.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৩৫৫.০০ লক্ষ টাকা (৯১.৭৩%)।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ৯১.৭৩%।**

**৮. প্রকল্পের নাম : ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প।**

**প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত।**

**প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৬১৬.২০ লক্ষ টাকা।**

**মূল উদ্দেশ্য : ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মান ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৪৮৯০.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৪৮৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%)।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।**

**৯. প্রকল্পের নাম : নওগাঁ জেলায় ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প।**

**প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত।**

**প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৯১২.৫০ লক্ষ টাকা।**

**মূল উদ্দেশ্য : খাল ও দিঘী খনন এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা;**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ২৪৯৯.৯১ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%)।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।**

**১০. প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্র এলাকায় পাতকূয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের সবজী চাষ প্রকল্প।**

**প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত।**

**প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৭৪৪.২৫ লক্ষ টাকা।**

**মূল উদ্দেশ্য : কম পানি ব্যবহার হয় এরকম শস্য উৎপাদন ও গৃহস্থালীর কাজে পানি সরবরাহ।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৫০১.০০ লক্ষ টাকা।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় : ৫০০.০০ লক্ষ টাকা (৯৯.৮০%)।**

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।**

উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

**১**) **৫৫টি পাতকূয়া খনন ও সৌরশক্তি দ্বারা পাম্প পরিচালনা করে পানি উত্তোলনের ফলে প্রায় ১০৫ হেক্টর জমিতে সবজি** (**আলু, বেগুন, টমেটো, ছোলা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি**) **চাষসহ গৃহস্থালীর কাজে পাতকূয়ার পানি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে।**

**২**) **সেচকাজে** Renewable Energy কে **কাজে লাগিয়ে নদী, খাল/পুকুরের পানি ব্যবহারের জন্য ৩০টি স্থানে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত ২ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন** **এলএলপি স্থাপন করে প্রায় ১২২০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।**

৩) **নদীতে ২টি পন্টুন স্থাপন করে পাম্পের মাধ্যমে নদীর পানি উত্তোলন করে খাল/পুকুরে স্থানান্তর ও সেচকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।**

উপসংহার:

কৃষি উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলায় সেচ কার্যক্রমসহ সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ অগ্রনী ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

www.birtan.gov.bd

**ভুমিকা :**

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন তথা নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণপূর্বক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকল্পে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি গবেষণাকে অধিকতর গতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর করার নিমিত্ত মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২' পাশ হয় এবং ১৯ জুন, ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ১৮ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাঃ মোঃ ইব্রাহিম জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে ‘‘ফলিত পুষ্টি প্রকল্প’’ হিসেবে কাজ শুরু করেন। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্ম-নির্ভরশীলতার মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা নিরসন। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনুদানে বাস্তবায়িত এটিই ছিল দেশে পুষ্টি সংক্রান্ত প্রথম প্রকল্প। উক্ত ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ ‘‘ফলিত পুষ্টি’’ প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN) করা হয় যা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮০ সাল হতে জুন/১৯৯৩ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে এডিপি এর একটি প্রকল্প হিসেবে ০১ বছর চলার পর আইএমইডি’র সুপারিশ মোতাবেক জুলাই ১৯৯৪ সাল থেকে 'বারটান' একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

**রূপকল্প (Vision) :**

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

**অভিলক্ষ্য (Mission) :**

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

**লক্ষ্য:**

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

**উদ্দেশ্য:**

* **পুষ্টি সমস্যা নিরসন:** খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে লদ্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সস্তা অথচ পুষ্টিমানে সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ, স্বল্প মূল্যে সুষম খাবার নির্বাচন, বয়স ও রোগভিত্তিক খাদ্য নির্বাচন, বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান বিষয়ে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।
* **দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন:** খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে মানব সম্পদ উন্নয়নপূর্বক পুষ্টি সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।
* **বেকার সমস্যা সমাধান:** প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজেদের বসত ভিটা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুকুর ডোবায় যথাক্রমে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ শাক-সবজি, ফল মূল এবং দ্রুত বর্ধনশীল মাছ চাষ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও বেকার সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।
* **উদ্যোক্তা সৃজন:** পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে পারিবারিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প গড়ে তুলে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা সৃজন করা।

**কার্যাবলী:**

(ক) জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(খ) সরকারি ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কৃষক ও অন্যান্যদেরকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনকরণ;

(গ) খাদ্যশস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা ;

(ঘ) স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষধি গাছ (Medicinal Plant) বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঙ) খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ, নিরূপন বা হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

(চ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জেলা বা উপজেলা ভিত্তিক বা এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়;

(ছ) খাদ্যচক্রে (Food Chain) ব্যবহৃত রাসায়নিক ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা এবং ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(জ) বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারসহ কৃষি মেলা, বিশ্বখাদ্য দিবস, পুষ্টি সপ্তাহ, প্রাণিসম্পদ মেলা, মৎস্য মেলা, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঝ) অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঞ) ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন;

(ট) বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের কারিকুলামে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক পাঠসমূহ যথাযথ অন্তর্ভুক্ত বা হালনাগাদকরণ, পাঠ প্রণয়ন এবং প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

(ঠ) প্রাকৃতিক কিংবা অন্য যে কোন কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিলে আপদকালীন ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান;

(ড) পুষ্টি অবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(ঢ) ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রদান; এবং

(ণ) সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন;

**জনবল:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক  নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূণ্য |
| ১. | গ্রেড ১ | ০ | ০ | ০ |  |
| ২. | গ্রেড ২ | ০ | ০ | ০ |
| ৩. | গ্রেড ৩ | ১ | ১ | ০ |
| ৪. | গ্রেড ৪ | ৩ | ১ | ২ |
| ৫. | গ্রেড ৫ | ৬ | ০ | ৬ |
| ৬. | গ্রেড ৬ | ২২ | ০ | ২২ |
| ৭. | গ্রেড ৭ | ০ | ০ | ০ |
| ৮. | গ্রেড ৮ | ০ | ০ | ০ |
| ৯. | গ্রেড ৯ | ৪৫ | ৩ | ৪২ |
| ১০. | গ্রেড ১০ | ৩৭ | ৫ | ৩২ |
| ১১. | গ্রেড ১১ | ০ | ০ | ০ |
| ১২. | গ্রেড ১২ | ১ | ১ | ০ |
| ১৩. | গ্রেড ১৩ | ০ | ০ | ০ |
| ১৪. | গ্রেড ১৪ | ১৭ | ২ | ১৫ |
| ১৫. | গ্রেড ১৫ | ০ | ০ | ০ |
| ১৬. | গ্রেড ১৬ | ৬১ | ৩ | ৫৮ |
| ১৭. | গ্রেড ১৭ | ১ | ০ | ১ |
| ১৮. | গ্রেড ১৮ | ০ | ০ | ০ |
| ১৯. | গ্রেড ১৯ | ০ | ০ | ০ |
| ২০. | গ্রেড ২০ | ৬৩ | ৩ | ৬০ |
| মোটঃ | | ২৫৭ | ১৯ | ২৩৮ |

**নিয়োগ/পদোন্নতি :** ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারের একজন যুগ্ম-সচিব কে বারটানের পরিচালক হিসেবে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে শূণ্য পদে কোন পদোন্নতি দেয়া হয় নি।

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রঃ নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীণ | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| ১. | গ্রেড ১-৯ | ০ | ০ | ২ | ০ | ২ | - |
| ২. | গ্রেড ১০ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ৩ | - |
| ৩. | গ্রেড ১১-২০ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ৩ | - |
| মোটঃ | | ০ | ০ | ৮ | ০ | ৮ | - |

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম:**

* বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ১১ জুলাই’ ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।
* বারটান এর সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) অনুমোদন ও যানবাহনসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং অফিস সরঞ্জামাদি ‘টিএন্ডই’তে অন্তর্ভূক্তকরণ।
* **খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ** জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণ পূর্বক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) ও বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বেতার, শিক্ষা বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) Collaboration এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে বাস্তবায়ন করে থাকে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ২৬০টি ব্যাচে ৭৭৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ জনপ্রতিনিধি, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পুরোহিত, স্থানীয় সমাজ কর্মী, ইমাম, এনজিও প্রতিনিধি ও কিষান-কিষানী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসে মেলা, কর্মশালা ও ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়।
* খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহারে মানব দেহে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, শাক-সব্জী ও ফলমুলের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং মানবদেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার বিষয়ে ৪টি কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়িত কর্মশালায় কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা মোট ১৬০ জন অংশগ্রহণ করেন।
* বিভিন্ন দিবস উদযাপনঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিশ্ব খাদ্য দিবস, মৌ মেলা, উন্নয়ন মেলা, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, বৃক্ষ মেলা, এবং ফল মেলা উদযাপন করা হয়। এছাড়া পুষ্টি বিষয়ে ৬টি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়। এতে ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।
* গণমাধ্যমের সাহায্যে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিঃ গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাক-সবজি ও ফলের পুষ্টিগুন এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভূট্টার বহুমূখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি মাসে ২টি করে মোট ২৪টি কথিকা সম্প্রচার করা হয়েছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প :**

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)- এর দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে : (১) বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প; এবং (২) ‘‘সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ’’ শীর্ষক প্রকল্প (বারটান অংগ)।

**বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প:**

* ১৭৮.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় প্রতিষ্ঠানের অফিস ভবন, ডরমিটরী ভবন, স্কুল ও কলেজ ভবন, প্রশিক্ষণ ভবন ও মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। উল্লিখিত সময়ে বরাদ্দকৃত বাজেটে নোয়াখালী আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং বরিশাল ও সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য আরও জমি অধিগ্রহণ এবং অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত বাড়িয়ে সর্বমোট ৩৩২.১২ কোটি টাকার প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৮.০০ (আটত্রিশ কোটি) টাকা তম্মধ্যে মোট ব্যয় ৩৭.৯৯৬ (সাঁইত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ ষাট হাজার) টাকা। ব্যয়েরশতকরা হার ৯৯.৯৯%।
* বারটানের অধিগ্রহণকৃত জমির বাউন্ডারী ওয়ালের বাহিরে তালগাছ এবং বাউন্ডারী ওয়ালের ভিতরে চারদিকে কাঁঠাল, কাঠবাদাম, কৃষ্ণচূড়া, বহেরা, আমড়া, সুপারী, নিম, জাম ও ১২ মাসি সাজনা গাছ ইতোমধ্যে লাগানো হয়েছে এবং নারিকেল, বিলম্বি, লটকন, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, জাম ও লেবু গাছ লাগানোর কার্যক্রম চলমান।
* সিরাজগঞ্জ, বরিশাল ও সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য নির্মাণাধীন অফিস ভবন এর কাজ শেষ হওয়ায় নবনির্মিত ভবনে অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে। ঝিনাইদহ ও রংপুর (পীরগঞ্জ) আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য নির্মাণাধীন অফিস ভবন এর কাজ শেষ হয়েছে । জনবল নিয়োগের পরপরই নবনির্মিত ভবনে অফিস চালু করা হবে। **নেত্রকোণা** আঞ্চলিক কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম চলমান।
* সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য পূর্বে অধিগ্রহণকৃত জমিতে নির্মাণাধীন অফিস ভবনের পার্শ্বে আরও ৩.৫০ একর, বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমিতে নির্মাণাধীন অফিস ভবনের পার্শ্বে আরও ২৬.১৪ একর এবং নোয়াখালী আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য সূবর্ণচর উপজেলার চরমজিদ মৌজায় ১০.১০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

**সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) :**

জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত ০৭.০০ (সাত কোটি) টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ০৫ দিন ব্যাপী ০৬ (ছয়) ব্যাচের প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণে মোট ১৮০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ও কৃষি তথ্য সার্ভিস এর ৯ম/তদুর্ধ গ্রেডের কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন । এছাড়া, দেশের ৩২টি উপজেলার ৩২টি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ৩২০০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন; প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১.৬০ (এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকা তম্মধ্যে মোট ব্যয় ১৫৮.৮৪ (এক কোটি আটান্ন লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকা। ব্যয়ের শতকরা হার ৯৯.২৭%।

**উপসংহার :**

খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি বর্তমান সরকার সবার জন্য পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টির উপর জোর দিচ্ছে। এ জন্য সরকার বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন-২০১২ পাশ এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় ১০০ (একশত) একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়, গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ সেন্টার, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিষয়ক ডিপ্লোমা ও উচ্চ শিক্ষা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র, মাঠ গবেষণাগার ও খামারসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যাভাস পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, মেধা বিকাশ ও শারীরিক গঠনে ভূমিকা রাখবে। সর্বোপরি জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী, সুস্থ ও উন্নত জাতি গঠন করা সম্ভব হবে।

**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি**

www.sca.gov.bd

**ভূমিকা :**

বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় ‍‌‘বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি’। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, আখ, মেস্তা ও কেনাফ) বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি কাজ করছে। জাতীয় বীজনীতির আলোকে দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্ত এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুয়ায়ি দেশের ৭টি বিভাগে ৭টি আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস এর মাধ্যমে সংস্থা কাজ করে থাকে।

**ভিশন (Vision) :**

মানসম্পন্ন বীজের নিশ্চয়তা।

**মিশন (Mission) :**

উচ্চ গুণাগুণ সম্পন্ন ও প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণে উৎপাদনকারীদের প্রত্যয়ন সেবা প্রদান এবং মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে বীজের মান নিশ্চিতকরণ।

**প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী:**

১) যে কোন ঘোষিত জাত ও প্রজাতির বীজ প্রত্যয়ন ;

২) নিবন্ধিত অন্যান্য জাতের বীজ প্রত্যয়ন ;

৩) বীজ প্রত্যয়নের উদ্দেশ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও লেবেলিং এর পদ্ধতি নির্ধারণ এবং চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত বীজের জাত সঠিক কিনা এবং এই বিধিমালার অধীন প্রত্যয়নের জন্য এতে অংকুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতার হার আর্দ্রতার পরিমাণ ও বীজের মানের এরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, তা নিশ্চিত করা ;

৪) কোন জাতের বা প্রজাতির বীজ প্রত্যয়নের জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বপনকৃত বীজের উৎস বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হয়েছিল কিনা, এই বিধিমালা অনুসারে বীজ ক্রয়ে রেকর্ড আছে কিনা এবং ফি পরিশোধ হয়েছে কিনা তা যাচাই করা ;

৫) স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation), বিজাত বাছাই (Rouging), যদি প্রয়োজন হয়, এবং সংশ্লিষ্ট জাতের বা প্রজাতির সুনির্দিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির (Factors) ন্যূনতম মান সর্বদা বজায় রাখাসহ বীজ মাঠে প্রত্যয়নের জন্য নির্ধারিত গ্রহণীয় মাত্রার অতিরিক্ত বীজ বাহিত রোগের উপস্থিতি যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে মাঠ পরিদর্শন করা ;

৬) অন্য জাতের বা প্রজাতির বীজের মিশ্রণ ঘটেছে কিনা তা দেখতে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা ;

৭) মাঠ পরিদর্শন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন, নমুনা বিশ্লেষণ এবং চিহ্নিতকরণ, লেবেলিং, সিলিংসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান সুচারূভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা ;

৮) বীজ ব্যবসায়ী কর্তৃক বাজারজাতকৃত বীজের ধারকের সাথে সংযুক্ত লেবেলে বর্ণিত বীজের মান তাতে বিধৃতরূপে সঠিক আছে কিনা তা বাজারজাত পরবর্তী নমুনা পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা তদারকি করা এবং মান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার ফলাফল বীজ ব্যবসায়ীগণকে অবগত করা ;

৯) ডিইউএস (DUS: Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষার অংশ হিসাবে জাতের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলীর কর্মকান্ড (Varietal description activities) পরিচালনা করা এবং সে সকল জাতের কার্যকারীতা পরীক্ষার (VCU: Value for Cultivation and Uses) জন্য সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

১০) বিভিন্ন ফসলের বীজের গুণের ন্যূনতম মান, সময় পূনর্বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা ;

১১) প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বীজ ব্যবসায়ী ও প্রত্যায়িত বীজের তালিকা প্রকাশসহ শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা ;

১২) প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনের জন্য যে বীজ বপণ করা হয়েছে তা এ বিধিমালার অধীন বপণযোগ্য ছিল কিনা যাচাই করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা ;

১৩) রোগ ও কীট-পতঙ্গের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ও কম কার্যকারীতা (Poor Performance) এর জন্য বোর্ডকে জাত প্রত্যাহারের পরামর্শ প্রদান।

**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি’র উইং ভিত্তিক কার্যক্রম:**

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির পরিচালক সংস্থার প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এ সংস্থার মোট জনবল ৫৬৯ জন। তন্মধ্যে ২৫১টি পদ বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে ৩টি কারিগরী উইং এবং ১টি প্রশাসনিক উইং রয়েছে। এগুলো হলো-

ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং

খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

গ) সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

**(ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং:**

সংস্থার যাবতীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা ও সম্পাদন করা এবং পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কে সহায়তা প্রদান করা এই উইং এর দায়িত্ব। অতিরিক্ত পরিচালক এ উইং এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসন এবং অর্থ ও হিসাব শাখাদ্বয়ের মাধ্যমে এই উইং এর কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

**১) প্রশাসন শাখা:**

* সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, শ্রান্তি বিনোদন, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।
* অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ এবং যানবাহন ক্রয় ও রক্ষনাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।
* কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
* এজেন্সির বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশসহ লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
* কৃষি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থা যাচিত রিপোর্টসমূহ প্রণয়ন ও প্রেরণ।

**২) অর্থ ও হিসাব শাখা:**

* সংস্থার বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং অধীন অফিসসমূহে বাজেট বরাদ্দ প্রদান।
* কৃষি মন্ত্রণালয় ও প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস এর চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ।
* কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতনসহ আনুষাঙ্গিক বিল তৈরি ও সরকারি ট্রেজারি হতে উত্তোলন।
* বিধি মোতাবেক অর্থনৈতিক নিরীক্ষা কার্যাদি পরিচালনা।
* এজেন্সির বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।

**(খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং :**

এ উইং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা এবং মনিটরিং সেবা প্রদান করে আসছে। এজেন্সির বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পরিদর্শন ও বীজ পরীক্ষণ এবং পরিকল্পনা ও মনিটরিং কার্যক্রম এ উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। উইং প্রধান হিসেবে একজন অতিরিক্ত পরিচালক যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন। এ উইং এর তিনটি শাখা রয়েছে।

**১) মাঠ প্রশাসন শাখা:**

সারাদেশে ৬৪ জন জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার কর্মকান্ড তদারকি ও মনিটরিং এর জন্য দেশের ৭টি অঞ্চলে ৭জন আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য মাঠ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

* প্রজনন, ভিত্তি, প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রদান।
* গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ।
* সরকারি মুদ্রণালয় হতে ট্যাগ মুদ্রণপূর্বক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে ট্যাগ সরবরাহ নিশ্চিত ও তদারকি করা ।
* অনুমোদিত বীজ ডিলার কর্তৃক বিক্রিত বীজের মান সঠিক আছে কিনা যাচাই করার লক্ষ্যে দোকান পরিদর্শন, মার্কেট মনিটরিং ও নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ।
* প্রজনন শ্রেণির বীজের জন্য সবুজ, ভিত্তি শ্রেণির বীজের জন্য সাদা ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজের জন্য নীল ট্যাগ সরবরাহ ও সংযোজন করার কার্যক্রম তদারকি করা হয়।
* ফসলের Inbreed এবং Hybrid জাতের অঞ্চলভিত্তিক মাঠ মূল্যায়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা।
* Truthfully Labeled Seed (TLS) বা মান ঘোষিত বীজের গুণগত মান যাচাই করা।
* এছাড়া বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের নদীবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত বীজের নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণ এবং ফলাফল সংশ্লিষ্ট রফতানি/ আমদানিকারককে অবহিত করা হয়।

**২) বীজ পরীক্ষা শাখা:**

এ শাখার অধীনে ১টি কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার, ৭টি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার অধীনে ১টি করে মোট ৭টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার ও ২৫টি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়ে স্থাপিত ২৫টি মিনি বীজ পরীক্ষাগার আছে। এসব পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা, বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া, এ শাখা কর্তৃক পরিচালিত বীজ পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

* দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন BRRI, BARI, BINA, BJRI হতে উৎপাদিত ধান, গম, পাট ও আলুর প্রজনন বীজ এবং বিএডিসি, বেসরকারি উৎপাদক ও এনজিও কর্তৃক উৎপাদিত ভিত্তি এবং প্রত্যায়িত বীজের বীজমান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা।
* মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সংগৃহীত সকল প্রকার ঘোষিত ও অঘোষিত ফসলের বীজের নমুনা সংগ্রহপূর্বক জাতীয় ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারে বীজ মান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট ডিলার/উৎপাদনকারী এবং কৃষি মন্ত্রণালয়য়ের বীজ উইংকে অবহিত করা ।
* কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের আওতায় চাষী পর্যায়ে উৎপন্ন বিভিন্ন ফসলের বীজের মান যাচাই করে ফলাফল প্রেরণ।
* কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ফসলের বীজের নমুনা পরীক্ষা করে ফলাফল মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা।
* আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সংস্থা (International Seed Testing Association) এর Referee Sample Testing কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

**৩) পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা**

* ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা।
* সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহন।
* মাঠ পর্যায়ে চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
* চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
* বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা।
* বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরিকরণ।
* অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ।

**(গ) সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং :**

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি জোড়দারকরণ প্রকল্পের সহায়তায় ১৯৯৫ ইং সালে সংস্থায় জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ১২ একর কন্ট্রোল ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিয়মিত ভাবে জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ২০০৯ সনে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং (DNA finger-printing) এর প্রাথমিক সুবিধাসহ একটি জাত পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। এ উইং এর প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালক কর্মরত রয়েছেন। এ উইং এর কার্যক্রম সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

**১) সীড রেগুলেশন শাখা:**

* সংস্থার বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়নসহ কৃষি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা মোতাবেক নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা।
* সংস্থার আইনগত বিভিন্ন সমস্যা সংশ্লিষ্ট উইংকে পরামর্শ দ্বারা সহযোগিতা প্রদান।
* সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা/ আইনকানুন যুগোপযোগীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

**২) মান নিয়ন্ত্রণ শাখা :**

* নোটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ কার্যক্রমের আওতায় উদ্ভাবিত ফসলের ডিইউএস (DUS) (Distinctness, Uniformity and Stability) টেস্ট সম্পাদন করা।
* প্রস্তাবিত জাতের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যের একটি বর্ণনা (Descripton) তৈরি করা হয়। এই টেস্টের মাধ্যমে Breeder’s Right প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফসলের জাত হনন (Varietal Piracy) থেকে রক্ষা পায়।
* প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল ও গ্রো-আউট টেস্ট (Pre-Post Control & Grow-out Test) : প্রজনন, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির যে সব লট বীজ পরীক্ষায় অনুমোদিত মানের পাওয়া যায়, সে সব লটের পূর্বগৃহীত নমুনার একাংশ হতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি’র কন্ট্রোল ফার্মে ফসল উৎপাদন করে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাগণ অফ টাইপ/বিজাত সনাক্তকরণের মাধ্যমে জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা নিরূপন করেন। অত:পর ফসলের উপযুক্ত পর্যায়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠান করে ত্রুটিপূর্ণ নমুনা প্লটের লটসমূহ হতে মাঠ পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা এবং বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণকে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এবং জমিগুলি নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অফটাইপ/ বিজাত রোগিং এর পরামর্শ প্রদান করা হয়। এটি বীজ ফসলের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
* বিভিন্ন অঞ্চলে নোটিফাইড ফসলের উদ্ভাবিত নতুন ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন ফলাফল সংকলন করে প্রতিবেদন, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি সভায় ছাড়করণ ও নিবন্ধনের সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে উপস্থাপন করা।

**জনবল**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| 1 | গ্রেড 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | গ্রেড 2 | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | গ্রেড 3 | 10 | 3 | 7 |  |
| 4 | গ্রেড 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | গ্রেড 5 | 78 | 60 | 18 |  |
| 6 | গ্রেড 6 | 4 | 4 | 0 |  |
| 7 | গ্রেড 7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | গ্রেড 8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | গ্রেড 9 | 159 | 71 | 88 |  |
| 10 | গ্রেড 10 | 1 | 1 | 0 |  |
| 11 | গ্রেড 11 | 3 | 3 | 0 |  |
| 12 | গ্রেড 12 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | গ্রেড 13 | 12 | 0 | 12 |  |
| 14 | গ্রেড 14 | 12 | 6 | 6 |  |
| 15 | গ্রেড 15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | গ্রেড 16 | 113 | 75 | 38 |  |
| 17 | গ্রেড 17 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | গ্রেড 18 | 3 | 1 | 2 |  |
| 19 | গ্রেড 19 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | গ্রেড 20 | 173 | 126 | 47 |  |
|  | মোট | 569 | 351 | 218 |  |

কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | |
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী (স্থায়ী পদে) | কর্মচারী (আউট সোর্সিং) | মোট |
| 06 | - | 06 | 49 | 38 | ১৭ | ১০৪ |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীন | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |
| 1 | গ্রেড 1-9 | 100 | 3 | 20 | 87 | 210 |  |
| 2 | গ্রেড 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |
| 3 | গ্রেড 11-20 | 68 | 0 | 52 | 0 | 120 |  |
|  | মোট | 171 | 3 | 73 | 87 | 334 |  |

**সেমিনার/ওয়ার্কশপ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপ** | **সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা** |
| ট্যাগ আধুনিকায়ন ও নকল ট্যাগ প্রতিরোধ | কর্মকর্তা/বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/বীজ ডিলার ও কৃষক (১০০) |
| F1 হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি | কর্মকর্তা/বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/বীজ ডিলার ও কৃষক (১০০) |
| মানসম্মত বীজ উৎপাদনে বীজ উৎপাদনকারী ও প্রত্যয়নকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা | কর্মকর্তা/বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/বীজ ডিলার ও কৃষক (৫০) |
| প্রত্যয়ন ট্যাগ মূদ্রণ ও বিতরন কার্যক্রমে ভবিষ্যৎ করণীয় | কর্মকর্তা/বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/বীজ ডিলার ও কৃষক (১০০) |
| বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির বর্তমান কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ করণীয় | কর্মকর্তা/বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/বীজ ডিলার ও কৃষক (১০০) |

**উল্লেখযোগ্য কর্যক্রম:**

**১. জাত অবমুক্তকরণ/নিবন্ধন :**

* ২০১৬-১৭ সালে মোট ১৩৮টি নতুন উদ্ভাবিত সারির (ধানের ৮৮টি, গমের ১৪টি, আলুর ৩২টি এবং পাটের ৪ টি) DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) test সম্পাদন করা হয়েছে।
* ২৩টি সারির (ধানের ১১টি, গমের ৩টি, পাটের ৪টি, আলুর ৪টি ও আখের ১টি) VCU (Value for Cultivation and Uses) test সম্পাদন করা হয়।
* উল্লিখিত DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) ,VCU (Value for Cultivation and Uses) test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১৯টি জাত (ধানের ৫টি, গমের ৩টি, আলুর ৬টি, পাটের ৪টি এবং আখের ১টি) NSB (National Seed Board) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে।
* বীজের গুণগত মানের নিশ্চয়তার জন্য প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল ও গ্রো-আউট টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে আমন ধানের মোট ৫৫১টি, বোরো ধানের মোট ৫৬০ (চলমান)টি, গমের মোট ৩১৮টি, আলুর মোট ৩০৭টি এবং পাটের মোট ১৫৫টি বীজ লটের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
* ২০১৬-১৭ সনে হাইব্রিড জাতের মোট ৫৩টি (আমন ১৮টি, বোরো ৩৩টি এবং গম ২টি) জাতের আঞ্চলিক ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়।
* সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১৪টি (বোরো ১৩টি এবং আমন ১টি) হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধিত হয়েছে।

**২. বীজ প্রত্যয়ন:**

নোটিফাইড ফসলের বিভিন্ন জাতের সর্বমোট ৫৭৭৪টি নমুনার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা ও অংকুরোদগম পরীক্ষা সম্পন্ন পূর্বক ১৩৫৫১৮ মেট্রিক টন বীজ প্রত্যয়ন দেওয়া হয়।

**৩. প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ:**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৬৬৬৮২টি প্রজনন ৬৪৭০৪১০টি ভিত্তি ও ১০৩৫৪৬৩৫ টি প্রত্যায়িত মোট ১৬৮৯১৭২৭টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রতিবেদন :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ধান | | গম | | পাট | | আলু | | মোট | |
| মাঠ পরিদর্শনকৃত জমি (হেক্টর) | মাঠ পরিদর্শনকৃত জমি (হেক্টর) | মাঠ পরিদর্শনকৃত জমি (হেক্টর) | মাঠ পরিদর্শনকৃত জমি (হেক্টর) | মাঠ পরিদর্শনকৃত জমি (হেক্টর) | মাঠ পরিদর্শনকৃত জমি (হেক্টর) | মাঠ পরিদর্শনকৃত জমি (হেক্টর) | মাঠ পরিদর্শনকৃত জমি (হেক্টর) | মাঠ পরিদর্শনকৃত জমি (হেক্টর) | মাঠ পরিদর্শনকৃত জমি (হেক্টর) |
| 30072 | 25830 | 3938 | 3412 | 2049 | 1784 | 5481 | 4986 | 41540 | 36010 |

**মার্কেট মনিটরিং প্রতিবেদন:**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজন্সি কর্তৃক মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ২৮০৫ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

**আইসিটি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম :**

* সদর দপ্তরে ই-ফাইলিং চালুকরণ।
* নোটিফাইড ফসলের Crop Variety Database Software তৈরি ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ওয়েবসাইটে লিংক করা হয়েছে।
* ভ্যারাইটি টেস্টিং ম্যানুয়াল বইটি ই-বুক এ রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি/ই-লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
* বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সদর দপ্তর, ০৪টি আঞ্চলিক ও ২১টি জেলা অফিসের ফেসবুক পেজ খোলা হয়েছে এবং ফেসবুক পেজের লিংক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সদর দপ্তরের পোর্টালের “সামাজিক যোগাযোগ” বাটনে যুক্ত করা হয়েছে এবং কার্যক্রমে চলমান রয়েছে।
* বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির ওয়েবসাইট ([www.sca.gov.bd](http://www.sca.gov.bd)) জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ , বীজ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সার্বক্ষনিক প্রদান ।
* সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং হতে বিভিন্ন নোটিফাইড ফসল (ধান, গম, পাট এবং আলু) এর প্রি-পোষ্ট কন্ট্রোল ও গ্রো-আউট টেষ্ট পরীক্ষার ফলাফল সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার এবং বীজ উৎপাদনকারীদের নিকট ই-মেইলে প্রদান করা হচেছ ।
* কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার হতে বীজ পরীক্ষার ফলাফল সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের নিকট ই-মেইলে প্রদান করা হচেছ ।
* বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সদর দপ্তরের কর্মকর্তার জন্য ২৬টি, আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসে কমকর্তার জন্য ১৪টি ও জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসে কর্মকর্তার জন্য ৬৪টি সর্বমোট ১০৪ ওয়েব মেইল অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর মাধ্যমে নিজস্ব ডোমেইনে মেইল সার্ভিস চালু করা হয়েছে এবং ই-মেইল আইডির মাধ্যমের সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহে যোগাযোগের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।
* কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার এবং জাত পরীক্ষাগারকে আইসিটির আওতায় নিয়ে আসার জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

**প্রকাশনা :** ২০১৫-১৬ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং মাঠ পরিদর্শন ম্যানুয়াল (২য় সংস্করণ) প্রকাশ করা হয়েছে ।

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | কর্মসূচির নাম | বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | অগ্রগতির হার |
| ১. | বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ আধুনিকায়ন ও বিতরণ জোড়দারকরণ কর্মসূচি | ১.৭১৫ | ১০০% |

**উপসংহার:**

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষা পূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কণ্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি **(নাটা)**

www.nata.gov.bd

**ভূমিকা:**

**কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বা সার্ডি** (Central Extension Resource Development Institute-CERDI) **নামে** **জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির** (National Agriculture Training Academy-NATA) **যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল। জাপান সরকারের সাহায্য সংস্থা জাইকার** (Japanese International Co-operation Agency-JICA) **সহায়তায় সার্ডি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন সার্ডি'কে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর প্রশিক্ষণ উইং এর অঙ্গীভূত করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ০৩ এপ্রিল সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে 'সার্ডি' বিলুপ্ত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি** (**নাটা)**' **গঠন করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে নতুনভাবে একাডেমির সার্বিক কার্যক্রম শুরু হয়।**

**ভিশন (Vision):**

কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনের উৎকর্ষ কেন্দ্র (Centre of excellence) গঠন।

**মিশন (Mission):**

মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা-উন্নয়ন এবং প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়ন। কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি সহায়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া জোরদারকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবার মানোন্নয়ন।

**কৌশলগত উদ্দেশ্য:**

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

**জনবল**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | | গ্রেড নং | | জনবল | | | | | | মন্তব্য | |
| অনুমোদিত | | কর্মরত | | শূন্য | |
| ১ | | গ্রেড ১ | | ০ | | ০ | | ০ | |  | |
| ২ | | গ্রেড ২ | | ১ | | ১ | | ০ | |  | |
| ৩ | | গ্রেড ৩ | | ২ | | ২ | | ০ | |  | |
| ৪ | | গ্রেড ৪ | | ০ | | ০ | | ০ | |  | |
| ৫ | | গ্রেড ৫ | | ১৩ | | ১২ | | ১ | |  | |
| ৬ | | গ্রেড ৬ | | ১৮ | | ১৭ | | ১ | |  | |
| ৭ | | গ্রেড ৭ | | ০ | | ০ | | ০ | |  | |
| ৮ | | গ্রেড ৮ | | ০ | | ০ | | ০ | |  | |
| ৯ | | গ্রেড ৯ | | ৬ | | ১ | | ৫ | |  | |
| ১০ | | গ্রেড ১০ | | ৬ | | ২ | | ৪ | |  | |
| ১১ | | গ্রেড ১১ | | ৯ | | ৬ | | ৩ | |  | |
| ১২ | | গ্রেড ১২ | | ১ | | ০ | | ১ | |  | |
| ১৩ | | গ্রেড ১৩ | | ৬ | | ২ | | ৪ | |  | |
| ১৪ | | গ্রেড ১৪ | | ৩ | | ০ | | ৩ | |  | |
| ১৫ | | গ্রেড ১৫ | | ০ | | ০ | | ০ | |  | |
| ১৬ | | গ্রেড ১৬ | | ৪১ | | ৮ | | ৩৩ | |  | |
| ১৭ | | গ্রেড ১৭ | | ১ | | ০ | | ১ | |  | |
| ১৮ | | গ্রেড ১৮ | | ১৩ | | ০ | | ১৩ | |  | |
| ১৯ | | গ্রেড ১৯ | | ০ | | ০ | | ০ | |  | |
| ২০ | | গ্রেড ২০ | | ৬৪ | | ৪৯ | | ১৫ | |  | |
|  | | মোট | | ১৮৪ | | ১০০ | | ৮৪ | |  | |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন:**

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীন | বৈদেশিক | ইন হাউজ (জন ঘন্টা) | অন্যান্য | মোট |  |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | ৭৬৪ জন | ৫ জন | ৭৮ | - |  |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | ৬০ | - |  |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | ৬০ | - |  |  |
|  | মোট | ৭৬৪ জন | ৫ জন | ১৯৮ |  |  |  |

মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| পিএইচডি | এম.এস | অন্যান্য | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | - | - | - | - |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
|  | মোট | - | - | - | - |  |

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | উচ্চশিক্ষা | | | | মন্তব্য |
| সেমিনার | ওয়ার্কশপ | এক্সপোজার ভিজিট | মোট |
| ১ | গ্রেড ১-৯ | - | - | ৬ জন | ৬ জন |  |
| ২ | গ্রেড ১০ | - | - | - | - |  |
| ৩ | গ্রেড ১১-২০ | - | - | - | - |  |
|  | মোট | - | - | ৬ জন | ৬ জন |  |

**কার্যক্রম** **:**

* কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা;
* বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কায©ক্রম পরিচালনা করা এবং প্রশিক্ষণ কায©ক্রমের উৎকর্ষ সাধন করা;
* কৃষি সেবায় দক্ষ জনবল গঠনের কায©কর প্রয়াস হিসাবে কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ ইনডাকশন, ফাউন্ডেশন ও সিনিয়র স্টাফ কোর্সের আয়োজন করা;
* টেকসই কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন করা;
* প্রাতিষ্ঠানিক কায©ক্রম সম্প্রসারণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পারষ্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপন করা;
* প্রশিক্ষণকে কায©কর ও ফলপ্রসূ করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কায©ক্রম পরিচালনা করা;
* আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে সেবার মান উন্নয়নের জন্য ডরমিটরি, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটরিয়াম ইত্যাদি ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা;
* **পেশাগত দক্ষতা ও** সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনুষদ সদস্যগণকে বিদেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

**উন্নয়ন প্রকল্প :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রকল্পের নাম | উদ্দেশ্য | বরাদ্দ  (লক্ষ টাকা) | মোট ব্যয়  (লক্ষ টাকা) | অগ্রগতি (%) |
| নাটা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প | জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা আধুনিকায়ন।  মানম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী করার একাডেমির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।  জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির অনুষদ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি। | ৪৫০.০০ | ৪৩৭.৪১ | ৯৭.২ |

**রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসূচির নাম | উদ্দেশ্য | বরাদ্দ  (লক্ষ টাকা) | মোট ব্যয়  (লক্ষ টাকা) | অগ্রগতি  (%) |
| নাটা কায©ক্রম জোরদার করণ কর্মসূচি | প্রশিক্ষণের জন্য নবসৃষ্ট জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অতি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো মেরামত, পূনর্বাসন ও রিমডেলিং করা। | ৬০.৩৭ | ৬০.৩৬ | ৯৯.৯০ |

**উল্লেখযোগ্য সাফল্য:**

* কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ৪টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনসহ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে ২৩৯ জন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৫২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
* আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য ডরমিটরি, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটরিয়াম ইত্যাদি ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে।
* **পেশাগত দক্ষতা ও** সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শিরোনামে ৩১ জন অনুষদ সদস্যকে দেশের অভ্যন্তরে (১১জন সদস্যকে বিদেশে) খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
* প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের জন্য ১৪ টি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে।
* ই-ফাইলিং কায©ক্রম চালুকরণ।

**উপসংহার :**

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতি খাদ্য উৎপাদনে বিরুপ প্রভাব সৃষ্টি করে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কৃষকগণকে নতুন নতুন ঝুকিঁ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কৃষকদেরকে খাপ খাইয়ে চলতে সহায়তা করার জন্য কৃষি বিষয়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ জনবল থাকা প্রয়োজন। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান অঙ্গীকার হলো যোগ্য এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য নাটা প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনসহ প্রদর্শনী স্থাপন ও প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি শিক্ষার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস

www.ais.gov.bd

**ভূমিকা** :

কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংস্থা। কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট তথ্য ও প্রযুক্তি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি নিবিড়ভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে গবেষণালব্ধ আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সহজ সাবলীলভাবে গ্রামের মানুষদের নিকট দ্রুত পৌঁছে দিচ্ছে। শুরুতে কৃষি তথ্য সার্ভিস ২৪৫ জন জনশক্তি নিয়ে কাজ শুরু করে। ১৯৮৬ সনে ‘কৃষি তথ্য সার্ভিস’ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এক তৃতীয়াংশ জনবল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক কার্যালয় সমন্বয়ে এ দপ্তরের মোট পদসংখ্যা ২৪৩টি।

**ভিশন** (Vision) :

আধুনিক কৃষি তথ্য সেবা সহজলভ্যকরণ।

**মিশন** (Mission) :

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের কাছে সহজলভ্য করে জনসচেনতা সৃষ্টি।

**উদ্দেশ্যসমূহ :**

* আধুনিক গণমাধ্যমের (প্রিণ্ট ও ইলেকট্রনিক) সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমুল পর্যায়ের কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে সহজলভ্য করা;
* আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত ও সহজে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছে দেয়া;
* জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিষয়ক উন্নয়নমূলক/উদ্বুদ্ধকরণমূলক প্রচার-প্রচারণা করা; ও
* কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি মিডিয়াকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

**কার্যাবলি :**

* কৃষি বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে কৃষি বিষয়ক আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক লেখা সংগ্রহ করে মাসিক ম্যাগাজিন ‘কৃষিকথা’য় প্রকাশ ও বিতরণ;
* মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করে মাসিক বুলেটিন ‘সম্প্রসারণ বার্তা’য় প্রকাশ ও বিতরণ;
* আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ;
* কৃষি বিষয়ক ভিডিও, ফিল্ম-ফিলার, টকশো, ডকুমেন্টারি তৈরি ও সম্প্রচার;
* প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিনেমা শো আয়োজনের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শন;
* ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা বিতরণ ও ই-সেবা প্রদান;
* কলসেন্টারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কৃষকদের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদান;
* কৃষি বিষয়ক নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির ওপর মাল্টিমিডিয়া ই-বুক নির্মাণ ও বিতরণ;
* কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে ই-তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়া;
* প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
* বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানসহ সরকার গৃহীত কৃষিভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিতকরণ।

**জনবল :**

| ক্রমিক  নং | গ্রেড নং | জনবল | | | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
|  | গ্রেড-১ | - | - | - |  |
|  | গ্রেড-২ | - | - | - |  |
|  | গ্রেড-৩ | - | - | - |  |
|  | গ্রেড-৪ | 1 | 1 | - |  |
|  | গ্রেড-৫ | 2 | 1 | 1 |  |
|  | গ্রেড-৬ | 3 | 3 | - |  |
|  | গ্রেড-৭ | 07 | 7 | - |  |
|  | গ্রেড-৮ | - | - | - |  |
|  | গ্রেড-৯ | 10 | 09 | 01 |  |
|  | গ্রেড-১০ | 07 | 05 | 02 |  |
|  | গ্রেড-১১ | 36 | 35 | 01 |  |
|  | গ্রেড-১২ | 17 | 13 | 04 |  |
|  | গ্রেড-১৩ | 2 | 01 | 01 |  |
|  | গ্রেড-১৪ | 27 | 23 | 04 |  |
|  | গ্রেড-১৫ | 01 | 01 | 0 |  |
|  | গ্রেড-১৬ | 69 | 54 | 15 |  |
|  | গ্রেড-১৭ | - | - | - |  |
|  | গ্রেড-১৮ | 2 | 2 | - |  |
|  | গ্রেড-১৯ | 10 | 10 | - |  |
|  | গ্রেড-২০ | 49 | 39 | 10 |  |
| **মোট** | | ২৪৩ | ২০৪ | ৩৯ |  |

**নিয়োগ/পদোন্নতি :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট |
| - | ১ | ১ | - | ১৬ | ১৬ | - |

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | গ্রেড নং | প্রশিক্ষণ | | | | | মন্তব্য |
| অভ্যন্তরীন | বৈদেশিক | ইন হাউজ | অন্যান্য | মোট |  |
| 1 | গ্রেড 1-9 | 15 | 4 | 04 | - | 23 |
| 2 | গ্রেড 10 | - | - | 02 | - | 02 |
| 3 | গ্রেড 11-20 | - | - | 05 | - | 05 |
|  | মোট | 15 | 4 | 11 | - | 30 |

গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

1. **প্রিন্ট মিডিয়ায় অর্জন**

* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক ‘কৃষিকথা’ পত্রিকার ৮.৯৮ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা’র ১৮ হাজার কপি প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।
* কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৫.১০ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে ।

1. **ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অর্জন**

* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর ০৭ টি ভিডিও ফিল্ম, ১৩ টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে।
* এ সময়ে ৯০০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রচারের কাজ করা হয়েছে।
* বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘মাটি ও মানুষ’ অনুষ্ঠানের ৩২০টি পর্ব এবং ‘বাংলার কৃষি’ অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬৫টি পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

1. **আইসিটিতে অর্জন**

* **কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি):** গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক পরিচালিত এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে স্থাপিত ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২২-২৫ জন কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন।
* **কৃষি কল সেন্টার** : কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) থেকে প্রতি মিনিটে ২৫ পয়সা ব্যয়ে কৃষি/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকের উল্লেখিত বিষয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২০০-২২০ টি কলের সমাধান এখান থেকে প্রদান করা হচ্ছে।
* **কমিউনিটি রেডিও**: বরগুনা জেলার আমতলীতে একটি কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্থাপন করা হয়েছে, বর্তমানে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ রেডিও’র ৫০টি শ্রোতা ক্লাব রয়েছে এবং প্রায় ১ লক্ষ মানুষ অনুষ্ঠানগুলোর নিয়মিত শ্রোতা।
* **ই-বুক** : ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি নির্ভর ১৫টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক তৈরি করা হয়েছে। এখানে অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন থাকায় খুব সহজেই এটি ব্যবহার করা যায়। ওয়েবসাইটেও এগুলো আপলোড করা হয়েছে।
* **আইসিটি ল্যাব** : দশটি কৃষি অঞ্চলে আইসিটি ল্যাবের মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের ই-কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এসব ল্যাব ব্যবহার করে আইসিটি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করতে পারছেন।

1. **বিবিধ:**

* এ সময়ে প্রায় ১৮০০ জনকে (কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী প্রমুখ) ই-কৃষি, গণমাধ্যমে কৃষি, কৃষি প্রযুক্তি ইত্যাদি শিরোনামে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সেমিনার, মেলা (ফলমেলা, সবজি মেলা, বিশ্ব খাদ্য দিবস) র‌্যালি ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে।

**উপসংহার:**

কৃষি তথ্য সার্ভিস জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষি বিষয়ক আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি আপামর কৃষিজীবীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসছে। এ সকল কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এ প্রতিষ্ঠান কৃষিতে বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

**হর্টেক্স ফাউন্ডেশন**

www.hortex.org

**ভূমিকা:**

উদ্যান ফসল (তাজা শাকসবজি ও ফল-মূল) উন্নয়ন ও বৈদেশিক বাজারে রপ্তানি কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন ১৯১৩ এর ২৬ ধারার অধীনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে একটি সেবাধর্মী ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে হর্টিকালচার এক্সপোর্ট ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সংক্ষেপে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং Registrar of Joint Stock Companies কর্তৃক নিবন্ধিত হয় (নিবন্ধন নং- সি-৩২৩(১১)/৯৩)। সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ এবং ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্যদ দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। এ পরিচালনা পর্ষদে রয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত পাঁচজন পরিচালক। পদাধিকার বলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ এবং সাধারণ পর্ষদের চেয়ারম্যান। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

**রূপকল্প (Vision):**

প্রযুক্তি ও বিশেষায়িত পরামর্শমূলক সেবা দানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে রপ্তানির জন্য উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যসহ কৃষি ব্যবসা উন্নততর ও বহুমুখীকরণ করা।

**অভিলক্ষ্য (Mission):**

গুণগত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তাজা ও হিমায়িত শাকসবজি, ফল-মূল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উৎপাদক, উদ্যোক্তা এবং রপ্তানিকারকদের তথ্য, পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা সেবা প্রদান করা।

**প্রধান কার্যক্রম :**

১. রপ্তানির জন্য তাজা শাকসবজি, ফল-মূল ও আলু উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংরক্ষণ, মোড়কীকরণ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় চাহিদানুযায়ী কৃষক, রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত ও সহায়তা সেবা প্রদান।

২. সংগনিরোধ (Quarantine) বালাই ব্যবস্থাপনায় কৃষক ও রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তিমালার আলোকে রপ্তানি কার্যক্রমে কৃষি পণ্যের গুণগতমান রক্ষায় Sanitary and Phytosanitary (SPS) নীতিমালা অনুসরণে রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তা ও কৃষক পর্যায়ে সহায়তা প্রদান। খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালা সমূহ সম্পর্কে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের অবহিতকরণ (যেমন বিভিন্ন ধরনের কীটনাশকের সর্বাধিক অবশিষ্ট সীমা, Maximum Residue Levels, MRL বিধিমালা)।

৩. আন্তর্জাতিক মান পূরণে প্রচলিত বাজার থেকে বাজারজাতকরণের (Market to Market) পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে সরাসরি খামার থেকে বাজারজাতকরণে (Farm to Market) কৃষক ও রপ্তানিকারকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা সেবা প্রদান। কৃষি পণ্যের বিপণনে কৃষক ও রপ্তানিকারকদের বাজার তথ্য সেবা প্রদান।

৪. কৃষি পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য সংযোজন কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা (Supply and Value Chain Analysis)। উচ্চ গুণমান পূরণ করার জন্য কৃষি পণ্য পরিবহনে রপ্তানি/আমদানিকারকদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (Cool Chain) পরিবহন ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সেবা প্রদান।

৫. কৃষি পণ্যের নতুন নতুন রপ্তানি বাজার সৃষ্টির জন্য রপ্তানিকারকদের ট্রায়াল শিপমেন্টে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান।

৬. কৃষকের সাথে রপ্তানিকারক ও বিদেশি ক্রেতার সাথে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের সরাসরি ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।

৭. রপ্তানি উপযোগী কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের উপর বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, ফসলের প্রদর্শনী, মাঠ দিবসের আয়োজন করা। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সভা আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা। আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৮. নিয়মিত উদ্যান ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি ও রপ্তানি বাজার সম্পর্কে টেকনিক্যাল বুলেটিন, নিউজ লেটার, লিফলেট, বুকলেট, বার্ষিক ডায়েরী, ডাইরেক্টরী ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাঝে তা বিনামূল্যে বিতরণ করা।

৯. Technical Barrier to Trade (TBT), আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, ক্রেতার বিভিন্ন শর্ত এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পরিবর্তিত নীতিমালা সম্পর্কে উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও রপ্তানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য/ডাটা দিয়ে সহযোগিতা করা।

১০. রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান।

১১. জাতীয় খাদ্য, ফল, সবজি ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি উপযোগী কৃষি পণ্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা।

১২. নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

**জনবল**

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মোট অনুমোদিত জনবল ৪৯ । এর মধ্যে রয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, মহাব্যবস্থাপক-১, উপ মহাব্যবস্থাপক-৩, সহকারী মহাব্যবস্থাপক-৫, ব্যবস্থাপক-১১, উপব্যবস্থাপক-৭, সহকারী ব্যবস্থাপক-২, মেকানিক-১, ইলেকট্রিশিয়ান-১, পাহারাদার-২, ভারী গাড়ী চালক-৫, হালকা গাড়ী চালক-২, এমএলএসএস ও এইড ষ্টাফ-৮। বর্তমানে ১৫ জন (ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, সহকারী মহাব্যবস্থাপক-২, ব্যবস্থাপক-১, উপব্যবস্থাপক-১, সহকারী ব্যবস্থাপক-১, ভারী গাড়ীচালক-৫, পাহারাদার-১, এমএলএসএস ও এইড ষ্টাফ-৩) কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভিন্ন পদে কর্মরত রয়েছেন।

**মানব সম্পদ উন্নয়ন**

* ফসল এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার মহাদেবপুর ইউনিয়নে একদিন ব্যাপী সবজি রপ্তানি শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ২৫ জন মরিচ চাষী ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছেন। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কারিগরি সহায়তায় উক্ত প্রশিক্ষণে রপ্তানিযোগ্য কাঁচামরিচের উন্নত চাষ পদ্ধতি, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পদ্ধতি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য কাচামরিচ সরবরাহের লক্ষ্যে United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) এর কাঁচামরিচের বিপণন এবং বাণিজ্যিক গুণগত মান রক্ষা কৌশল উপস্থিত কৃষক ও উদ্যোক্তাদের মাঝে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে মহাদেবপুর গ্রামের রপ্তানিযোগ্য কাঁচামরিচের মাঠ পরিদর্শন করা হয়েছে এবং মরিচের গুণগতমান রক্ষা করণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে ।
* ফসল এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে হোটেল ফেভার ইন ইন্টারন্যাশনাল, চট্রগ্রামে একদিন ব্যাপী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) শীর্ষক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে চট্রগ্রাম বিভাগসহ দেশের অন্যান্য স্থানের ৩০ জন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তা দুবাইসহ মধ্যপ্রাচ্যের বাংলাদেশী আমদানিকারকদের নিকট গুণগতমান সম্পন্ন তাজা শাকসবজি ও ফল-মূল রপ্তানিকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক কৌশল শেখার লক্ষ্যে অংশগ্রহণ করেছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কারিগরি সহায়তায় উক্ত উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে গুণগতমান সম্পন্ন শাকসবজি ও ফল-মূল রপ্তানির ব্যবসায়িক কলাকৌশল ও অন্যান্য করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তাদের গ্রামীণ জনগণের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) সম্পর্কিত তথ্য সহায়তার পাশাপাশি একজন স্থানীয় কৃষিপণ্য সরবরাহকারী ও রপ্তানিকারক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ ও গুণগতমান সম্পন্ন টমেটো ও মিষ্টিআলু উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন শীর্ষক একটি কৃষক-রপ্তানিকারক কারিগরি সভা শেরপুর সদর উপজেলার খুনুয়া গ্রামে আয়োজন করেছে। উক্ত কারিগরি সভায় ২০ জন টমেটো লীড ফার্মার অংশগ্রহণ করেছে। কারিগরি সভাটি ২০ জন টমেটো লীড ফার্মারকে জাপানের মারুহিশা কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ স্থাপন ও মূল্য সংযোজিত শুকনা টমেটো, মিষ্টিআলু, পেঁপে ও লেবু জাপানে রপ্তানির লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে নিরাপদ ও গুণগতমান সম্পন্ন টমেটো ও মিষ্টিআলু উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের উপর কারিগরি বিষয়ে কৃষকদের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে ।
* জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী (নাটা) ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কারিগরি সহায়তায় আয়োজিত চারদিন ব্যাপী “Value Chain Management of Economically Important Horticultural Crops in Bangladesh” শীর্ষক প্রশিক্ষণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সার্বিক পরিকল্পনা, কারিগরি সহায়তা ও উপস্থাপনায় সাফল্যজনকভাবে আয়োজন করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের Value Chain Management এর দক্ষতা উন্নয়নে আয়োজিত হয়েছে যেখানে ফসলের মানসম্মত সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, উদ্যান ফসলের রপ্তানি সম্ভাবনা, আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, যুক্তরাজ্যের মূল বাজারে আম রপ্তানির কৌশল, উদ্যান ফসলের সমস্যা ও করণীয়, সাপ্লাই ও ভ্যালু চেইন ম্যানেজমেন্ট, মূল্য সংযোজিত কৃষি পণ্যের রপ্তানির করণীয়, ভ্যালু চেইন ম্যাপিং, হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের বিপণন মডেল Commodity Collection and Marketing Centre (CCMC) এবং Rural Business Centre (RBC), কলা ও বেগুণের ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও উবিনীগ এর যৌথ সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলায় পরিবেশ সংরক্ষণ তথা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ২০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেছেন।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কারিগরি সহায়তায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো “Potato: A Potential Agro-Product for Export” শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করেছে যেখানে ৪০ জন আলু রপ্তানিকারক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছেন।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশন এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিপণন), ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) এর আর্থিক সহায়তায় এবং UNESCAP, UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) and AFMA (Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific) কর্তৃক ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে যৌথ আয়োজিত “UNNExT Workshop on Promoting Cross Border Agricultural Trade for Sustainable Development” শীর্ষক তিনদিনের আন্তর্জাতিক কর্মশালায় বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করে কৃষিপণ্য রপ্তানির কারিগরি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছেন।
* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) ১২টি উপজেলার মাঠ পরিদর্শন করেছেন এবং গুণগতমান সম্পন্ন শাকসবজি, ফল-মূল উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ও বাজার সংযোগ বিষয়ে কৃষক, রপ্তানিকারক ও উদ্যোক্তাদের কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে চলেছেন।

**রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম :**

* সরকারের কৃষিপণ্য রপ্তানিতে নগদ সহায়তা বৃদ্ধি ও সময়োপযোগী বিভিন্ন রপ্তানিবান্ধব উদ্যোগ, রপ্তানি নীতি এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় তাজা শাকসবজি ও ফল-মূল রপ্তানি আয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে তাজা শাকসবজি বিশ্বের ৪৩টি দেশে রপ্তানি হয়েছে যার রপ্তানি মূল্য প্রায় ৮১.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্ল্যেখযোগ্য যে সকল দেশে তাজা শাকসবজি রপ্তানি হয়েছে সেগুলো হলো সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, কাতার, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, বাহরাইন, ইটালি, নেপাল, ওমান, কানাডা, আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স, গ্রীস ও জাপান। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তাজা ফল-মূল ৯টি দেশে রপ্তানি হয়েছে যার রপ্তানি মূল্য প্রায় ২.৬৯ মি.মার্কিন ডলার। যে সকল দেশে তাজা ফল-মূল রপ্তানি হয়েছে সেগুলো হলো ভারত, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, মালটা, পর্তুগাল ও মিশর।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় তাজা আলু রপ্তানির পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আলু রপ্তানি হয়েছিল মাত্র ৪০৭ মেট্রিক টন যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ৫৫,৬৫২ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। বর্ণিত সময়ে এ খাতে রপ্তানি আয় ০.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে তাজা আলু ১৪টি দেশে রপ্তানি হয়েছে। দেশগুলো হলো মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ব্রুনাই, বাহরাইন, সৌদি আরব, ওমান, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাজ্য, মিয়ানমার, কাতার, কুয়েত ও ভিয়েতনাম।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্য বিশ্বের ৮২টি দেশে রপ্তানি হয়েছে। যার রপ্তানি মূল্য প্রায় ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখযোগ্য দেশ হলো সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, ওমান, কাতার, কুয়েত, অষ্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত, ইটালি, ভুটান, ঘানা, গ্রীস, জর্ডান, জাপান, কোরিয়া রিপাবলিক, লেবানন, মিয়ানমার ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
* নতুন নতুন কৃষিপণ্য ও রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন চুক্তিভিত্তিক খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্য সংযোজিত পণ্য হিসেবে Canned Pineapple, Canned Baby Corn, Canned Aloevera, Pineapple jam এবং Dried Bitter gourd chips ১০০% রপ্তানির জন্য তাইওয়ান ফুড এন্ড প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লি: (Shepherd Group এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) নামক একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ১৪৪৩ মেট্রিক টন টিনজাত আনারস (৮১৭ মেট্রিক টন), বেবীকর্ণ (৩৪ মেট্রিক টন), ঘৃতকুমারী (৫১৮ মেট্রিক টন), আনারস জ্যাম (১৮ মেট্রিক টন) এবং শুকনা করলা চিপস্ (৫৬ মেট্রিক টন) পরিবেশবান্ধব প্যাকেটজাত করে সমুদ্র পথে ৭৮টি শিপমেন্টে চীন, তাইওয়ান, হংকং, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্সে রপ্তানি হয়েছে। যার রপ্তানি মূল্য প্রায় ১১.৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার। এ প্রতিষ্ঠানের সাথে মূল্য সংযোজিত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহায়তায় কিষাণ বোটানিক্স লি: দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলায় চুক্তিভিত্তিক খামার ব্যবস্থাপনায় গ্র্যানুলা জাতের ৪৪৮ মেট্রিক টন আলু শ্রীলংকায় রপ্তানি করেছে।
* আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগ তৈরির অংশ হিসেবে গ্রীণটেক্স নামক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে দক্ষিণ কোরিয়ায় Frozen/IQF লাল মরিচ রপ্তানির জন্য Siam Supply Company Ltd, Bangkok, Thailand এর সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা হয়েছে।
* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর সহায়তায় সভাপতি, বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসরস এসোসিয়েশন এর সাথে Skagway Corporation Ltd., বুলগেরিয়ায় শুকনা লাল মরিচ ও লাল রংয়ের মটরশুটি রপ্তানির জন্য আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগ স্থাপনে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন সহায়তা করেছে।
* টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার Common Interest Group (CIG) কৃষকের কাছ থেকে ৬ কেজি বীজবিহীন লেবু (১২ পিস/কেজি) এগ্রো এশিয়া ইমপেক্স এর মাধ্যমে দুবাইতে ট্রায়াল এক্সপোর্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দুবাইয়ের বাজারে ১৬-২০ পিস/কেজি লেবুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পলিগণ রিসোর্চ এর মাধ্যমে ৩.৫ কেজি বীজবিহীন লেবু মালয়েশিয়ায় ট্রায়াল এক্সপোর্ট করা হয়েছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সাউথ বেঙ্গল ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল মা-মনি কৃষি খামার, ঈশ্বরদী, পাবনা থেকে মালয়েশিয়ায় ৬ মেট্রিক টন পেঁপে রপ্তানি করেছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শেরপুর জেলা থেকে গুণগতমান সম্পন্ন টমেটো বিপণনের জন্য ভেগান এগ্রো লি: নামক একটি টমেটো পাল্প প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি লীড ফার্মার বাজার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৬০ মেট্রিক টন নিরাপদ টমেটো ভেগান এগ্রো লি: কুষ্টিয়ায় সরবরাহ করা হয়েছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লি: এর মাঝে একটি সমঝোতা চুক্তির আওতায় ভেগান এগ্রো লি: তাদের উৎপাদিত টমেটো পাল্প স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লি: সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করেছে যা থেকে গুণগত মানসম্পন্ন টমেটো সস ও কেচাপ উৎপাদিত হচ্ছে এবং তা দেশীয় বাজারে বিক্রয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি হচ্ছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ফসল এগ্রো কেয়ার লিমিটেড বিভিন্ন ধরনের সবজি যেমন কাকরোল, বেগুণ, জারালেবু, কাঁচা মরিচ, শশা, চিচিংগা, লাউ, কচুরলতি, মুখীকচু নরসিংদী এবং কুমিল্লার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ৩.৩৫ মেট্রিক টন আল-আবির ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস মার্কেট, দুবাইয়ে তিনটি শিপমেন্টে রপ্তানি করেছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সার্বিক পরামর্শে গ্রীণটেক্স ২১ মেট্রিক টন বাঁধাকপি সমুদ্র পথে (৪০ ফুট রিফার কনটেইনার, ৯-১০ পিস/১৫ কেজি ব্যাগ, ০০c তাপমাত্রা, ভেন্টিলেশন ৯ cbm/hr) প্রথমবারের মত বাংলাদেশের কুষ্টিয়া থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে ইন্দোনেশিয়ায় রপ্তানি করেছে।
* গ্রীণটেক্স মালয়েশিয়ায় ১৬৮ মেট্রিক টন এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৩৯২ মেট্রিক টন সহ মোট ৫৬০ মেট্রিক টন তাজা আলু (গ্র্যানুলা ৭২-১০০ গ্রাম/পিস) রপ্তানি করেছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পলিগণ রিসোর্চ ১০০ মেট্রিক টন বাঁধাকপি (বগুড়া, যশোর, খুলনা), ৩৯০০ মেট্রিক টন আলু (বগুড়া, রংপুর) এবং ২২ মেট্রিক টন মিষ্টি কুমড়া (ঠাকুরগাঁও) মালয়েশিয়ায় রপ্তানি করেছে।
* সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী (পুঠিয়া), চাঁপাইনবাবগঞ্জ (নাচোল), নওগাঁ (পোরশা, মহাদেবপুর, সাপাহার), রংপুর থেকে মোট ১৭ মেট্রিক টন গুণগত মানসম্পন্ন আম হর্টেক্স এর সহায়তায় নর্থ-বেঙ্গল রিসার্চ ফাউন্ডেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান “Clean Initiative” এর মাধ্যমে ঢাকার উচ্চ মূল্যের বাজারে বিক্রি করা হয়েছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় মেসার্স এম.কে এন্টারপ্রাইজ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) ব্যবস্থা অনুসরণ পূর্বক নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদানুযায়ী মানসম্পন্ন ল্যাংড়া ও হিমসাগর জাতের আম চুক্তিভিত্তিক খামার ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনের মাধ্যমে রাজশাহীর বাঘা ও মেহেরপুর থেকে ৬ মেট্রিক টন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে রপ্তানি করেছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প:**

বিশ্বব্যাংক ও ইফাদ এর অর্থায়নে “ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)” এ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (DAE) স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার (Strategic Partner) হিসেবে ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট ইন ক্রপ/হর্টিকালচার এবং মার্কেট লিংকেজ কাজে কারিগরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পে নির্ধারিত ৩০টি উপজেলায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কার্যক্রম শুরু করেছে।

**প্রকল্পের নাম :** ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

**প্রকল্পের মেয়াদ :** ০১ অক্টোবর ২০১৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

**প্রাক্কলিত ব্যয় :** ২৭ কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা (হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের অংশ)

**প্রকল্পের কার্যক্রম :**

এনএটিপি-২ এ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ডিএই এর Common Interest Groups (CIGs) ও Producer Organizations (POs) এবং ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের নিম্নোক্ত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করছেঃ

১. নির্বাচিত ৩০টি পুরাতন এবং নতুন উপজেলায় শস্যের আনুভূমিক সম্প্রসারণের (Horizontal Expansion of Best Practices) জন্য কর্মসূচী সংগঠিত করা;

২. নির্বাচিত ছয়টি শস্যের যেমন বেগুণ, করলা, মিষ্টিকুমড়া, টমেটো/গ্রীষ্মকালীন টমেটো, কলা এবং সুগন্ধী চালের উল্লম্ব সম্প্রসারণ (Vertical Expansion) কাজ ম্যাপিং এবং সংগঠিত করা;

৩. ভ্যালু চেইন এনালাইসিস, মার্কেট স্টাডিজ এবং সার্ভে করা;

৪. CIGs, POs এবং DAE এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্যালুচেইন ব্যবস্থাপনার জন্য বিপণন দক্ষতা তৈরি করা;

৫. উচ্চমানের পণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনাসহ পণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্র (Commodity Collection & Marketing Centre, CCMC) তৈরি এবং বর্তমান বাজারের সংস্কার (renovation of existing markets) কাজে POs দের সংগঠিত ও সহযোগিতা করা:

৬. কৃষক (CIG & Non-CIG), প্রক্রিয়াজাতকারী এবং ট্রেডারসদের ব্যবসা কাজে সহায়তার জন্য পণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্র (CCMC), কালেকশন পয়েন্ট এবং সংস্কারকৃত বর্তমান বাজারে স্বল্প মেয়াদে ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৭. CIGs/POs দের সাথে ট্রেডারস, সুপারমার্কেটস, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানিকারকদের বাজার সংযোগ এবং চুক্তিবদ্ধ ব্যবস্থা তৈরি করা;

৮. CIGs/POs এবং উদ্যোক্তাদের এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ডস (AIF-2 & AIF-3) হতে ম্যাচিং গ্র্যান্টস এর জন্য দরখাস্ত করতে ফিন্যানসিয়াল এডভাইজরি সার্ভিস প্রদান করা এবং

৯. নিরাপদ খাদ্য এবং স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী বিধিমালা বিষয়ে প্রচার ও যোগাযোগ সংগঠিত করা।

**প্রকল্প এলাকা (৩০টি উপজেলা):**

সাভার, বেলাবো, শিবপুর, রায়পুরা, মধুপুর, দেলদুয়ার, মুক্তাগাছা, ইসলামপুর, নকলা, কাপাসিয়া, কিশোরগঞ্জ সদর, চান্দিনা, দক্ষিণ সুরমা, শ্রীমঙ্গল, মীরসরাই, খাগড়াছড়ি সদর, শিবগঞ্জ, বগুড়া সদর, মিঠাপুকুর, পার্বতীপুর, বীরগঞ্জ, চিরির বন্দর, পলাশবাড়ী, বরাইগ্রাম, নওগাঁ সদর, গোদাগাড়ী, যশোর সদর, ঝিকরগাছা, বাঘেরপাড়া, কালিগঞ্জ।

**২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্প ব্যয়:**

এনএটিপি-২ এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আরপিএ উৎস হতে সর্বমোট প্রাপ্ত ১৯৭১২০০.০০ (উনিশ লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশত) টাকার মধ্যে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৯৬৯৮০৭.০০ (উনিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার আটশত সাত) টাকা যা মোট ব্যয় অগ্রগতির ৯৯.৯৩%।

**হর্টেক্স ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য/অর্জন:**

* জাতীয় খাদ্য মেলা-২০১৬, জাতীয় সবজি মেলা-২০১৭ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী-২০১৭ তে অংশ গ্রহণ করে গুণগতমান সম্পন্ন ও নিরাপদ এবং রপ্তানিযোগ্য শাকসবজি ও ফল-মূলের প্রচার ও যোগাযোগ সংগঠিত করা হয়েছে ।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৫টি পরিচালনা পর্ষদের সভা আয়োজন করেছে।
* বাংলাদেশে শুকনা করলা চিপস (Dried bitter gourd chips) তৈরিতে বেসরকারি খাতকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য হর্টেক্স ফাউন্ডেশন তাইওয়ান ফুড এন্ড প্রসেসিং ইন্ডাট্রিজ লি: এর সাথে যোগাযোগ করেছে। এ কোম্পানী ইতোমধ্যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রাই করলা চিপস তৈরি করে পরিবেশ বান্ধব প্যাকেটজাত করে রপ্তানি শুরু করেছে। এই কোম্পানীর সাথে এনএটিপি-২ এর আওতায় CIG কৃষকদের নিরাপদ করলা সরবরাহের লক্ষ্যে বাজার সংযোগ স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশন শাকসবজি, ফল-মূল চুক্তিবদ্ধ চাষ পদ্ধতিতে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) এর নীতিমালা অনুসরণপূর্বক উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর (সর্টিং, গ্রেডিং, ওয়াশিং, প্যাকেজিং ইত্যাদি) উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ৬৮ জন কৃষক এবং ১১০ জন রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছে।
* উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক, উৎপাদকসহ বিভিন্ন আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন কলাকৌশল, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা-পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক বাজার তথ্য, সম্ভাবনা ও চাহিদাসহ রপ্তানি সম্পর্কিত তথ্যাদি, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ সেবা এবং বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশন আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (Cool Chain) ব্যবস্থায় কৃষি পণ্য পরিবহনে সহায়তা প্রদান করে আসছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ৫টি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পরিবহনের মাধ্যমে ৩০৫টি রাউন্ড ট্রিপে (৬২৭ দিন) পচনশীল ও উচ্চ তাপমাত্রায় সংবেদনশীল পণ্যের গুণগত মান রক্ষাকরণে সহযোগিতা প্রদান করেছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশন নতুন কৃষিপণ্য ও রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ইউরোপিয়ান প্রযুক্তিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নেট/পলিথিন হাউজে (১৪ বিঘা জমি) নিয়ন্ত্রিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্যাক হাউজ সুবিধাসহ যুক্তরাজ্যের লন্ডন বাজারের চাহিদানুযায়ী গুণগত মান সম্পন্ন ও নিরাপদ সবজি যেমন বেগুণ, বরবটি, পটল, চিচিংগা, নাগামরিচ, লাউ, জালি কুমড়া, কচুরলতি, লালশাক, ডাটা শাক, পুঁই শাক, পাট শাক, পেঁপে, ঝিঙ্গা, কাকরোল ও সীম উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণনে ফার্মার্স ডেন লিমিটেড (Farmers DEN Ltd.) নামক একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে সরাসরি মধুপুর থেকে উৎপাদিত সবজি লন্ডনে রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হবে ।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, সিনজেনটা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও কোষ্টাল সী ফুডস লি: এর যৌথ উদ্যোগে ইউরোপে হিমায়িত সুইট কর্ণ রপ্তানির উদ্দেশ্যে নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলায় ১.২০ একর জমিতে ৫টি জাতের (BARI Sweet corn-1, Syngenta, East-West, BRAC, CP) সুইট কর্ণের একটি প্রদর্শনী করা হয়েছে।
* হর্টেক্স ফাউন্ডেশনে অর্গানিক ফার্মিং, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, উত্তম কৃষি পদ্ধতি, আম, আলু ও কলা রপ্তানি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষক বাজার সংযোগ স্থাপন, তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক বাজার তথ্য সহায়তা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার, সভা ও তথ্য আদান প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২২২টি গুরুত্বপূর্ণ সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে।

**উপসংহার**

নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদানুযায়ী গুণগত মানসম্পন্ন শাকসবজি, ফল-মূল, আলু, মসলা, পান, ফুল ও অন্যান্য কৃষিপণ্য চুক্তিবদ্ধ চাষ পদ্ধতিতে উৎপাদন ও তার গুণগতমান উন্নয়ন, ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, সরাসরি কৃষক বাজার সংযোগ স্থাপন এবং অধিক হারে নিরাপদ শাক সবজি, ফল-মূল, আলু এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য স্থানীয় বাজারে বিপণন এবং রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয়ভাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ ফাউন্ডেশন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।